পথিক

সমরেশ বসু

দে'জ পাবলিশিং
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্‌প্রেসান হাউস
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

সাত টাকা

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের
বইয়ের তালিকা।

দুই অরণ্য
ফেরাই
স্বীকারোক্তি
এপার ওপার
সূর্চাদের স্বদেশ যাত্রা
মানুষ
সওদাগর
একটি অস্পষ্ট স্বর
ধর্ষিতা
বাঘিনী
মিছিমিছি
মুখোমুখি ঘর
পাতক
ছিন্নবাধা
অচিনপুর
অলিন্দ
বিকালে ভোরের ফুল
তিন ভুবনের পারে
চেতনার অন্ধকারে
অলকা সংবাদ
ছুটির ফাঁদে
বন্ধ দুয়ার
বান্দা
উত্তরঙ্গ
শ্রেষ্ঠ গল্প

জি. টি রোডের ধারে
নিঠুর দরদী
বঙ্কিম বসন্ত
ছায়া ঢাকা মন
কামনা বাসনা
স্বর্ণ চঞ্চু

প্রজাপতি
বিবর
যার যা ভূমিকা
অবচেতন
বিশ্বাস
ওদের বলতে দাও
অশ্লীল
ভানুমতী
আত্মজ
পদক্ষেপ
যাত্রিক
স্বর্ণপিঞ্জর
গঙ্গা
তরাই
রূপায়ণ
অপরিচিত
বিষের স্বাদ
ভানুমতীর নবরঙ্গ
ছেঁড়া তমসুক
রূপকথা
আঠারোর দিন পরে
অন্ধকারের গান
বিবর মুক্ত
অন্ধকার গভীর গভীরতর
রামনাম কেবলম
ত্রিধারা

যে-বিদেশী চিত্রটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তার চিত্রনাট্যটি আমি পাঠ করেছি এবং এ উপন্যাসটির প্রেরণা সেই চিত্রনাট্য। উপন্যাসটি পাঠ করে, পাঠকদের যদি, ঘটনা কাহিনী এবং চরিত্রগুলো একান্ত দেশীয় বলে মনে হয়, তা হলে আমার প্রেরণাকে সার্থক মনে করবো।

স. ব.

পরীক্ষা চলছে। ইংরেজি সেকেণ্ড পেপার। ক্লাস এইট, তিনটি সেকশন, এ. বি. সি. সকলের একসঙ্গে, একই হলঘরে পরীক্ষা চলছে। বাপ্পা—ওর ভাল নাম মৃদুল, চোখ তুলে তাকাল হাড়গিলা স্যার, মানে শচীনবাবু, ইংলিশের টিচারের দিকে। সমস্ত হলঘরটা একবার পাক দিয়ে, সামনের দিকে ফার্স্ট বেঞ্চির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সকলের দিকে দেখছেন। বাপ্পা চোখ তুলে তাকাতে হাড়গিলা স্যারের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ওঁর চোখ অপলক, দৃষ্টিতে একটা সতর্ক অনুসন্ধিৎসা। বাপ্পা চোখ নামিয়ে নিল, মনে মনে বলল, 'শকুন।'

ইস্কুলের সমস্ত ছেলেরাই ওঁকে আড়ালে হাড়গিলা বলে। সেটা একান্তই শচীনবাবুর চেহারার জন্য না। ওঁর নীরস হাসি-হীন রোগা লম্বা মুখের অভিব্যক্তি সবসময়েই, অসন্তুষ্ট, সন্দিগ্ধ। চোখের দৃষ্টিতে সব সময়েই একটা ভ্রূকুটি শাসনের ভাব। নাকের তুলনায়, ওঁর নাসারন্ধ্র দুটি যেন ঘোড়ার মতো বড় দেখায়, এবং রোগা লম্বা মুখের তুলনায় ওঁর ঠোঁট দুটো বেশ মোটা, ভুরু জোড়াও তাই। মাথার চুল কুচকুচে কালো, বাঁদিকে সিঁথি কাটা, তৈলাক্ত সুচিক্কন, বেশ চেপে আঁচড়ানো। ওঁকে ডিগডিগে রোগা বলা যায়, কিন্তু উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি না। পাঞ্জাবীর ওপরে মালকোচা দিয়ে ধুতি পরেন। চেহারার তুলনায় ওঁর গলার স্বর দশগুণ বেশি মোটা অর্থাৎ চেহারার দশগুণ বেশি। এ রকম অমিল প্রায় দেখা যায় না। মনে হয় গলার স্বরটা নিজের গলার মধ্যে একটা কোন যন্ত্র বসিয়ে রেখেছেন এবং সেই যন্ত্রের মারফৎ উনি কথা বলছেন, গম্‌গম্‌ শব্দে।

ছ'মাস আগে উনি বিয়ে করেছেন। বৌভাতের পরদিনই ক্লাসে জয়েন করেন। ক্লাস এইটের বি সেকশনে ওঁর প্রথম ক্লাস ছিল। উনি ক্লাসে ঢুকলে ছাত্রেরা উঠে দাঁড়ায়, এবং অধিকাংশ ছাত্রই ওঁর দিকে তাকাতে গিয়ে টিপে টিপে হাসছিল। সেদিন উনি একটি সিল্কের পাঞ্জাবী আর সাদা রঙের নিউকাট জুতো পরে এসেছিলেন। কিন্তু সেজন্য ছেলেরা হাসেনি। উনি ডেস্কের ওপর উঠে চেয়ারে বসতে যাবার আগে হঠাৎ ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকালেন। সেখানে লেখা ছিল, স্যার ফুলশয্যা কেমন হল ? আমাদের খাওয়াবেন না ? লেখার প্রত্যেকটি অক্ষরই, ধরে ধরে ছাপার অক্ষরের অনুকরণে লেখা ছিল, যাতে বোঝা না যায় কার হাতের লেখা।

শচীনবাবু ভ্রূকুটি শক্ত-মুখে প্রথম বেঞ্চি থেকে শেষ বেঞ্চি পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দেখছিলেন এবং একটি মাত্র গর্জন শোনা গিয়েছিল, 'কে ?'

ক্লাসরুমে পিন পড়লেও শোনা যেত এতই স্তব্ধ ছিল, কিন্তু প্রত্যেকটি ছেলের মুখেই বিভিন্ন অভিব্যক্তি, ভয়, অপরাধ হাসি মিশ্রিত। কেউ কোন কথা বলেনি। শচীনবাবুর গলা আবার শোনা গিয়েছিল, 'ফার্স্ট মনিটার ?'

নারায়ণ ফার্স্ট বেঞ্চিতে বসে। কালো মোটা চশমা চোখে, দামী ট্রাউজার আর শার্ট পরা ছিল ওর। বলেছিল, 'স্যার, আমি ক্লাসে ঢুকেই লেখাটা দেখছিলাম, কারোকে লিখতে দেখিনি। আমি ডাস্টার দিয়ে মুছতে যাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন একসঙ্গে বলে ওঠে, 'মুছলে রেজাল্ট খুব খারাপ হবে। নিজের জায়গায় বসে পড়।'

শচীনবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন, 'তারা কারা ?'

নারায়ণ মোটা শরীরটা ঘুরিয়ে ক্লাসের পিছন পর্যন্ত দেখেছিল, প্রত্যেকটি ছেলেই ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, এবং প্রত্যেকটি ছেলের মুখেই প্রায় একটা চ্যালেঞ্জের ভাব ছিল। নারায়ণ শচীন-

বাবুর দিকে ফিরে বলেছিল, 'আমি সবাইকে ঠিক মতো দেখতে না পেলেও মৃত্বল আর বুদ্ধদেবকে বলতে দেখেছিলাম স্যার।'

মৃত্বল, মানে বাপ্‌পা আর বুদ্ধদেব মানে বুড়ো, তুজনেই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল, 'আমরা বলিনি স্যার।'

শচীনবাবুর মুখ আরো শক্ত হয়ে উঠেছিল, মোটা গলায় গাঁক গাঁক করে বলেছিলেন, 'শয়তানদের চিনতে আমার বাকী নেই।'

বলেই তিনি ডেস্‌ক থেকে নেমে, নতুন জুতোয় খটখট শব্দ তুলে ঝটিতি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বুড়ো প্রথম বলে উঠেছিল, 'নারায়ণ, মিথ্যে কথা বললি কেন?'

নারায়ণের চোখে একটা ভীতির অভিব্যক্তি ফুটেছিল, বলেছিল, 'আমি মোটেই মিছে কথা বলিনি।'

বাপ্‌পাও তেড়িয়া হয়ে বলেছিল, 'মনে রাখিস, হাড়গিলা স্যার তোকে সব সময় বাঁচাতে পারবে না। বড়লোকের ছেলে বলে পার পেয়ে যাবি না।'

ইতিমধ্যে অন্যান্য ছেলেরা জল্পনা কল্পনা করছিল, হাড়গিলা স্যার বেত আনতে গেলেন, না হেডমাস্টারকে ডাকতে গেলেন। কে একজন বলে উঠেছিল, 'এই ফাঁকে মুছে দিলেই তো হয়।' একজন প্রশ্ন করেছিল, 'হু উইল বেল্ দ্য ক্যাট?' তার কোন জবাব পাওয়া যায় নি। শচীনবাবু হেডমাস্টার বগলাবাবুকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকেছিলেন। বগলাবাবুর চেহারা শচীনবাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওঁর শরীরের, ভুঁড়িটা সব থেকে এগিয়ে চলে, এবং তিনি গলাবন্ধ কোট পরেন বলে ভুঁড়িটা যেন আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এত মোটা শরীর ওঁর, মনে হয় এত বেশি ভার নিয়ে উনি চলতে পারছেন না, থপথপ করে হাঁটেন। চোখে মোটা লেন্সের চশমা, মাথায় টাক, ভুরুতে কয়েক গাছি করে চুল আছে, নাকটা ছোট্ট একটুখানি, ওঁর মস্ত মুখের মধ্যেই যেন খুঁজেই

পাওয়া যায় না, এবং গলার স্বর অনেকটা ফ্যাসফেসে মত। ছোট চোখ দুটি সব সময়েই যেন পাকানো মনে হয়, অন্তত ছেলেদের কাছে।

তিনি এসেই ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকালেন, লেখাগুলো পড়লেন, এবং ডেস্‌কের ওপরে দাঁড়িয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হু? হু ইজ দ্য কালপ্রিট, আই লাইক টু নো। স্বীকার করলে তাকে আমি কোন সাজা দেব না।'

বলে তিনি বাপ্‌পা আর বুড়োর দিকে তাকালেন। বুড়ো থার্ড বেঞ্চিতে, বাপ্‌পা ফোর্থ। চোখাচোখি হতে ওরা চোখ নামিয়ে নিল এবং তার সঙ্গে আরো অনেকে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

শচীনবাবু বলেছিলেন, 'নারাণ, তুমি যখন লেখাটা মুছতে চাইছিলে তখন তোমাকে যারা শাসিয়েছিল, তাদের কাকে কাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে?'

নারায়ণের মুখের ভাব তখন রীতিমত ভীত আর সমস্যা-পীড়িত। তবু বলেছিল, 'বুদ্ধদেব আর মৃদুল।'

বগলাবাবু আবার বাপ্‌পা আর বুড়োর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, উত্তেজিত ফ্যাসফেসে গলায় বলেছিলেন, 'তেরো চোদ্দ বছর বয়সের সব ছেলে, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, তোমাদের এসব কীর্তি? মাস্টার মশাইদের রেসপেক্ট করতে শেখনি? যারা এ কাজ করেছে, তাদের গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।'

বাপ্‌পা নীচু মুখে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল, বগলাবাবুর কথায় ওর হাসি পাচ্ছিল। বগলাবাবু একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'ফুলশয্যা কেমন হল, সেটা মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস না করে নিজেরাই ফুলশয্যা কর না গিয়ে।'

কয়েকজন ছেলে হঠাৎ হেসে উঠেছিল। বগলাবাবু ধমক দিয়েছিলেন, 'চুপ! হাসতে লজ্জা করে না? অসভ্য, রাসকেল, কারোর একটা সত্যি কথা বলবার সাহস নেই?'

বলে তিনি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে আবার সকলের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপরে আবার বলেছিলেন, 'মনে কর না তোমরা যা খুশি করবে, আমি তা মেনে নেব। জানি তোমরা আজ্‌কাল খুবই বেড়ে উঠেছ, কিন্তু মনে রেখ, আমার ইস্কুলে আমি এসব চলতে দেব না। কিছু না পারি, বাজে ছেলেদের আমি ইস্কুল থেকে নাম কেটে দেব।'

তারপরেই, আর একটু থেমে ডেকেছিলেন, 'বুদ্ধদেব আর মৃদুল, কাম হিয়ার।'

বুড়ো আর বাপ্‌পা ডেস্‌কের পাটাতনের ওপরে উঠেছিল, সমস্ত ছেলেরা ওদের দুজনকে দেখছিল। বগলাবাবু নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাও বুদ্ধদেব, প্রথম লাইনটা তুমি আগে মোছ।'

বুড়ো বগলাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি কিন্তু লিখিনি স্যার।'

'যা বলছি আগে তাই কর।' বগলাবাবু ধমকে উঠেছিলেন।

বুড়ো ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে, বোর্ডের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো ডাস্টার দিয়ে মুছেছিল, স্যার ফুলশয্যা কেমন হল?

'নাউ, মৃদুল, তুমি অন্য লাইনটা মোছ।' মৃদুলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মৃদুল বলেছিল, 'আমি কিন্তু এসবের—'

ওঁর কথা শেষ হবার আগেই, বগলাবাবু ওর কান ধরে ঠেলে বলেছিলেন, 'যা বলা হচ্ছে তাই কর। তারপরে তোমাদের কী ভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমি দেখাচ্ছি।'

বাপ্‌পা ঘাড় ফিরিয়ে বগলাবাবুর মুখের দিকে দেখেছিল, ওকে রীতিমত অপমানিত আর ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। ও ডাস্টার দিয়ে মুছেছিল, আমাদের খাওয়াবেন না? বগলাবাবু বলেছিলেন, 'তোমাদের যা খাওয়ানো উচিত, তা একমাত্র নর্দমাতে থাকে। নাউ ব্যাক টু ইয়োর সিট।'

বাপ্‌পা আর বুড়ো ওদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বগলাবাবু ডেস্ক থেকে নেমে শচীনবাবুকে বলেছিলেন, 'শুনুন।'

বলে, ক্লাসের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শচীনবাবু তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি গলা নামিয়ে বলছিলেন, 'জানেন তো, দিনকাল খুবই খারাপ, বেশি কিছু বলতে গেলে উল্টো বিপত্তি হবে। আজকালকার ছেলে সব পিপুল পাকা। ওদের গার্জিয়ানদের কাছে আমি চিঠি পাঠাব। আসল জায়গা থেকে শাসন না করলে হবে না। আমাদের কোন রকমে দিনাতিপাত করে গেলেই হল, বুঝলেন না? আজকাল তো আর গায়ে হাত তোলা চলে না!'

শচীনবাবুর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বগলাবাবুর বিধান ওঁর মনঃপুত হয়নি। বলেছিলেন, 'আপনি কি মনে করেন বাড়িতে গার্জিয়ানরা এদের ঠিকমত শাসন করে, নাকি এরা বাপমাকে মানে?'

আমাদের কাঁচকলা। হেডমাস্টার বগলাবাবু বলেছিলেন তাঁর বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, 'আমরা এখানে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া মানুষ করতে আসিনি। টিচাররা ক্লাস নেবেন নিয়মিত, তা হলেই হল, কে কী করল না করল আমাদের দেখার দরকার নেই, বাইরে গিয়ে যে যা খুশি তা করুক। মনে রাখবেন, আপনার আমার এখতিয়ারে কিছুই নেই। যান, এখন ক্লাসে চলে যান। অবশ্যি আপনি আজ না এলেই পারতেন, গতকাল আপনার বৌভাত গেছে।'

বগলাবাবু একটু হাসবার চেষ্টা করে চলে গিয়েছিলেন। শচীনবাবু ক্লাসে এসে ঢুকেছিলেন। সব ছেলেরাই ইতিমধ্যে বসে পড়েছিল, আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল। শচীনবাবু শক্ত মুখে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'সবাই বস, শুধু বুদ্ধদেব আর মৃতুল ছাড়া।'

সবাই বসবার পরে বুড়ো বাপ্‌পার দিকে তাকিয়েছিল, চোখাচোখি করেছিলেন, এবং বাপ্‌পা বলেছিল, 'স্যার, কোন প্রমাণ না পেয়েও শাস্তি দিচ্ছেন।'

শচীনবাবু চেয়ারে বসে একটু মেজাজী ঢঙে বলেছিলেন, 'অন্তত একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে তোমরা নারাণকে শাসিয়েছিলে।'

বুড়ো বলেছিল, 'ও সত্যি কথা বলেনি স্যার।'

'তোমাদের কথায় আমি সত্যি মিথ্যা যাচাই করতে চাই না।' বলে ব্যাপারটাকে সেখানেই মিটিয়ে দিয়ে তিনি নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আজ কী আছে?'

নারায়ণ বলেছিল, 'হোম টাস্ক স্যার, ট্রানস্লেশন।'

শচীনবাবু বলেছিলেন, 'সকলের খাতা কালেক্ট করে নিয়ে এস।'

শচীনবাবুর সম্পর্কে যে ঘটনার উল্লেখ করতে হল, এই কারণেই ওর নাম হাড়গিলা স্যার হয়নি। কে যে ওর নাম হাড়গিলা দিয়েছিল, কেউ সঠিক বলতে পারে না। বাপ্‌পারা প্রথম থেকেই জেনে এসেছে, শচীনবাবু মানে হাড়গিলা স্যার। সেই ঘটনার পরে বাপ্‌পা ভেবেছিল নারায়ণকে ধরে মারবে। বুড়ো বারণ করেছিল, বলেছিল, 'তাতে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাবে, আমাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি হবে, বাড়িতেও তা নিয়ে গোলমাল হবে। ওর সঙ্গে আমরা আর কথা বলব না।'

কিন্তু মূলত ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাটা বুড়ো বা বাপ্‌পা লেখেনি। লিখেছিল নিত্য নামে একটি ছেলে এবং তার সাক্ষী ছিল মাত্র দুজন। ক্লাসে প্রথম এসেছিল নিত্য, বয়সে সকলের থেকে বড়, দু'বছর ফেল করেছে, একবার ক্লাস ফাইভে আর একবার সেভেনে। দ্বিতীয় বার ফেল করার পরে হেডমাস্টার ওকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইস্কুলটার সুনাম আছে মধ্য কলকাতায়, এটি একটি বেশ ভাল ইস্কুল। ইংলিশ মিডিয়াম না হলেও বেশ কেতাদুরস্ত হিসাবে নাম ডাক আছে। একই সঙ্গে নিত্যর বাবা বেশ বড়লোক, প্রতিপত্তি বলতে যা বোঝায় তাও তাঁর যথেষ্ট আছে, আর ছাত্ররা সবাই মোটামুটি জানে, হেডমাস্টার বড়লোকদের একটু বেশি পছন্দ করেন, বিশেষত যাদের গাড়ি-টাড়ি আছে। নিত্যর

বাবা হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন, তার পরে আর ট্রান্সফার সর্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। ব্ল্যাকবোর্ডে যখন নিত্য লিখছিল তখন আরো তুজন ছাত্র এসে পড়েছিল, সেই জন্যই অন্যেরা জানতে পারে, তা না হলে বোধহয় জানাই যেত না। কিন্তু নিত্যর সেই লেখা অধিকাংশ ছাত্রেরই ভাল লেগেছিল, হাড়গিলা স্যারের ব্যাপার বলেই সবাই খুব খুশি হয়েছিল; বুড়ো আর বাপ্পাও তা-ই, এবং এ কথাও ঠিক ফার্স্ট মনিটার নারায়ণ যখন লেখাটা মুছে দিতে চেয়েছিল, কয়েকজনের সঙ্গে ওরাও নারায়ণকে বাধা দিয়েছিল। নারায়ণ বুড়ো আর বাপ্পাকে বলতে দেখেছিল। হয়তো আরো কারোকে দেখেছিল, কিন্তু তাদের নাম বলেনি। বুড়ো আর বাপ্পার প্রতি ওর কেমন একটা বিদ্বেষ আছে, ওদের নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহ্য করতে পারে না।

পরিণতিটা ইস্কুলের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনদিন পরে তার ঢেউ বাড়িতে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল। বাপ্পার ভগ্নিপতির নামে হেডমাস্টারের কাছ থেকে একটি চিঠি গিয়েছিল, যে-চিঠিতে ব্ল্যাকবোর্ডের লিখিত কথা সহ সাড়ম্বরে সব লেখা ছিল, এবং বাপ্পাকেই সেই লেখার জন্য দায়ী করা হয়েছিল। এবং বুড়োকেও। বুড়োর বাড়িতেও একই চিঠি গিয়েছিল।

বাপ্পার বাবা জীবিত নেই। মা আছেন, তিনি বর্ধমানের এক গ্রামে একলা থাকেন। ওর আরো তুই দাদা আছে। তারা বিবাহিত, থাকে চাকরি উপলক্ষে পশ্চিম বাঙলার বাইরে। সাধারণ চাকরি। বর্ধমানের গ্রামে সামান্য কয়েক বিঘা জমি, তাতেও চলে না। বাপ্পার দাদারা মাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠায়, তাতেই চলে যায়। মায়ের অনুরোধে বাপ্পার দিদি সুমিতা বাপ্পাকে

কলকাতায় এনে রেখেছে। অবিশ্যিই সুমিতার স্বামী সরলের সম্মতিক্রমে।

সরলের অবস্থা খারাপ না। সে একজন সেল্ফ্-মেড ম্যান, ছোটখাট একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম আছে, যেখানে প্রায় পঞ্চাশজন লোক কাজ করে। সেন্ট্রাল কলকাতায় ভাল পাড়ায়, ভাল ফ্ল্যাটেই থাকে। তার একটি গাড়িও আছে—অস্টিন ইংল্যাণ্ড। পুরনো হলেও গাড়িটি এখনো যথেষ্ট শক্ত আর সবল। সরল নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে। সে সেল্ফ্-মেড বটে, কিন্তু খুব একটা সেল্ফ্-কণ্ট্রোল লোক না। সুমিতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে বছর দশেক আগে। এখন সুমিতার বয়স প্রায় আটাশ! কোন সন্তান হয়নি। বলতে গেলে তার কোন কাজই ছিল না, একটি অপেশাদার সংস্থায় মাঝে মাঝে নাটক করা ছাড়া।

সুমিতা অভিনয়টা ভালই করতে পারে। ওর ভিতরে অভিনয়ের একটা আর্জ ছিল ও নিজে নিজেই এটা অনেকখানি আয়ত্ত করেছে, তারপরে সরল ওর এক বন্ধুর অপেশাদার গ্রুপে সুমিতাকে নিজেই ঢুকিয়েছিল। পরে সুমিতার যা-ই মনে থাক, অপেশাদার সংস্থায় ওর ভাল লাগছিল না বা নিজের ব্যক্তিগত কোন আয় নেই, এ সব ভেবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এন্টারটেনমেন্ট বিভাগে কনট্রাক্ট সার্ভিসে যোগ দিয়েছে। যোগ দিয়েছে অভিনেত্রী হিসাবে।

সরল সকালবেলাই বেরিয়ে যায়, রাত্রে ফেরে। সুমিতা বেরোয় দুপুরে। বাড়িতে একটি মেয়ে আছে, বলতে গেলে রান্নাবান্না ঘরকন্না সে-ই সব করে। তার বয়স বছর ত্রিশ, কোন সন্তানাদি নেই। বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই, নাম রোহিনী। দেখতে শুনতেও সে খুব খারাপ না। তা ছাড়া একটি ঠিকা ঝি আছে, সে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর দরজা সাফ সুরৎ করার কাজ করে।

মোটামুটি সংসারের এই চিত্রের মধ্যে, বাপ্পা পাঁচ বছর আগে

এসেছে। সংসারে মধ্যে সরলদা বা দিদির মধ্যে যে ও বিশেষ কোন সূত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তা মনে হয় না। সরল আর সুমিতার মধ্যে কোথাও একটি বিচ্ছিন্নতা আছে। হয়তো আপাতদৃষ্টিতে সন্তানের জন্যই এ বিচ্ছিন্নতা বলে ভাবা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাপ্‌পার কোন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। দিদি জামাইবাবুর সংসারে যেমন থাকা উচিত, তাই আছে, অনেকটা যে-যার নিজের মত। অবিশ্যি অভিভাবকত্ব বলতে যা বোঝায়, সরল আর সুমিতা সেটা পুরোপুরি মেনে চলে। খাওয়া থাকা পরা লেখা-পড়া শেখা, কোন দিকেই কোন কিছুর অভাব রাখা হয়নি। ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে একটু বেড়াতে যাওয়া বা সিনেমা দেখতে যাওয়া বা রেস্টুরেণ্টে খেতে যাওয়া, সে সবও হয়।

সরল লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যের লোক। একটু মেজাজী বলতে যা বোঝায়, তা-ই। একগুঁয়েমিও কিছুটা আছে, তবে তাকে অন্তত বাইরে থেকে কখনো অসুখী মনে হয় না। অসুখী সুমিতাকেও মনে হয় না। সে সব সময়েই সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। কস্‌মেটিক ব্যবহারে একটু বাহুল্য আছে। তাকে খানিকটা এমনিতেই সুখী মেজাজের মেয়ে বলে মনে হয়।

হেডমাস্টারের চিঠিটা যে আসবে, সেটা বাপ্‌পা আগেই জেনেছিল। হেডমাস্টার বগলাবাবু, ক্লাসের বাইরে বারান্দায় শচীনবাবুকে বলার সময় মোটেই আস্তে কথা বলেননি। তার আগেও বারদুয়েক চিঠি গিয়েছিল। প্রথমবার একদিন কামাই করবার জন্য, যার কোন কৈফিয়ৎ বাপ্‌পা দিতে পারেনি, নিজের পেটের অসুখের দোহাই দেওয়া ছাড়া। কিন্তু অভিভাবকের চিঠি চাওয়া হলে, তাও দেখাতে পারেনি, পরিণতি হেডমাস্টারের পত্রাঘাত, যার জবাবে সরলকে মিথ্যা কথাই লিখতে হয়েছিল সুমিতার অনুরোধে।

বাপ্‌পা সাধারণত ইস্কুল কামাই করে না। কামাই করলে

কৈফিয়তের ব্যাপারে ওদের ইস্কুল অন্য অনেক ইস্কুলের তুলনায় কড়া। কিন্তু শচীনবাবু (হাড়গিলা স্যার) হোম টাস্কের জন্য এমন কঠিন ট্রানস্লেশন করতে দিয়েছিল, আর এমন খারাপ, বাপ্‌পা তা করতে পারেনি। উনি নিজেই ট্রানস্লেশনের ডিক্টেশন দিয়েছিলেন, বাপ্‌পার এখনো মনে আছে। কিন্তু ডিক্টেশন দেবার আগেই তিনি বলে নিয়েছিলেন, 'ফ্রম থার্ড বেঞ্চ টু লাস্ট বেঞ্চিকে ডিক্টেশন দেওয়া হচ্ছে, নট ফর ফার্স্ট অ্যাণ্ড সেকেণ্ড।'

কথাগুলো এইরকম ছিল, 'লেখাপড়া করা ব্যাপারটা আমার কাছে বড় একটা মাথাব্যথা। সকাল থেকে খেলতে, খেতে, শহরে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে। ইস্কুলের মাস্টার মশাইরা খুব খারাপ। ভবিষ্যতে আমি ঠ্যালাগাড়ির চালক হতে চাই।'...

শচীনবাবু কথাগুলো যখন বলছিলেন, তখন তাঁর মুখে যেন কেমন একটা প্রতিশোধের অথচ তৃপ্তির হাসি ছিল, আর যারা ডিক্টেশন নিচ্ছিল, তারা ওঁর মুখের দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। একটা অস্বস্তি আর অপমান বোধ করছিল এবং রাগও হচ্ছিল, কিন্তু ডিক্টেশন নিতে বাধ্য হয়েছিল। সব থেকে বেশি রাগ হচ্ছিল, প্রথম আর দ্বিতীয় বেঞ্চের ছেলেরা যখন মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল। শচীনবাবুকে কোন ছেলে জ্বালাতন করলে, ওঁর মেজাজ খারাপ থাকলে উনি এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করেন। সেই ডিক্টেশন দেবার দিন আশীষ বলে একটি ছেলের খাতায় একজন সিনেমা হিরোইন আর হিরোর নাম লেখা পাওয়া যায়, এবং হিরোইনের একটি ছবি। তার আগে আশীষ দুদিন ইস্কুলে আসেনি এবং অভিভাবকের কোন চিঠি দেখাতে পারেনি। সেজন্য আশীষের আলাদা শাস্তি প্রাপ্য তো ছিলই, তার সঙ্গে বাকী সকলের (দুটো বেঞ্চ ছাড়া) সেই ডিক্টেশন নিতে হয়েছিল।

বাপ্‌পা হঠাৎ উঠে জিজ্ঞেস করেছিল, 'স্যার, এসব কার কথা?'

শচীনবাবুর ঘোড়ার মত নাকের পাটার ছিদ্র বড় হয়ে উঠেছিল, চোখের পাতা কুঁচকে উঠেছিল, প্রায় কয়েক সেকেণ্ড বাপ্‌পার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'একগাদা গুণধর ছেলের।'

বুড়ো বাপ্‌পার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমাদের কথা না।'

'তোমাকে তা বলতে বলা হয়নি।' শচীনবাবু ধমকে উঠে বলেছিলেন, 'কারোকেই কিছু বলতে বলা হয়নি, কাল ফার্স্ট পিরিয়ডে আমি এর ইংরেজি তর্জমা চাই।'

বলেই তিনি বাকী দু বেঞ্চিকে আলাদা ডিক্টেশন দিতে আরম্ভ করেছিলেন, 'ফার্স্ট অ্যাণ্ড সেকেণ্ড বেঞ্চ, তোমরা লেখ···।'

টিফিনের সময় সব ছেলেরাই 'হাড়গিলা মুর্দাবাদ' বলে চিৎকার করেছিল। বুড়ো বাপ্‌পাকে বলেছিল, 'আমি কখ্‌খনো এ ট্রানস্লেশন করব না।'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'তা ছাড়া এ তো ভীষণ কঠিন, আমি করতেই পারব না।'

বুড়ো বলেছিল, 'আমি পারলেও করব না।'

বাপ্‌পা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি বলবি?'

বুড়ো বলেছিল, 'তা জানি না।'

বাপ্‌পা ট্রানস্লেশনটা সত্যি করতে পারেনি। কথাগুলো রাত্রে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত ওর মাথার মধ্যে খুঁচিয়েছে। পরের দিন যতই ও ইস্কুলের দিকে এগোচ্ছিল, ততই হাড়গিলা স্যারের সেই লম্বা ঘোড়ার মত কঠিন মুখ আর ছোট ছোট ক্রুদ্ধ চোখ দুটো মনে পড়ছিল, আর ওর পা ক্রমেই থেমে আসছিল। সেই সময়েই হঠাৎ বুড়ো, মানে বুদ্ধদেবের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাপ্‌পা যেন হঠাৎ একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। বলে উঠেছিল, 'বুড়ো, ট্রানস্লেশন করেছিস?'

বুড়ো বলেছিল, 'না রে। হাড়গিলা স্যারের সামনে যেতে যেন কী রকম লাগছে।'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'আমারও। এ ট্রানস্লেশন দেবার মানে কি জানিস?'

বুড়ো বলেছিল, 'জানি। না করে নিয়ে গেলে বলবে ইচ্ছা করে করিনি।'

বাপ্‌পা : 'কিন্তু সত্যি তা না।'

বুড়ো : 'আমারটা তা-ই। আমি হয়তো চেষ্টা করলে কিছু পারতাম। কিন্তু এখন হাড়গিলা স্যারের মুখটা মনে পড়লেই কেমন লাগছে।'

বাপ্‌পা : 'আমারও।'

বুড়ো : 'চল কোথাও চলে যাই। আজ আর ইস্কুলে যাব না।'

বাপ্‌পা : 'তারপর? কাল কী বলব?'

বুড়ো : 'কি আবার? আমি মায়ের হাতের লেখা নকল করে লিখে নিয়ে আসব।'

বাপ্‌পার মুখে হতাশা ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, 'আমার দিদির হাতের লেখা খুব খারাপ।'

বুড়ো : 'তোর থেকেও?'

বাপ্‌পা : 'হ্যাঁ।'

বুড়ো : 'তাহলে খারাপ করেই লিখে নিয়ে আসবি। আমি মায়ের হাতের লেখা খুব ভাল কপি করতে পারি।'

এসব কথা বলার সময় ওরা দাঁড়িয়ে ছিল ইস্কুল থেকে খানিকটা দূরে। দেখতে পায়নি, একটা পার্কের রেলিং-এর পাশ থেকে ওদের মনিটার নারায়ণ ওদের দেখছিল। ওয়ার্নিং বেল বেজে গিয়েছিল। নারায়ণ তবু দাঁড়িয়ে ছিল। বাপ্‌পা শেষ পর্যন্ত বলেছিল, 'চল যাই, পরে দেখব কী করি।'

ওরা দুজনেই ইস্কুলের বিপরীত দিকে চলতে আরম্ভ করেছিল। নারায়ণ ইস্কুলের দিকে দৌড় দিয়েছিল। বাপ্‌পা আর বুড়ো কলকাতার নানা রাস্তায় ঘুরেছিল। প্রথমে গিয়েছিল ঘুরতে ঘুরতে

পার্ক স্ট্রীটে। সেখান থেকে গান্ধী স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে সোজা রেড রোডের দিকে। তারপরে সেখান থেকে ওরা যখন চৌরঙ্গিতে এসেছিল, তখনই দেখা গিয়েছিল বুড়োর বাবা গাড়ি থেকে নেমে একটা বড় হোটেলে ঢুকছেন, সঙ্গে একজন বাপ্‌পার অচেনা মহিলা। ওরা দুজনেই লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাপ্‌পা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর বাবার সঙ্গে কে রে?'

বুড়ো বলেছিল, 'মাসীমা, ছোট মাসীমা। এ পাড়াতেই কোথায় কোন্ অফিসে যেন ছোট মাসীমা চাকরি করেন। বাবার সঙ্গে বোধহয় খেতে যাচ্ছেন।'

বাপ্‌পা জানত বুড়োরা বেশ বড়লোক। ওর জামাইবাবুর থেকেও অনেক বড়লোক। ছোট মাসীমার সম্পর্কে কথা বলবার সময় ওর মুখে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। ব্যাপারটা যেন খুবই স্বাভাবিক। সেখান থেকে কর্পোরেশন বাড়ির পাশ দিয়ে সুরেন ব্যানার্জী রোড দিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

পরের দিনের পরিণতি হয়েছিল অনেক বেশি বিপদজনক। প্রথমত ওরা জানত না নারায়ণ ওদের চলে যেতে দেখেছিল, এবং সেটা ও হাড়গিলা স্যারকে আলাদা করে বলেছিল। দ্বিতীয়ত হাড়গিলা স্যার পরের দিন গেলেও ট্রানস্লেশনের বিষয়টা ছাড়েননি। তৃতীয়ত এবং প্রধানত অনুপস্থিতির জন্য অভিভাবকের চিঠি, যেটা বাপ্‌পা কিছুতেই লিখতে পারেনি। রাত্রে অনেক চেষ্টা করেছিল সুমিতার হাতের লেখা নকল করবার। সুমিতার একটা গানের খাতা আছে, সেটা ড্রয়ার থেকে নিয়ে দেখে দেখে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ওর নিজের হাতের লেখাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত ভেবেছিল, ওর সংকটের কথা দিদিকে বলবে। কিন্তু সুমিতার আগে সরল বাড়ি এসে পড়েছিল। সুমিতার আসতে একটু বেশি রাত্রি হয়েছিল, ফলে দুজনের মধ্যে একটু বচসা হয়েছিল। বাড়ির আবহাওয়া থমথমিয়ে ছিল। সুমিতা কারোর সঙ্গেই কথা বলেনি, বাপ্‌পার

সঙ্গেও না। ফলে ও দিদিকে কিছুই বলতে পারেনি। সরলও ওর সঙ্গে কোন কথা বলেনি। ও খেয়েদেয়ে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। পরের দিন ইস্কুলেও উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে গিয়েছিল। ক্লাসে ঢুকে কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের সীটে গিয়ে বসেছিল।

হাড়গিলা স্যার ক্লাসে ঢুকে ডেস্কের ওপর উঠে প্রথমেই দেখেছিল বুড়ো আর বাপ্‌পার দিকে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বুদ্ধদেব, তুমি কাল কোন্ পিরিয়ডে ক্লাসে ঢুকেছিলে?'

বুড়ো বলেছিল, 'স্যার কাল ইস্কুলে আসতে গিয়ে আমার হঠাৎ বমি বমি লেগেছিল, আমি বাড়ি চলে গেছলাম।'

হাড়গিলা স্যার নাকের ছিদ্র বড় করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন প্রমাণ আছে?'

বুড়ো পকেট থেকে চিঠি বের করতে করতে বলেছিল, 'হ্যাঁ স্যার, মায়ের চিঠি এনেছি।'

'দেখি।'

বুড়ো ডেস্কের সামনে গিয়ে, বেশ সহজ ভাবেই হাড়গিলা স্যারের হাতে চিঠি দিয়েছিল। তিনি চিঠি খুলে পড়েছিলেন, তারপরে, 'হুঁম! তা হলে সত্যি তোমার শরীর খারাপ করেছিল। বেশ! হোম টাস্ক এনেছ?'

বুড়ো মাথা নীচু করে বলেছিল, 'যে খাতায় ডিক্টেশন নিয়েছিলাম, সে খাতাটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'চমৎকার!' হাড়গিলা স্যার প্রায় যেন হেসে উঠে বলেছিলেন, 'সত্যি বুদ্ধদেব, তোমার মত ব্রেনি ছেলে হয় না। আসলে খাতাটা খুব পাজী, তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। (ছেলেদের হাসি) সাইলেন্ট! আচ্ছা বুদ্ধদেব, খাতাটা যখন গেছেই, তুমি তোমার পাশের ছেলের কাছ থেকে কথাগুলো শুনে লিখে নাও। এই পিরিয়ডে ট্রানস্লেশনটা শেষ করে ফ্যালো। টিফিনের সময় হেড-

মাস্টার মশাইকে তোমার মায়ের চিঠিটা দিয়ে এস। মৃদুল।'
একটুও সময় না দিয়ে তিনি বাপ্‌পাকে ডেকেছিলেন। বাপ্‌পা জানত, ও প্রায় ঘামছিল, উঠে দাঁড়িয়েছিল।

হাড়গিলা স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার কি হয়েছিল?'

'শ—শরীর খারাপ স্যার।'

'শ—শরীর খারাপ স্যার?' অনেকটা ভেংচি কাটবার মত করে হাড়গিলা স্যার ঘাড় কাত করে বলেছিলেন, 'বমি বমি ভাব?'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'না স্যার, পেটের অসুখ।'

'ওহ্‌ খুব কষ্টের অসুখ। কোন চিঠি এনেছ?'

'না স্যার, ভুলে গেছি—মানে পেটের অসুখের কথা বাড়িতে কারোকে বলতে ভুলে গেছি।'

'বাহ্‌ বাহ্‌। (ছেলেদের হাসি) তোমার দিদি জামাইবাবুও দেখলেন না তোমার পেটের অসুখ করেছে? ওষুধ দিলেন কে, সারলো কী করে?' হাড়গিলা স্যার যেন তীর বিঁধিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন।

বাপ্‌পা তখন নিজের কথার জালে জড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল 'ওষুধ খেতে হয়নি স্যার, এমনি সেরে গেছল।'

হাড়গিলা স্যার বলেছিলেন, 'অসুখটা ভারি মজার। অসুখ করল, আবার আপনি আপনি সেরে গেল, বাড়ির কারোকে বলতেও ভুলে গেলে, কেউ জানলও না। ভেরি গুড!···ঠিক আছে, তার ব্যবস্থা করা যাবে। পরশু যে হোম টাস্ক দেওয়া হয়েছিল, সে খাতাটা কি হারিয়েছ?'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'না স্যার।'

'করে এনেছ?'

'না স্যার, পারিনি।'

'অসুখের জন্য?'

'না স্যার, ভীষণ কঠিন লাগছিল।'

'যাক, অন্তত একটা সত্যি কথা শোনা গেল।' হাড়গিলা স্যার বলেছিলেন, 'কিন্তু মৃত্বলবাবু, আপনাকে এখনই কঠিন টাস্কটা নিয়ে বসাতে হবে, অন্তত চেষ্টার ফলটা আমি দেখতে চাই। অসুখের ব্যাপারটা আমি পরে দেখছি।'

বুড়ো তখন টাস্ক নিয়ে বসে গিয়েছিল। টিচার্স রিমার্ক বুক বা গার্ডিয়ানস্ রিমার্ক বুকের কোন ব্যাপার ছিল না, কারণ তার কোন ফলাফল পাওয়া যেত না। সে জন্য যে কোন কারণেই অভিভাবকের কাছে চিঠি যেত। বাপ্পার জামাইবাবু সরলের নামেও তুদিন পরে চিঠি গিয়েছিল, এবং লেটার বক্সের চাবি সরলের কাছে থাকত। রাত্রে ফিরে এসে গাড়ি গ্যারেজ করে আগে তার কাজ লেটার বক্স খোলা। সরল লেটার বক্স খুলে, হেড মাস্টারের চিঠি পেয়েছিল। বাপ্পার ব্যাপারে ইস্কুল থেকে সেই প্রথম চিঠি।

বাপ্পা টের পায়নি, সরল বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে আগে চিঠিটা পড়েছিল। তারপরে শোবার ঘরে সুমিতার কাছে গিয়েছিল। সুমিতা তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সন্ত খোঁপা খুলে ফেলা চুলে চিরুনি টানছিল। সরল চিঠিটা সুমিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল 'পড়।'

সুমিতা অবাক চোখে সরলের দিকে তাকিয়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল 'কিসের চিঠি?'

সরল চেয়ারে বসে জুতো মোজা খুলতে খুলতে বলেছিল, পড়েই ছাখ না। সুমিতা চিরুনিটা চুলে আটকে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করেছিল '···মহাশয়, শ্রীমান মৃত্বল নাকি অসুস্থতাবশত বিদ্যালয়ে — তারিখে উপস্থিত হইতে পারে নাই। তাহার কৈফিয়তের জবাবে জানা গেল, সে তার অসুস্থতার কথা আপনাদের বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য আপনাদের চিঠি আনিতে পারে নাই। বিষয়টি আপনাকে অবগত করাইবার

প্রয়োজন বোধ করিতেছি, যাহাতে আমিও সঠিক সংবাদ জানিতে পারি। ইতি—'

সরল ততক্ষণে বাপ্‌পার ঘরে উপস্থিত হয়েছিল। বাপ্‌পা প্রস্তুত ছিল না, ও একবার সরলের দিকে তাকিয়ে আবার বইয়ের দিকে মুখ নামিয়েছিল। সরল ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, কী পড়ছে, তারপরে একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছিল, 'তা বাপ্‌পারাও (সরল ওকে প্রায়ই এই নামে ডাকে) দুদিন আগে তোমার কী অসুখ করেছিল?'

বাপ্‌পা চমকে উঠে শব্দ করেছিল, 'অ্যাঁ?' তারপর সরলের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল এবং তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

পিছন থেকে সুমিতার রূঢ় স্বর শোনা গিয়েছিল, 'মাথা নামিয়ে নিলে হবে না, তোমাকে জবাব দিতে হবে।'

'কিন্তু সেটা কিসের জবাব? অসুখের?' সরল বিদ্রূপ মিশিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

সুমিতা বলেছিল, 'না। ও সেদিন ইস্কুল পালিয়ে কোথায় গেছল।'

বলতে বলতে সুমিতা সরলের বিপরীত দিকে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

বাপ্‌পা মুখ তুলতে পারছিল না।

সুমিতা আবার বলেছিল, 'আজকাল তোমার এই সব গুণ হচ্ছে, ইস্কুল পালানো? বল্ কোথায় গেছিলি?'

বাপ্‌পা মুখ তুলেই বলেছিল, 'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি।'

সুমিতা আর সরল অবাক দৃষ্টি বিনিময় করেছিল।

সরল জিজ্ঞেস করেছিল, 'বেড়াবার জন্য?'

সুমিতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর কে ছিল সঙ্গে?'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'আর কেউ না।'

'কেন, সেই প্রাণের বন্ধু বুদ্ধদেব ছিল না?' সরল জিজ্ঞেস করেছিল।

বাপ্‌পা অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে সরলের দিকে দেখেছিল, বলেছিল, 'না।'

সুমিতা ধমকের সুরে বলেছিল, 'কিন্তু কেন, আমি জানতে চাই।'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'হোমটাস্ক ট্রানস্লেশন করতে পারিনি তা-ই। হাড়—মানে শচীনবাবুকে খুব ভয় লাগে, তাই যাই নি।'

সুমিতা অবিশ্বাসের সুরে বলেছিল, 'হোমটাস্কের জন্য ইস্কুল কামাই? আমি বিশ্বাস করি না।'

সরল বলেছিল, 'তোমাকে আমি আগেও বলেছি সুমিতা, ওকে আমার কেমন সন্দেহ হয়, ও প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে।'

সুমিতা কথাটা ভাল ভাবে নিতে চাইল না, কিন্তু কিছু বলতেও পারল না।

সরল বলল, 'দেখি সেই টাস্ক?'

বাপ্‌পা খাতা খুলে দেখিয়েছিল। সরল পড়তে পড়তে হেসে উঠেছিল 'বাহ্‌ চমৎকার! শচীনবাবু টিচারটি দেখছি বেশ রসিক লোক। ভেবে চিন্তেই ট্রানস্লেশন করতে দিয়েছে।'

বলে খাতাটা সুমিতার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। সুমিতা পড়েছিল, পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। বলেছিল, 'এ ধরণের ট্রানস্লেশন দেওয়াটাও আমি ঠিক মনে করি না।'

'আর সেজন্য ইস্কুল পালানোই উচিত।' সরল বলেছিল।

সুমিতা বলেছিল, 'আমি মোটেই তা বলিনি। এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, ও কেন ইস্কুলে যায় নি, আমি তার জবাব চাই।'

বাপ্‌পা একবার সুমিতার দিকে তাকিয়েছিল, তারপরে বলেছিল, 'দিদি, আমি আর কখনো এরকম করব না। আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

বলতে বলতে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। সুমিতা সরলের দিকে তাকিয়েছিল। সরলও তাকিয়েছিল এবং ঘাড়ে একটা দোলা দিয়ে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল। সুমিতা বলেছিল, 'ছি ছি বাপ্‌পা, তুই ইস্কুল পালাতে পারলি ? মা শুনলে কী ভাববে বলত ?'

বাপ্‌পা সুমিতার দিকে একবার দেখে বলেছিল, 'সত্যি দিদি, আমি ভয়ে যাই নি। আর কখনো এরকম হবে না।'

'ঠিক ?' সুমিতা জিজ্ঞেস করেছিল।

'ঠিক।' বাপ্‌পা বলেছিল।

সুমিতা বাপ্‌পার মাথায় হাত দিয়েছিল, বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি তোর জামাইবাবুকে দিয়ে কাল চিঠি লিখিয়ে দেব, সত্যি তোর অসুখ করেছিল। শুধু তোর আর আমাদের সম্মান বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু খবরদার, আর যেন এরকম করিস না।'

বাপ্‌পা দিদির কোমর জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে মুখ গুঁজে বলেছিল, 'কখ্‌খনো না দিদি। তুমি মাকে এসব কথা লিখো না।'

সুমিতার মুখে একটু স্নেহের হাসি দেখা দিয়েছিল। বাপ্‌পার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, বলেছিল, 'ঠিক আছে। কিন্তু মনে রাখবে, এই প্রথম এবং শেষ।'

তারপরে সুমিতা চলে গিয়েছিল। সরল বাথরুম থেকে বেরিয়ে, পায়জামা আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসবার পরে সুমিতা বলেছিল, 'তুমি একটা চিঠি লিখে দিও হেডমাস্টারকে, ওর সত্যি শরীর খারাপ হয়েছিল।'

সরল ভ্রূকুটি করে বলেছিল, 'তার মানে মিথ্যে কথা লিখতে বলছ ?'

সুমিতা তখন পাউডার পাফে পাউডার লাগিয়ে ব্লাউজের ভিতরে লাগাচ্ছিল। সরলের দিকে ফিরে বলেছিল, 'তা একটু লিখলে ক্ষতি কী। বাপ্‌পা সত্যি ভয় পেয়েছিল, ওদের সেই শচীনবাবু, যাকে সবাই হাড়গিলা বলে, লোকটা সত্যি ক্রুড, তা না হলে কেউ ওরকম টাস্ক দেয় না। তা ছাড়া বাপ্‌পা তো কখনো এ রকম করে নি।'

সুমিতার ভিতরে ব্রেসিয়ার ছিল না। ব্লাউজের বোতাম দুটো খোলা ছিল। সরল সেদিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনছিল। সুমিতা তখনো বলছিল, 'বাপ্পার একটা সম্মানের ব্যাপারও আছে, মানে ওকে আমি (আবার পাউডার নিয়ে, সরলের দিকে ফিরে পাফটা ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে বগলের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।) ইস্কুলে সকলের সামনে ছোট করতে চাই না।'

সরল বলেছিল, 'এ ঘরে আর কে আছে, তুমি জামাটা খুলেই পাউডার মাখতে পারো।'

সুমিতা পাফটা পাউডারের কেসে বুলিয়ে নিয়ে একই ভাবে আর এক বগলে বোলাবার সময় বলেছিল, 'তাহলে তুমি নিজেই মাখিয়ে দিতে পারতে, না?'

সরল বলেছিল, 'যদি তোমার কোন নতুন বন্ধু জুটে না থাকে। এক সময়ে অনেক দিয়েছি কিন্তু।'

সুমিতা বলেছিল, 'আজকাল আর দাও না, খুবই কাজের লোক হয়ে গেছ। অবিশ্যি জানি না, তোমারই নতুন কেউ জুটেছে কী না। সত্যি পিঠে একটু পাউডার দিয়ে দেবে? গরমে আর ঘামে বিচ্ছিরি লাগছে।'

সরল উঠে পাউডারের কৌটোটা নিয়ে সুমিতার ঘাড়ের কাছে পিঠের দিকের ব্লাউজ ফাঁক করে পাউডার ঢেলে দিয়েছিল, আর বাঁ হাতটা জামার মধ্যে ঢুকিয়ে, পাউডার ঘষে দিতে দিতে বলছিল, 'আমি খেটে খাওয়া মজুর লোক, লোহালক্কড়ের কারবারী। বন্ধু জোটাবার সময় কোথায়? তোমাদের ফোক এন্টারটেনমেন্টে কাজের সঙ্গে বন্ধুও পাওয়া যায়।'

সুমিতা ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীর দিকে দেখেছিল, চোখে একটা জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা, যদিও ঠোঁটে হাসি ছিল, বলেছিল, 'ফোক এন্টারটেনমেন্ট বুঝি প্রেম করার জায়গা?'

'তা জানি না।' সরল বলতে বলতে সুমিতার মুখের কাছে মুখ

এগিয়ে এনে বলেছিল, 'তোমাকে আজকাল আরো সুন্দর দেখায়। মানে, মোর সেক্সি লাগে'।

'হিংসা হচ্ছে?' সুমিতা ভুরু কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

বাপ্‌পা এ সময়ে, এ ঘরের পর্দা তুলে পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ সরে গিয়েছিল।

সরল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাউডারের কৌটোটা ড্রেসিং টেবলে রাখতে রাখতে বলেছিল, 'নাহ্, হিংসা হবে কেন। আমার তো খুশি হবার কথা।' বলতে বলতে সে বাইরের ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

সুমিতা তখন ঘাড়ের থেকে একটু নীচে কাটা চুল ইলাষ্টিক রবার দিয়ে বাঁধছিল, বলেছিল, 'বাপ্‌পার ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

এ কথাটা শোনবার জন্যই পাশের ঘরের পর্দার কাছে বাপ্‌পা দাঁড়িয়ে ছিল। সরল বাইরের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'তোমার ভ্রাতৃস্নেহ যখন মানতে চাইছে না, তখন মনে রাখতেই হবে।'

'ভ্রাতৃস্নেহ না, ওর আর তোমার আমার প্রেস্টিজের কথা ভেবেই আমি বলছি।' সুমিতা বাধা দিয়ে বলে উঠেছিল।

সরল দুহাত উল্টে দিয়ে বলেছিল, 'তাহলে দিতেই হবে, বলছ যখন।'

সুমিতা বলেছিল, 'রাত্রেই লিখে ফেল। সকাল হলেই তোমার তাড়া।'

'হুঁম।' সরল বসবার ঘরে গিয়ে স্মল এঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা ম্যাগাজিন টেবলের উপর থেকে তুলে নিয়েছিল। সুমিতা আয়নার দিকে তাকিয়ে কাঁধটা বাঁকিয়ে শরীরের একটা ভঙ্গি করে নিজেকে দেখছিল।

বাপ্‌পা পাশের ঘরে নিজের দু হাতের মুঠি চেপে নিঃশব্দে হেসেছিল। ওর চেহারা সুমিতার থেকে সুন্দর, ফর্সা। টিঁকলো নাক, বড় বড় চোখ। এক মাথা ঘন মিশমিশে চুল কপালের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়া, উচ্চতায় পাঁচ ফুট ছাড়িয়ে গিয়েছে, তেরো পার হতেই। ওর তেরো বছর হয়ে দু তিন মাস চলছিল। ও ছুটে গিয়ে পড়ার টেবলে বসে খাতা আর পেন্সিল টেনে নিয়েছিল। হঠাৎ খুব চিন্তামগ্ন মুখে পেন্সিল কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড ভেবেছিল, তার-পরে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখেছিল,

হাড়গিলারে হাড়গিলা
করবি আমার কাঁচকলা
চিৎপাত তোর বগলা (হেডমাস্টার)
মরবে বেটা ভুঁড়িওলা।

পরের দিন ওর লেখা ছড়াটা বুড়োকে দেখিয়েছিল। বুড়ো সেটা একটা কাগজে নকল করে পাশের ছেলেকে দিয়েছিল। তারপর প্রায় সব ছেলেরাই পড়েছিল। কেবল দুই মনিটার ছাড়া। ওরা একটা সন্দেহ করেছিল, কিন্তু হাতে কিছু পায়নি। আর বাপ্‌পা সরলের চিঠিটা ফার্স্ট পিরিয়ডে শচীনবাবু-মানে হাড়গিলা স্যারকে দেখিয়েছিল। তিনি চিঠিটা পড়ে মনিটার নারায়ণের দিকে একবার দেখেছিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে চিঠিটা ফেরত দিয়ে কেবল শব্দ করেছিলেন, 'হুঁম !'

সেই ঘটনার দু মাস পরে বাপ্‌পার বিরুদ্ধে হেডমাস্টারের কাছ থেকে দ্বিতীয় চিঠি গিয়েছিল। অভিযোগ, ফোর্থ পিরিয়ডে অঙ্কের ক্লাসে শশীবাবু যখন বোর্ডের সামনে লিখে জিওমেট্রি বোঝাচ্ছিলেন, তখন বাপ্‌পা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ছিল। অভিযোগ মিথ্যা ছিল না। বাপ্‌পা সত্যি ডুবে গিয়েছিল উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে। প্রথমত অঙ্ক, তা সে জিওমেট্রি এ্যালজেব্রা যা-ই হোক ওর কখনো ভাল লাগত না। দ্বিতীয়ত ঘটনার কয়েকদিন

আগে বাঙলার টিচার ধীরেনবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, তিনি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক, এতবড় ঔপন্যাসিক জন্মান নি। তোমরা আর একটু বড় হলে তাঁর উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনা যখন পড়বে, তখন বুঝবে কী আশ্চর্য সুন্দর ভাষা, অপূর্ব কাহিনী আর গভীর চিন্তা ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের নামটা বাপ্‌পার জানা ছিল, কিন্তু কোন উপন্যাস পড়া ছিল না। যে সব গল্পের বই ও পড়ত সেগুলো ওর কাছে ভীষণ ছেলেমানুষি আর অবাস্তব মনে হত। ও বুড়োকে বলেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র পড়তে চায়। বুড়ো ওকে বাড়ি থেকে একটা সস্তার এডিশন, পাইকা অক্ষরে ছাপা কৃষ্ণকান্তের উইল দিয়েছিল। বইটা পেয়েই ও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। অবিশ্যি সরল আর সুমিতাকে লুকিয়ে, কেননা বড়দের বই পড়া অনুচিত। কিন্তু উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে ও এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে রোহিনীর রূপ; গোবিন্দলাল আর ভ্রমরের দাম্পত্য জীবন এবং ওড়িয়া মালীর চরিত্র, যখন বিশেষ করে রোহিনীকে পুকুরের জল থেকে তোলা হয়েছিল। ও আর বইটা ছাড়তে পারে নি, ইস্কুলেও নিয়ে গিয়েছিল এবং শুষ্ক অঙ্কের ক্লাসেই ওটা পড়া ওর কাছে প্রশস্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু বিপদ যে কখন কোথা দিয়ে ঘনিয়ে আসে বোঝা দায়।

শশীবাবু জিওমেট্রির নকশা এঁকে বোঝাতে বোঝাতে প্রায়ই ছাত্রদের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'ড্যু য়ু ফলো?' এরকম কয়েক বার জিজ্ঞাসা করতে করতে বাপ্‌পার দিকে ওঁর নজর পড়েছিল এবং কালো শক্ত মুখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ওঁকে দেখেছিলেন। বাপ্‌পার কোন খেয়ালই ছিল না। অন্যান্য ছেলেরাও ওর দিকে তাকিয়েছিল এবং ক্লাস যে একেবারে নীরব সেটাও খেয়াল করেনি। শশীবাবু ডেস্‌ক থেকে নেমে সোজা বাপ্‌পার কাছে গিয়ে ওর সামনে খুলে ধরা জিওমেট্রি বইটা রেখে

কৃষ্ণকান্তের উইল বইটি নিয়ে ডেস্কে ফিরে গিয়েছিলেন। বাপ্পা এমনই চমকে গিয়েছিল যেন, তখন যেন ব্যাপারটা সম্যক বুঝে উঠতে পারেনি, ওর চোখের সামনে তখনও গোবিন্দলাল আর রোহিনী ভাসছিল।

শশীবাবু বইটার মলাট দেখে বলেছিলেন, 'হুঁম, কৃষ্ণকান্তের উইল, দ্য বেস্ট থিওরেম।' বলে বইটি টেবলের ওপর রেখে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'গেট আউট ফ্রম মাই ক্লাস, গেট আউট।' তারপর হাত তুলে দরজার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন!

বাপ্পা তখন যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

শশীবাবু চিৎকার করে বলেছিলেন, 'বেরিয়ে যাও আমার ক্লাস থেকে।'

বাপ্পা মাথা নীচু করে বেরিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ক্লাস চলছিল। কম্পাউণ্ডের মাঠে কতকগুলো শালিক আর চড়ুই খেলা করছিল। বাপ্পার যেন চিন্তা করবার শক্তিও ছিল না। গোবিন্দলাল আর রোহিনী এমন কি শশীবাবুর কথাও তখন সে ভাবছিল না। হেড-মাস্টারের মুখটা মনে পড়ছিল, আর জামাইবাবু এবং একটি চিঠি। এবার কী জবাব? ওহ্, কেন যে ওর মাথায় বঙ্কিমচন্দ্র ঢুকেছিল। তাছাড়া বড়দের বই ওর পড়তে ভালই বা লাগছিল কেন? অনেক কথাই তো ও ভাল করে বুঝতে পারেনি, তবু ভাল লাগছিল কেন? ভ্রমরের জন্য ওর মনে কষ্ট হচ্ছিল।

ঘন্টা বাজবার পরে শশীবাবু বেরিয়েছিলেন। বাপ্পা তখনো দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। শশীবাবুর হাতে কৃষ্ণকান্তের উইল। একবার বাপ্পার দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে খালি বলেছিলেন, 'গোল্লায় যাও।' বলেই হন হন করে চলে গিয়েছিলেন এবং হেডমাস্টারের কাছেই যে গিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাপ্পা ক্লাসে ঢুকতেই নিত্য বলেছিল, 'কৃষ্ণকান্তের উইল তো

আমিও পড়েছি। আজকালকার লেখকদের কত বই পড়ে ফেলেছি। তুই ক্লাসে পড়ছিলি কেন ?'

বাপ্‌পা করুণ মুখ করে বলেছিল, 'আমি বুঝতে পারিনি, যে শশীবাবু টের পাবেন।'

আশীষ বলেছিল, 'আমিও বইটার থিয়েটার দেখেছি, বাজে।'

বুড়ো বলেছিল, 'আমার ওসব পড়তে ভাল লাগে না, ওতে কোন মজা নেই। বাপ্‌পা চেয়েছিল তাই দিয়েছিলাম। দিদিরাই শুধু ওসব বই পড়ে—নভেল। কিন্তু বাপ্‌পা, কী করবি ?'

বাপ্‌পা বুড়োর দিকে শূন্য চোখে তাকিয়েছিল, কিছু বলতে পারেনি। বুড়ো বলেছিল, 'ঠিক আছে, ছুটির পরে তোকে আমি শিখিয়ে দেব।'

ক্লাসে টিচার এসে পড়েছিলেন। ছুটির পরে বুড়ো পরামর্শ দিয়েছিল, হেডমাস্টারের কাছে ক্ষমা চেয়ে বইটা নিয়ে আসতে। বাপ্‌পা জানত হেডমাস্টার কখনই তা দেবেন না, ক্ষমাও করবেন না। একমাত্র ক্লাস টেন বা ইলেভেনের ছেলেরা যেমন কোন ব্যাপারে ক্লাসসুদ্ধ হেডমাস্টারের ঘরের কাছে গিয়ে চেঁচামেচি করে, সেরকম করলে হতে পারে। কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারত, বইটা ফিরিয়ে দিয়ে হেডমাস্টার সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে বাড়িতে একটা চিঠি পাঠাতেন। ছেলেরা আজকাল দল বেঁধে যা করে জামাইবাবু তার ঘোরতর বিরোধী। বলেই দিয়েছেন বাপ্‌পা যদি কোনদিন সেরকম কিছু করে তা হলে আমি ওকে সোজা দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। ওসব আমি একেবারেই সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া বাপ্‌পা হেডমাস্টারের সামনে যাবার কথা ভাবতে পারছিল না। ওটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

বুড়ো তারপরেও বুদ্ধি দিয়েছিল, পিয়ন গিয়ে যখন চিঠিটা লেটার বক্সে ফেলবে তখনই তার হাত থেকে নিয়ে নিতে। অসম্ভব ! তাহলে ইস্কুল কামাই করতে হয়। কারণ পিয়নটা কখনই বেলা এগারোটা

সাড়ে এগারোটার আগে আসে না। শেষ পন্থাও বুড়োই দিয়েছিল, সকাল আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে পোস্ট অফিসে গিয়ে বিটের পিয়নের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসা।

কথাটা বাপ্‌পার মনে ধরেছিল। সম্ভাব্য দুদিন পরে সকাল সাড়ে আটটায় ও পোস্ট অফিসে গিয়েছিল। অবিশ্যি সুমিতাকে সকালে বেরোবার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেছিল, ওর ইংলিশ নোটবুকটা বুড়োর কাছে রয়েছে, সেটা নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরবে। পোস্ট অফিস দূরে ছিল না, পিয়নকেও চিনত। সামনের কাউণ্টার থেকে দেখেছিল দূরে সেই পিয়ন বসে বসে চিঠিতে স্ট্যাম্প মারছে আরো অনেকের সঙ্গে। সামনে দিয়ে যাবার পথ ছিল না। পাশের করিডর দিয়ে ও ভিতরে ঢুকে পিয়নের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিয়ন মুখ তুলে ওকে দেখেছিল। স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল পিয়ন ওকে চেনে না। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী চাই ?'

'সরলবাবুর কোন চিঠি আছে ?'

'কে সরলবাবু ?' পিয়ন ভ্রূকুটি অবাক চোখে জিজ্ঞেস করেছিল।

'ইয়ে, সরল দত্ত, মেজর উইলি রোড, এগারো নম্বর, দোতলা।'

পিয়ন কয়েক সেকেণ্ড তীক্ষ্ণ চোখে বাপ্‌পার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'এগারো নম্বর মেজর উইলি রোডের দোতলায় তো লেটার বক্স আছে। চিঠি এলে আমি সেখানেই ফেলে আসি। কারোর হাতে দিই না। তুমি কে ?'

বাপ্‌পা তখনই একটু গুটিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'আমি ওবাড়ির ছেলে। যদি কোন জরুরি চিঠি থাকে তাই বাড়ি থেকে—।'

বাপ্‌পা থেমে গিয়েছিল, পিয়নের ঠোঁটে একটু হাসি ফুটেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে পাঠিয়েছেন। তোমার মা না বাবা ?'

পাশের পিয়ন হেসে উঠেছিল। বাপ্‌পা বলেছিল, 'না মানে—।'

'বুঝেছি।' পিয়ন বলেছিল এবং পাশের পিয়নের দিকে ফিরে বলেছিল, 'বুঝতে পেরেছ তো ? বাবা বা মা কারোর কোন গোপন

চিঠি আসার কথা আছে তাই ছেলেকেই পাঠিয়ে দিয়েছে। এরা আবার ভদ্দরলোক !'

বাপ্‌পা কিছু বলবার চেষ্টা করতেই পিয়ন ওকে বাধা দিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে বাবা তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ওই ঠিকানার কোন চিঠি থাকলেও তোমাকে আমি দিতে পারব না।'

বলেই সে ঝুঁকে পড়ে দুম দুম করে চিঠির গায়ে স্ট্যাম্প মারতে আরম্ভ করেছিল। বাপ্‌পা হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল এবং বুড়োদের বাড়ি গিয়েছিল। বুড়োদের নিজেদের বড় বাড়ি। সৌভাগ্য, নীচে বসবার ঘরের পাশেই ওর পড়বার ঘর, গেলেও বিশেষ কেউ দেখতে পায় না। যদিও বুড়োদের বাড়িতে ওকে সবাই-ই মোটামুটি চেনে, দু'একটা কথাও বলে। বাপ্‌পা বুড়োর কাছ থেকে বুড়োর ইংলিশ নোটবুকটা নিয়ে বাড়ি ফিরে-ছিল। যথারীতি ইস্কুলে গিয়েছিল। ছুটির পর ফিরে কলিংবেল বাজার আগে, লেটার বক্সটা ধরে নাড়া দিয়েছিল, খস খস শব্দও শোনা গিয়েছিল, সে সময়েই কুসুম দরজাটা খুলে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। কুসুম—যে ওদের বাড়ি রান্নাবান্না ঘরকন্না করে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওটা কী করছ বাপ্‌পা ?'

বাপ্‌পার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গিয়েছিল, 'লেটার বক্সের মধ্যে একটা আরশোলা ঢুকে যেতে দেখলাম। চিঠিগুলো খেয়ে ফেলবে না তো ?'

কুসুম খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'দূর বোকা, এত তাড়াতাড়ি খাবে কী করে ? দাদাবাবু বাড়ি এসেই তো খুলে ফেলবেন।'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'ওহ্‌! কিন্তু তুমি দরজা খুললে কেন ? কী করে জানলে আমি এসেছি।'

কুসুম বলেছিল, 'আমি তো বাইরের ঘরেই বসেছিলাম। সিঁড়িতে তোমার জুতোর শব্দ পেলাম তারপরে বাক্সটা দেয়ালে ঠকঠক

করে বেজে উঠল দেখে তাড়াতাড়ি দেখতে এলাম, কে। এস, ভেতরে এস।'

তারপরেই এসেছিল রাত্রি। দিদি ফিরেছিল সাড়ে সাতটায়। সরলদা আটটায়। এসেই আগে লেটার বক্স খুলেছিলেন। তারপরে কলিংবেল বাজিয়ে ছিলেন, দিদিই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

সরল ঘরে ঢুকে চিঠি দেখতে দেখতে ডেকে উঠেছিল, 'সুমি।'

সুমিতা তখন ওর ঘরের দিকে যাচ্ছিল। সরল বলেছিল, 'দাঁড়াও, একটা খামের ওপরে বাপ্পাদের ইস্কুলের ছাপ মারা রয়েছে দেখছি। দেখি আবার কী লিখেছে?'

বলতে বলতে খামটার মুখ খুলে সুমিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল, '···মহাশয়, আপনার অবগতির জন্য জানাই, শ্রীমান মৃদুল মিত্র ১২-৫ তারিখে অঙ্কের পিরিয়ডে শিক্ষক মহাশয় যখন পড়াইতে ছিলেন, সে কৃষ্ণকান্তের উইল নামে একটি উপন্যাস গভীর মনোযোগ সহকারে পড়িতেছিল। (পড়ার ঘরের টেবলের সামনে বাপ্পা জমে যাওয়া পাথরের মত সরলের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল।) শ্রীমানের পক্ষে উহা বয়সোচিত পাঠ্য পুস্তক নহে, বরং বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আমি মনে করি, ইহার দ্বারা অন্যান্য ছেলেরাও প্ররোচিত হইতে পারে, যাহা সমগ্র বিদ্যালয়ের পক্ষে ক্ষতি-কারক। ভবিষ্যতে এইরূপ কোন ঘটনাকে মানিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না। পুস্তকটি আপনি নিজে আসিয়া লইয়া যাইবেন। ইতি···।'

চিঠিটি শেষ করেই সরল চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, 'বাহ্, ফাইন! তোমার রোহিনীর রোলটা তোমার ভাই দেখেছিল নাকি?'

সুমিতা বলেছিল, 'বাজে কথা বোলো না। ও আবার আমার নাটক দেখল কবে?'

সরল ততক্ষণে বাপ্‌পার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। চোখাচোখি হতেই বাপ্‌পা চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। সরল বলেছিল, 'বাপ্‌পারাও, তুমি তাহলে আজকাল বঙ্কিমচন্দ্র ধরে ফেলেছ? তা বইটা তোমার কেমন লাগল বল।'

বাপ্‌পা মুখ না তুলেই বলেছিল, 'বইটা আমি শেষ করতে পারিনি।'

'খুব দুঃখের কথা। কোন্ পর্যন্ত পড়েছিলে?'

সুমিতা তখন এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। বাপ্‌পা বলেছিল, 'গোবিন্দ লাল রোহিনীকে নিয়ে চলে—।'

'থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।' সুমিতা ধমক দিয়ে উঠেছিল।

সরল বলেছিল, 'আহা, তুমি ওরকম ধমকাচ্ছ কেন। মাস্টার মিত্তিরের কতখানি এলেম সেটা বুঝতে হবে তো। কিন্তু বাপ্‌পা, আমি অবিশ্যি বই-টই পড়তে ভালবাসি না। মানে গল্প উপন্যাস, তবে বঙ্কিম চাটুজ্যের বই দু-চার খানা বিয়ের আগে পড়েছি। আজ-কালকার বইয়ে নাকি বেশি রস আছে। (সুমিতার দিকে চোখ টিপে) কিন্তু আসল জায়গাতেই বইটা তোমার কাছ থেকে ওরা কেড়ে নিয়েছে। বইটাতে কাকে তোমার সব থেকে ভাল লেগেছে বলত?'

বাপ্‌পা সরল ভাবেই বলেছিল, 'ভ্রমরকে।'

'বিউটিফুল।' সরল বলেছিল, 'আমার অবিশ্যি রোহিনীকেই, অমন একখানি—'

'তুমি থামবে?' সুমিতা ফোঁস করে উঠেছিল, 'তুমি ব্যাপারটাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে পারো, আমি তা পারি না।'

সরল বলেছিল, 'কিন্তু এর মধ্যে অপরাধের কী আছে আমি বুঝতে পারছি না।'

সুমিতা বলেছিল, 'পারতে, যদি দেখতে ফ্যাক্টরিতে তোমার

কোন ওয়ার্কার কাজে ফাঁকি দিয়ে নভেল পড়ছে। ও কেন অঙ্কের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নভেল পড়ছিল। কত ওর বয়স হয়েছে যে ও কৃষ্ণকান্তের উইল পড়তে গেছে?'

বলতে বলতে সুমিতা বাপ্‌পার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুমিতা বাড়ি এসে বাইরের শাড়ি জামা ছাড়লেও, তখনো বাথরুমে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, এবং মাথার মস্ত বড় খোঁপাটাও খোলা হয়নি। ঠোঁটে তখনো রঙ, চোখে গাঢ় কাজল, ভুরু আঁকা। বলেছিল, 'মুখ নীচু করে চুপ করে থাকলে চলবে না বাপ্‌পা, বলতে হবে, তুই কি ভেবেছিস। তুই কি আর পড়াশোনা করতে চাস, না চাস না?'

বাপ্‌পা চোখ তুলে একবার সুমিতাকে দেখে বলেছিল, 'চাই।'

'এই কি তার নজীর?' সুমিতা ঝাঁজিয়ে উঠে বলেছিল, 'ক্লাসে মাস্টার পড়াচ্ছে আর তুই নভেল পড়ছিস? এত বড় সাহস?'

সরল বাপ্‌পার শোয়ার খাটে বসে জুতো মোজা খুলতে খুলতে বলেছিল, 'সেটা ঠিক, একটু বেশি সাহস দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি জানি না, কতখানি ওর পিপুল পেকেছে।'

সরল আর সুমিতার মধ্যে একবার চোখাচোখি হয়েছিল। সুমিতা বলেছিল, 'কতদিন ধরে এসব চলছে শুনি?'

বাপ্‌পা মুখ তুলে বলেছিল, 'আর কখনো হয়নি।'

'মিথ্যা কথা।' সুমিতা ধমকে উঠেছিল।

বাপ্‌পা অবাক অসহায় ভাবে সুমিতার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'সত্যি বলছি, আর কখনও এরকম হয়নি।'

'এবার হল কেন?'

বাপ্‌পা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'বাংলার টিচার পড়াবার সময় বলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র খুব বড় লেখক, তিনি অনেক ভাল বই লিখেছিলেন। তাই আমার পড়তে ইচ্ছা হয়।'

'তা বলে ক্লাসে টিচারের পড়াবার সময়ে?'

সেটা অন্যায় হয়েছে। বাপ্‌পা মুখ নামিয়ে বলেছিল।

সরল জুতো মোজা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'সেটা বাপ্‌পা ভালই জানে অন্যায় হয়েছে। আর এটা প্রথমবার বলে আমার মনে হয় মাফ করাই উচিত।'

সুমিতা সরলের দিকে ফিরে বলেছিল, 'তুমিই দেখছি ওর মাথাটা খাবে।'

'তার টেস্ট কেমন আমি জানতে চাই না।' সরল এ কথাটা বলবার সময়ে বাপ্‌পার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল, সরল ভুরু কাঁপিয়ে ইশারা করে পাশের ঘরে চলে গেল। বাপ্‌পার প্রায় হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল। দিদির থেকে সরলদাকেই এক এক সময় ওর বেশি ভাল লাগে।

সুমিতা বলেছিল, 'এটা প্রথম হোক আর যা-ই হোক, এসব এঁচড়ে পাকামি আমি মোটেই সহ্য করব না। এ বয়সে যারা ক্লাসে বসে নভেল পড়ে, তাদের আখেরে কিছু হবে না। হেডমাস্টার তোকে ধরে আচ্ছা করে বেত মারেননি কেন?'

পাশের ঘর থেকে সরলের গলা শোনা গিয়েছিল, 'মাস্টাররা আজকাল ছেলেদের মারতে সাহস পায় না।'

'তাহলে বাড়িতেই সেটা করতে হবে।' সুমিতা গলা তুলে বলেছিল, এবং বাপ্‌পার দিকে ফিরে বলেছিল, 'কথাটা মনে থাকে যেন, বুঝলি? এর পরে কোন নালিশ এলে সোজা আমি তোকে মার কাছে পাঠিয়ে দেব। সেখানে গিয়ে মাঠে লাঙল দিস আর গরু চরাস, আর যত খুশী নাটক নভেল পড়ে উচ্ছন্নে যাস।'

বলে সুমিতা পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। বাপ্‌পা ভাবছিল, মায়ের কাছে দেশে ফিরে যাবার পরিণাম আরো খারাপ। মা রেগে যাবেন, রোজ রোজ কিছু না কিছু বলবেন, হয়তো গ্রামের এবং পাড়ার লোকদের ডেকে ডেকে বলবেন, বাপ্‌পা খারাপ ছেলে হয়ে গিয়েছে তাই সুমিতা ওকে বিদায় করে দিয়েছে। তাছাড়া ওদের গ্রাম থেকে কম করে তিন মাইল দূরে হাই ইস্কুল। ওদের

নিজেদের গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করে কলকাতায় এসে ও আবার পরীক্ষা দিয়ে অনায়াসে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছিল। বর্ধমানের গ্রামে ফিরে যাবার কথা ও ভাবতে পারছিল না। সুমিতা পাশের ঘরে চলে যাবার পরে বাপ্‌পা পড়ায় মনোযোগ দিতে পারছিল না। অনেকগুলো চিন্তা অনেক দিক থেকে ওকে হতাশ বিষণ্ণ আর ক্ষুব্ধ করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত জগতটা ভীষণ অবুঝ, সমবেদনাহীন, আত্মকেন্দ্রিক, সর্বদা যেন ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে আছে নির্দয় সমালোচকের মত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও খাতায় পেন্সিল দিয়ে লিখেছিল, 'গোবিন্দলাল কেন রোহিনীর রূপে মুগ্ধ হইল? ভ্রমরের কী হইবে? দেবেন্দ্রবিজয় হাড়গিলা স্যারের চাইতেও খারাপ।'

সুমিতা পাশের ঘরে গিয়ে দেখেছিল সরল সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় পায়-জামাটা পায়ে গলাচ্ছে। সুমিতা ভুরু কুঁচকে বারান্দা এবং রান্না-ঘরের দরজার দিকে দেখেছিল। দরজাটা অবিশ্যি বন্ধ ছিল। ও বলে উঠেছিল, 'ছি ছি, তুমি ভারি অসভ্য। দিনকে দিন কি ছেলে মানুষ হয়ে যাচ্ছ নাকি?'

'হতে চাইলেই বা পারছি কোথায়।' সরল পায়জামাটা কোমরে তুলে দড়ি বেঁধেছিল।

সুমিতা বলেছিল, 'কুসুম বা বাপ্‌পা যদি এসে পড়ত?'

'অসম্ভব। কুসুমের রান্নার শব্দ পাচ্ছি। বাপ্‌পাকে তুমি বকছিলে, ওর পক্ষে এ ঘরে আসা অসম্ভব। এলে একমাত্র তুমিই আসতে পারো। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার তো।'

'তাই। আমাকে কোন লজ্জা নেই না?'

'তোমাকে?' সরল মুখ ফিরিয়ে সুমিতার দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল, 'তোমাকে দেখলে তো আমার লজ্জা করে না?'

সুমিতা মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বলেছিল, 'যাও, সব

সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না। বলছি বাপ্পাটার জন্য একটু ভাববে, না কী?'

'কী ভাবব বল? বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়ে কোন ছেলে খারাপ হতে পারে বলে আমি জানি না। তার চেয়ে, তুমি অনেক বেশি বটতলার রাবিশ পড়।'

'বটতলার রাবিশ আমি মোটেই পড়ি না, আমি মডার্ণ লেখকদের বই পড়ি।'

'মডার্ণ লেখকদের বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই।'

'তুমি তো শুধু কারখানা আর মেশিন আর গাড়ি চালানো বোঝ।'

'তবে মাঝে মাঝে শুনতে পাই, মডার্ণ লেখকরা নাকি আজকাল অশ্লীল বই লিখছে।'

'না পড়ে বোলো না। সত্যি কথা লিখলেই অশ্লীল হয়ে যায় না।'

'সত্যি?' সরল সুমিতার গাল টিপে দিয়েছিল, বলেছিল, 'লেখকরা আবার সত্যি কথা লেখে নাকি? আমার ধারণা ছিল, সব গাঁজাখুরি গপ্পো লেখে।'

'তুমি তাই ভেবেই নিশ্চিন্ত থাক। এখন যা বলছি, সেটা একটু ভাব। বাপ্পাটা চোখের সামনে এরকম নষ্ট হয়ে যাবে?'

'কতখানি নষ্ট হয়েছে? একটা বই পড়েছে মাত্র। চুরি-টুরি করতে শিখেছে কী?'

'আজ শেখেনি, কাল শিখবে হয়তো।'

'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।'

সুমিতা অপ্রসন্ন মুখ ফিরিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'এত এ্যালাকাড়ি দিয়ে কথা বলছ কেন? মনে রেখ, সময় মত হলে প্রায় বাপ্পার মত তোমারও ছেলে থাকত।'

সরল বলেছিল, 'বাপ্পার মত না, তিন চার বছরের ছোট হত।' সুমিতা ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল, সরল ওয়ারড্রোব থেকে বাড়িতে

পরবার পাঞ্জাবীটা বের করছে। বলেছিল, 'তিন চার বছরের ছোট হলেও তার জন্য তোমাকে ভাবতে হত তো?'

'নিশ্চয়। বাপ্‌পার জন্যও আমি ভাবি, কিন্তু ডিটেকটিভের মত আমি তো ওর পিছনে পিছনে ঘুরতে পারি না। আমি ঠিক জানি না, ও কতটা খারাপ হয়ে গেছে। আর আমার মনে হয়, তোমার আমার থেকে কুসুম ওকে ভাল বোঝে। আমার কথা বাদ, তুমিই বা ওকে আর কতটুকু ছাখ। পাঞ্জাবীটা ঘাড়ের কাছে ফেটে গেছে দেখছি, দেখেছ?'

সুমিতা রেগে বলেছিল, 'তুমি কি বলতে চাও কুসুমের কাছে আমি বাপ্‌পার খোঁজ খবর নেব?'

'খোঁজ নিতে বলিনি, বোঝে বেশি বলেছি।'

'জানি, আমার চাকরি করতে যাওয়াটা তোমার খুবই খারাপ লাগে।'

'মোটেই না। তোমার হাতে কিছু টাকা থাকে, সেটা আমি কেন চাইব না।'

'তবে এ কথা বলার মানে কী?' বলে পাঞ্জাবীটা সরলের হাত থেকে টেনে নিয়ে ড্রেসিং টেবলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল।

সরল বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। সুমিতা ড্রয়ার থেকে ছোট একটা বাক্স বের করে তার ভিতর থেকে ছুঁচ সুতো নিয়ে পাঞ্জাবীর ঘাড়ের কাছে সেলাই করতে আরম্ভ করেছিল। একটু পরেই সরল ফিরে এসেছিল। সুমিতা সেলাই করতে করতেই বলেছিল, 'কাল এক সময়ে ইস্কুলে গিয়ে বইটা নিয়ে এস।'

'মাফ কর, আমার দ্বারা ওসব হবে না।'

সুমিতা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলেছিল, 'কেন, গাড়ি নিয়ে যেতে তোমার দু মিনিট লাগবে।'

সরল মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলেছিল, 'দু মিনিটের কোন কথা না। ইস্কুল-টিস্কুলে আমি যেতে পারব না। তুমি দশ মিনিট আগে বেরিয়ে বরং ঘুরে যেও।'

সুমিতা মুখ ফিরিয়ে দ্রুত হাতে ছুঁচের ফোঁড় দিতে দিতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমার ভাই যখন।'

সরল পাউডার মাখছিল, কোন কথা বলেনি। সুমিতা সেলাই শেষ করে সুতোর শেষ অংশ দাঁতে কেটে পাঞ্জাবীটা সরলের ঘাড়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল। সরল বলেছিল, 'পাউডার মাখবে নাকি?'

সুমিতা বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল।

পরের দিন টিফিনের সময়ে সুমিতা ইস্কুল গিয়েছিল। বাপ্‌পা আর বুড়ো কম্পাউণ্ড ওয়ালের কাছে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে ছায়ায় বসেছিল। ওদের কাছ থেকে সামান্য দূরেই ইলেভেনের দু তিনটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। কম্পাউণ্ডে আরো ছেলেরা খেলা করছিল। প্রথমে বুড়োই সুমিতাকে দেখতে পেয়েছিল, 'বাপ্‌পা, তোর দিদি।'

বাপ্‌পা দেখে বলেছিল, 'হ্যাঁ, বইটা নিতে এসেছে।'

সুমিতা স্বাভাবিক ভাবেই যেমন একটু বেশি মাত্রায় সেজেগুজে বেরোয়, সে রকমই বেরিয়েছিল। জামা শাড়ি সবই লাল সিল্কের, এবং স্লিভলেস চোলি, মাথায় মোটা বিনুনি ঝুলিয়েছে, বয়সটা যেন আরো কমে গিয়েছিল। ওর হাতের ব্যাগটাও লাল।

'দারুণ, না?' ইলেভেনের একটি ছেলে বলে উঠেছিল।

আর একজন: 'হেমা মালিনী।'

অন্যজন: 'রেখা, চলাটা দেখেছিস?'

বুড়ো আর বাপ্‌পা প্রত্যেকটা কথা শুনছিল, আর নিজেদের সঙ্গে চোখা-চোখি করছিল। সুমিতা ইস্কুল বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢুকে হেড-মাস্টারের ঘরে ঢুকেছিল। বগলাবাবুর বড় টেবিলের সামনে আরো দু-তিনজন টিচার বসে ছিলেন, তার মধ্যে শচীনবাবু অর্থাৎ হাড়গিলা

স্যারও ছিলেন। বগলাবাবু সুমিতাকে দেখে নিজেই ডেকেছিলেন, 'আসুন।'

'নমস্কার।' সুমিতা খুব সুন্দর করে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করেছিল। অন্যান্যরাও ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, এবং সকলেই বেশ যেন মুগ্ধ।

সুমিতা বলেছিল, 'আমি মৃদুলের দিদি—মানে মৃদুল মিত্রের।'

'ওহ্, হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন, আপনি বসুন।' বগলাবাবু একটু বেশি ব্যস্ত হতে গিয়ে ভুঁড়িটা প্রায় টেবিলের ওপর তুলে ফেলেছিলেন এবং শচীনবাবু নিজেই সুমিতার দিকে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'বসুন।'

সুমিতা ধন্যবাদ না দিয়ে একটু হেসে চেয়ারে বসেছিল, বলেছিল, 'আপনার চিঠিটা কাল—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। পরেশ, পরেশ কোথায় গেলে—' বলে ডেকেছিলেন।

'এই যে স্যার।' একটি খাকি শার্ট আর ধুতি পরা লোক অন্য দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসেছিল।

বগলাবাবু বলেছিলেন, 'ছাখ আমার তিন নম্বর আলমারিতে কৃষ্ণকান্তের উইল নামে একটা বই আছে, নিয়ে এস। হ্যাঁ, যা বলছিলাম।' তিনি সুমিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'বলব আর কী, চিঠিতেই আমি সব লিখেছি, মানে আপনার ভাইটিকে একটু ভাল করে লক্ষ্য করা দরকার।'

সুমিতা লজ্জা পেয়েছিল, 'হ্যাঁ, লক্ষ্য তো করি, কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমার স্বামী তাঁর কাজে ব্যস্ত থাকেন, আমিও চাকরি করি। তার মধ্যে যতটা পারি খোঁজ খবর করি।'

'ঠিক, ঠিকই।' হাড়গিলা স্যার বলে উঠেছিলেন, 'ও এখন যদি লুকিয়ে বড়দের গল্প উপন্যাস পড়ে, বিশেষ করে ক্লাসের মধ্যে, ক্লাস চলবার সময়, সে কথা আপনি জানবেন কী করে? তা হলে তো

ছায়ার মত ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়। সেটা তো সম্ভব না।' বলে, হেডমাস্টারের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি।

হেডমাস্টার মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'তা ঠিক, ছেলেরা যদি একবারে বেয়াড়া হয়ে যায়, গার্জিয়ানরা আর কাঁহতক নজর রাখতে পারে। ওকে কি বাড়িতে কখনো বাজে বই-টই পড়তে দেখেছেন?'

সুমিতা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'কোনদিনই দেখিনি। কাল যখন জিজ্ঞেস করলাম, বলল ও আর কখনো পড়েনি।'

হাড়গিলা স্যার আশ্চর্য রকম ভাবে প্রায় সমস্ত দাঁত দেখিয়ে, গালে ভাঁজ ফেলে হেসেছিলেন, যা দেখলে বাপ্পা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যেত। কারণ ও কখনো ওঁকে হাসতে দেখেনি। তিনি বলেছিলেন, 'ও তো বলবেই। বুঝতেই পারছেন, এসব বই পড়ার খুব নেশা না থাকলে ক্লাসে বসে কখনো পড়তে পারে? ওর পড়ার সময় একটু লক্ষ্য করে দেখবেন। হয়তো বাড়িতেও লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে।'

সুমিতা কিছু বলতে পারেনি, কিন্তু মুখের অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছিল, কথাটা ও বিশ্বাস করতে পারেনি। হেডমাস্টার মাথা ঝাঁকিয়ে হাড়গিলা স্যারকেই সমর্থন করেছিলেন। পরেশ নামে বেয়ারা বইটা হেডমাস্টারকে এনে দিয়েছিল। তিনি বইটা সুমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আসলে কী জানেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইজ গ্রেট, কিন্তু ছোট ছেলেরা এসব হজম করতে পারবে না। সব কিছুরই একটা সময় আছে, তা না হলে বদহজম হয়। পেকে বখাটে হয়ে যায়। তাছাড়া আমাকে অন্যান্য ছেলেদের কথাও ভাবতে হয়, বুঝেছেন তো? খাঁচার মধ্যে একটা মুরগীর ব্যামো হলে অন্যান্য মুরগীদেরও হয়, এপিডেমিক যাকে বলে। বুঝেছেন না?'

সুমিতা অস্বস্তিতে ঘাড় ঝাঁকিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি এবার থেকে ওর ওপরে আরো বেশি করে নজর দেব। ভাই নষ্ট হয়ে যাক তা তো আমি চাই না।

'নিশ্চয়ই না।' বলে বগলাবাবু হেসে উঠেছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে বাকী সকলেই। বগলাবাবু আবার বলেছিলেন, 'তা-ই আবার কেউ কখনো চায় নাকি? আমরাও চাই না। আমরা চাই ও ভাল হোক, নাম করুক, আদর্শবান হোক, ওরাই তো জাতির ভবিষ্যৎ। আমাদের তা দেখতে হবে। কিন্তু দিনকাল খুবই খারাপ, বুঝেছেন না?'

সুমিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়েছিল, বলেছিল, 'আচ্ছা, আমি তা হলে এখন উঠি।'

'আচ্ছা আসুন, নমস্কার। ভাইটির দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।' বগলাবাবু বলেছিলেন।

সুমিতা নমস্কার করেছিল, এবং বাকীদের সঙ্গেও নমস্কার বিনিময় করে বেরিয়ে এসেছিল। হেডমাস্টার এবং বাকীরা ঘাড় ফিরিয়ে সুমিতার চলে যাওয়া দেখেছিলেন, তারপরে নিজেদের সঙ্গে সকলেই দৃষ্টি বিনিময় করেছিলেন।

সুমিতা বাইরে বেরিয়ে কম্পাউণ্ডের আশেপাশে একবার তাকিয়ে দেখেছিল। বাপ্‌পাকে দেখতে পায়নি। ইলেভেনের বড় ছেলে কটি তখন বিল্ডিং-এর সামনে এসেছিল, সুমিতাকে কাছ থেকে দেখবার জন্য। বাপ্‌পা আর বুড়ো সুমিতার চলে যাওয়া দেখেছিল।

বুড়ো: 'তোর দিদির কোন নাটক কখনো দেখেছিস?'

বাপ্‌পা: 'না।'

সুমিতা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরে বাপ্‌পা গেটের দিকে তাকিয়েই বলেছিল, 'আমার আজকাল কিছু ভাল লাগে না।'

বুড়ো: 'কেন?'

বাপ্‌পা: 'জানি না। আমার আজকাল ইস্কুলে আসতে ইচ্ছা করে না। যা পড়ি মনে থাকে না।'

বুড়ো: 'আমারও তাই। কিন্তু ইস্কুলে আসতেই হবে, পড়াও করতে হবে।'

বাপ্‌পা: 'তোদের বাড়িটা ভাল, বাড়ির লোকেরাও ভাল!'

বুড়ো ঃ 'ভাল মানে কী, কেউ কারোকে কিছু বলে না। সবাই নিজেদের মনে থাকে, বাবা মা দিদিরা।'

বাপ্পা ঃ 'আমার বাড়িতেও ভাল লাগে না।'

বুড়ো ঃ 'গ্রামে তোর মার কাছে চলে যেতে পারিস।'

বাপ্পা ঃ 'ভাল লাগে না। আমার মা বুড়ো হয়ে গেছে। সেখানে আমার কোন বন্ধু নেই।'

বুড়ো কিছু বলেনি, দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। একটু পরে বাপ্পা বলেছিল, 'কেন যে তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছি না।'

বুড়ো ঃ 'হলে?'

বাপ্পা ঃ 'নিজে বেশ চাকরি করতাম, স্বাধীনভাবে থাকতাম।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে উঠেছিল, 'কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষটা কি ঘটল, আমার জানা হল না।'

বুড়ো সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলেছিল, 'চল, এখনো দশ মিনিট বাকী আছে ঘণ্টা বাজতে, খুড়োর দোকান থেকে ঘুরে আসি।'

বাপ্পা বলেছিল, 'মুখে গন্ধ থাকবে না?'

বুড়ো ঃ 'সেন্টেড টফি খেয়ে নেব।'

ইস্কুলের বাইরে দু মিনিট হাঁটলেই ছোট একটি চা বিড়ি সিগারেটের দোকান, দোকানের সামনের বেড়ার পাশ দিয়ে ঢোকা যায়। খুড়ো খালি গায়ে বসে ছিল, ওরা কিছু বলবার আগেই সিগারেট দিয়েছিল। ওরা দুজনে দুটো সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে ভিতরে গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। ভিতরে একটা খাটিয়া ছাড়া কিছু ছিল না।

কেউই ধোঁয়া ভিতরে নিতে শেখেনি। দুজনেই সিগারেট টানছিল আর মুখোমুখি তাকিয়ে হাসছিল ধোঁয়া ছাড়ছিল, আর চোখে জল আসছিল।

বাপ্পা ঃ 'আমার সরলদা ফিল্টার সিগারেট খায়।'

বুড়ো : 'আমার বাবা ফিল্টার খায় না, বিলিতি ক্যারাভান খায়।'

হঠাৎ দুজনেই কাশতে আরম্ভ করেছিল।

তৃতীয় চিঠিটা এসেছিল হাড়গিলা স্যারের নামে বোর্ডে লেখার তিন দিন পরে। কারখানায় কী একটা গোলমাল চলছিল বলে সরল বাড়িতেই ছিল। তার মন মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। সকাল বেলা সুমিতাকে বলছিল, কারখানা তুলে দেবে। দিনের পর দিন নাকি লোকসান যাচ্ছিল। প্রায় রোজই কোন না কোন গোলমাল লেগেছিল। বাপ্‌পা বাড়ি ছিল না, ইস্কুলে গিয়েছিল। বেলা এগারোটার সময়, সুমিতা বাথরুমে স্নান করতে ঢুকে ছিল। সরল বসে ছিল বাইরের ঘরে। বাইরের দরজাটা খোলা ছিল। পর্দার ফাঁক দিয়ে পিয়নকে ওপরে আসতে দেখে সে নিজেই উঠে গিয়ে চিঠি নিয়েছিল। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম নোটিস ছাড়াও তিনটি চিঠি ছিল। তার মধ্যে একটি খামের ওপরে ইস্কুলের স্ট্যাম্প লাগানো দেখে তার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। উচ্চারণ করেছিল, 'আবার?'

খামের মুখ খুলে চিঠি পড়েছিল···মহাশয়, অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীমান মৃদুলের ব্যবহারে আমি ও অন্যান্য শিক্ষকেরা যারপরনাই মর্মাহত হইয়াছি। আমাদের একজন নববিবাহিত শিক্ষককে উদ্দেশ্য করিয়া, বোর্ডে অত্যন্ত অশ্লীল কথা লেখা হইয়াছে। শ্রীমান মৃদুলই তাহা লিখিয়াছে কী না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্লাসের মনিটার যখন উহা মুছিয়া দিতে যাইতেছিল, মৃদুল তাকে শাসাইয়া বারণ করে। ইহাতে সন্দেহ হয় সেই কদর্য লেখনিতে তাহার প্রত্যক্ষ হাত আছে। এইরূপ কার্যে বিরত থাকিতে শ্রীমানকে উপযুক্ত শিক্ষা ও নির্দেশ দিলে বাধিত হইব, অন্যথায়

বিছালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাকে ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইতি—

চিঠিটা পড়তে পড়তে সরলের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। আপন মনেই বলে উঠেছিল, 'অসহ্য ! যেমন হয়েছে ইস্কুলের মাস্টারগুলো, তেমনি হয়েছে ছেলেগুলো।' বলতে বলতে সে সবেগে সুমিতার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

সুমিতা সেই মুহূর্তেই মাথায় তোয়ালেটা চুড়ো করে শায়া আর ব্লাউজ পরে, শাড়িটা বুকের কাছে ঠেকিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সরল চিঠিটা বাড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'নাও, তোমার ভাই আবার কী নতুন কীর্তি করেছে ছাখ। আমি মরছি আমার জ্বালায়, এসব জ্বালা আমার আর ভাল লাগে না।'

সুমিতা চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কী করেছে আবার ?' বলতে বলতে সুমিতা শাড়িটা পরতে আরম্ভ করেছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

সরল বলেছিল, 'কী সব অশ্লীল কথা টিচারের নামে বোর্ডে লিখে রেখেছে।'

'অশ্লীল কথা ?' বলতে বলতে সুমিতা সামনের দিকে শাড়ির কুচি গুঁজে দিচ্ছিল, আয়নার দিকে তাকিয়ে।

সরল আরো চটে গিয়েছিল। চিঠিটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে, বাইরের ঘরে চলে যেতে যেতে বলেছিল, 'কী কথা আমি অত-শত জানি না। জানে তোমার ভাই। যা খুশি তুমি করবে, আমি কিছু জানি না।'

সুমিতা একবার সরলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, তারপরে আয়নার দিকে তাকিয়ে আঁচলটা বুকের ওপর টেনে দিয়েছিল। মাথা থেকে তোয়ালেটা খুলে আরো খানিকটা মুছে সরে গিয়ে ব্যালকনির রেলিং-এ তোয়ালেটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। চুল আঁচড়াবার জন্য চিরুনিটা

নিয়েও চুল না আঁচড়ে আগে চিঠিটা নিয়ে পড়েছিল। পড়তে পড়তে মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। একবার বাইরের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে চুল আঁচড়াতে শুরু করেছিল। তার মধ্যে ওর মুখের অভিব্যক্তি নানা রকমে পরিবর্তিত হচ্ছিল। রাগ অভিমান বিরক্তি অনেক কিছুই। চুলটা আঁচড়ে নিয়েই ও বাইরের ঘরে গিয়েছিল। সরল তখন লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের একটা চিঠি পড়ছিল, যার মধ্যে ছিল তার কারখানার ইউনিয়নের লিডারের সঙ্গে অফিসারের আলোচনার বিষয়বস্তু। তিরিশজন লোকের তিনটি ইউনিয়ন। একটি ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ষোল, একটি আট, আর একটির ছয়। চিঠির মধ্যে আশার কথা ছিল, মোটামুটি একটা মতৈক্যে আসা গিয়েছে।

সুমিতা ঘরে ঢুকেই বলে উঠেছিল, 'আমার ভাই বলে তোমার কিছু যায় আসে না, এখন সে কথা বললে কী করে হবে? মায়ের কাছ থেকে বাপ্‌পার দায়িত্ব তুমিও নিয়েছিলে, সে কথা ভুলে যেও না।'

সরল মানুষটি খুব অসরল না। সুমিতার কথা শুনে ওর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল, বলেছিল, 'দায়িত্ব নিয়েছিলাম বলেই কি ওর জন্য আমাকে বারে বারে ইনসাল্ট হতে হবে?'

সুমিতা: 'কে বলেছে তোমাকে বারে বারে ইনসাল্ট হতে। মনে হচ্ছে যেন তোমার মাথায় জোর করে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যত দূর জানতাম বাপ্‌পাকে তুমি ভালই বাসতে। প্রথম ওকে নিয়ে আসার সময় কী বলেছিলে তাও আমার মনে আছে।'

সরল: 'মনে আমারও আছে। বলেছিলাম আমাদের দুজনের সংসার, সেখানে বাপ্‌পার মত একটি ছেলে থাকলে ভালই হবে। কিন্তু আর কী বলেছিলাম সেটা বোধহয় তুমিই ভুলে গেছ।' বলতে বলতে, সরল চেয়ার থেকে উঠে চিঠিটা ফাইলের মধ্যে রেখেছিল।

সুমিতা যেন কথাটা মনে করতে পারছিল না, এভাবে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলেছিলে?'

সরল টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, 'বলেছিলাম এই, তুমি সারাদিন বাড়িতে একলা থাক, তোমার ভাই কাছে থাকলে তোমার ভাল লাগবে। কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছি, ভাইয়ের জন্য ভেবে ভেবে তুমি একেবারে মরে যাচ্ছ।'

'তার মানে, তুমি কী বলতে চাও?' সুমিতা আক্রমণের উদ্যোগ করেছিল।

সরল তা গ্রাহ্য না করে বলেছিল, 'বলতে চাই ভাই-টাই কিছু না, তুমি এখন অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেছ। ভাই গোল্লায় যাক তাতে তোমার কাঁচকলা।'

সুমিতার গলা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে উঠেছিল, 'অন্য জগত মানে?'

সরল : 'অত মানে-ফানে জানি না।'

সুমিতা সরলের সামনে আর দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'জানি আমার চাকরি করাটা তোমার মোটেই পছন্দ না। তোমার মন ছোট, তাই তুমি আমাকে অনেক কিছু সন্দেহ কর।'

'হ্যাঁ, আমার তো খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই, তোমাকে সন্দেহ করছি খালি।' বলে সে পাশের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

সুমিতা বলেছিল, 'আমি জানি তুমি কর। ঠিক আছে, আমি চাকরিতে আজই রেজিগনেশন দিয়ে দিচ্ছি।' বলে সেও পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

তখন পাশের ঘর থেকে সরলের গলা শোনা গিয়েছিল, 'যা তোমার প্রাণ চায় কর গে আমার কিছু যায় আসে না।'

সুমিতা পাশের ঘরে ঢুকতে গিয়েও থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড ভেবেছিল। তারপরে নিজের ঘরে না গিয়ে বই খাতা পত্রের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল।

ড্রয়ার খুলে দেখেছিল। ড্রয়ারের মধ্যে একটা ছোট বাঁধানো নোটবুক ছিল। সুমিতা নোটবুকটা তুলে নিয়ে পাতা খুলে দেখছিল। একটা পাতায় সেই ছড়া লেখা ছিল, 'হাড়গিলারে হাড়গিলা করবি আমার কাঁচকলা।' বাপ্পার হাতের লেখা সত্যি সুন্দর, মনে হয় পাকা হাতের পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে লেখা, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের মত। নোটবুকের সাদা পাতায় কয়েকটা ছবিও আঁকা আছে, গাছ বক মেয়েদের মুখ। একটা মুখ বোধহয় কোন ছেলের, নিচে লেখা আছে, 'তোমার মাথায় সুপুরি রেখে গাঁট্টা মারা হবে।'

দেখতে দেখতে সুমিতার মুখের ভাব বদলে যাচ্ছিল। এক জায়গায় শ্যামল মিত্রের গাওয়া আধুনিক গানের কয়েকটি কলি লেখা রয়েছে। আর এক পাতায় লেখা রয়েছে, 'দিদির মেজাজ আজ-কাল খুব কড়া হয়ে উঠেছে। সরলদাকে আমার বেশি ভাল লাগে।'

এই লাইনটা পড়তে পড়তে সুমিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল এবং আস্তে আস্তে চেয়ারে বসে বেশ কয়েক মিনিট ভেবেছিল। তারপরে আবার পাতা উল্টেছিল, এক জায়গায় লেখা ছিল, 'আমার কিছু ভাল লাগে না। এক এক সময় মনে হয় আমার কেউ নেই। আমার মাকে আসল মা মনে হয় না।' সুমিতা ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে আবার পাতা উল্টেছিল। এক জায়গায় লেখা ছিল, 'দিদি কি ভ্রমর না রোহিনী?' তারপরেই লেখা রয়েছে, 'ইচ্ছে করে হেডমাস্টারের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিই, হোঁৎকা ব্যাটা।' সুমিতা প্রায় হেসে ফেলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার সেই লাইনটা পড়েছিল, 'দিদি কি ভ্রমর না রোহিনী?…'

সরল ঢুকেছিল ঘরের মধ্যে। তোয়ালে গায়ে, মুখে দাড়ি কামাবার সাবান লাগানো। হাতে সেফটি রেজর। বলেছিল, 'কী হল, রেজিগনেশন লেটার লিখছ নাকি?'

সুমিতা কোন জবাব দেয়নি, নোটবুকের ওপর চোখ রেখেছিল।

সরল এগিয়ে এসে ঝুঁকে নোট বুকটা দেখেছিল, সুমিতা সেটা সরিয়ে নেয়নি, সরল পড়েছিল, তারপরে হা হা করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'এটা বাপ্‌পা একটা খাঁটি প্রশ্ন তুলেছে, ওর দিদি ভ্রমর না রোহিনী। আমাকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলল। সত্যি, তুমি ভ্রমর না রোহিনী?'

সুমিতা কোন জবাব না দিয়ে পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করেছিল।

সরল আবার বলেছিল, 'রোহিনীর রোলে অবিশ্যি তুমি অভিনয় করেছ। আমিও বুঝতে পারছি না, তুমি ভ্রমর না রোহিনী।'

সুমিতা মুখ না তুলেই বলেছিল, 'তুমি নিশ্চয় রোহিনীই ভাববে।' ওর স্বরে কোন ঝাঁজ ছিল না।

সরল বলেছিল, 'সেটা আমাকে ভেবে দেখতে হবে। আর একটা কথা যেন কী লিখেছে দেখলাম? হেডমাস্টারের ভুঁড়ি ফাঁসাবে? খোকা ব্যাটা—' বলে আবার হো হো করে হেসে উঠেছিল।

সুমিতা নোটবুকের একটা পাতা খুলে টেবিলের ওপর রেখে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গিয়েছিল। সরলের চোখ পড়েছিল নোটবুকের লেখার ওপর, 'দিদির মেজাজ আজকাল খুব কড়া হয়ে উঠেছে। সরলদাকে আমার বেশি ভাল লাগে।' পড়তে পড়তে প্রথমে অবাক, তারপরে তার সাবান মাখা মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটেছিল। সে নোটবুকটা তুলে নিয়ে আর একবার লেখাটা পড়েছিল, উচ্চারণ করেছিল, 'পাগল।'

দুপুরে খাওয়ার পরে খানিকটা বিশ্রাম। তারপরেও যখন সুমিতার সাজগোজ করার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি, তখন সরল বলেছিল, 'বেরোবে না?'

'না।'

'সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দেবে নাকি?'

সুমিতা কোন জবাব দেয়নি। খাটের ওপর শুয়েছিল। সরল

ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজের বাৎসরিক রিপোর্টে চোখ বোলাতে বোলাতে কথা বলেছিল। সরল আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হল, সত্যি রেজিগনেশন দিয়ে দেবে নাকি?'

সুমিতা অন্য পাশ ফিরে শুয়েছিল। পিছন থেকে ওর জামাটা দেখা যাচ্ছে, আর পিঠ আর কোমরের খানিকটা অংশ প্রায় খোলা। খোলা চুল এলানো। বলেছিল, 'তুমি তো তা-ই চাও।'

সরল বলেছিল, 'আমি মোটেই তা চাইনি। আমি বলতে চাইছিলাম বাপ্‌পার ব্যাপারে তোমার আর একটু নজর দেওয়া দরকার।'

সুমিতা সরলের দিকে পাশ ফিরেছিল। আঁচলটা অন্য পাশে ছড়ানো, ওর ব্রেসিয়ার-না-পরা জামার ফাঁকে প্রায়-নিটোল বড় বুকের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল, গায়ের ওপর চুলের গোছা। বলেছিল, 'কী ভাবে নজরটা রাখব শুনি? কী ভাবে রাখতে হয়, আমাকে একটু বলে দাও তো? ও কি এখন কচি খোকা আছে, যে ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকব?

সরল বলেছিল, 'সঙ্গে সঙ্গে থাকার কথা বলছি না। রোজ একটু খোঁজ খবর নেওয়া, ইস্কুলে কী রকম পড়াশোনা করছে না করছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা, হোম টাস্কগুলো করছে কী না, এই সব দেখা। তা হলেই ও বুঝবে ওকে নিয়ে ভাবা হচ্ছে। জবাবদিহি করতে হলেই ও খানিকটা সচেতন হবে।'

সুমিতা: 'কিন্তু তাতে মাস্টারের নামে বোর্ডে কী সব খারাপ কথা লিখছে সেসব আমি সামলাব কেমন করে? তুমি নিজেই সেদিন বললে, বাথরুমে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছ। পিছনে লেগে থেকে, সেসব আটকানো যায়?'

সরল বলেছিল, 'তা অবিশ্যি ঠিক।'

'তা ছাড়া ও কি ভাবে জানো? ওর কেউ নেই—ওর ভাল লাগে না কিছু, আমাদের মা ওর আসল মা না।'

সরল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেটা আবার কখন শুনলে ?'

সুমিতা : 'শুনব কেন, ওর নোটবুকেই লেখা রয়েছে।'

সরল : 'আশ্চর্য !'

সুমিতা : 'তার থেকে দরকার নেই, ওকে দেশেই পাঠিয়ে দেব।' বলে সুমিতা অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

সরল ওর দিকে দেখে অ্যানুয়াল রিপোর্টের দিকে দেখতে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, তোমার যে সময় হয়ে গেল, উঠবে না ?

সুমিতা আবার অন্য পাশে ফিরে বলেছিল, 'না, আজ আমার আর বেরোতে ভাল লাগছে না।'

সরল রিপোর্টটা রেখে ইজিচেয়ার থেকে উঠে, বিছানায় একেবারে সুমিতার পাশে শুয়ে বলেছিল, 'তাহলে তোমার কাছে একটু শুয়ে থাকি।' বলে সুমিতার গায়ের ওপর একটি হাত এবং একটি পা তুলে দিয়েছিল।

সুমিতা আপত্তি করেনি, বলেছিল, 'কারখানার চিন্তায় ব্যাঘাত হবে না ?'

সরল : 'না। আজ মোটামুটি একটা ভাল খবর এসেছে। দু-এক দিনের মধ্যে কারখানা খুলতে পারে।'

'সেইজন্যই।' বলে সুমিতা চোখ বুজেছিল।

কিন্তু সরল তা দেয়নি, সে সুমিতাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে ছিল।

বিকালে বাপ্পা ইস্কুল থেকে ফিরে কলিং বেল বাজাবার পরে কুসুম দরজা খুলে দিয়েছিল। বাপ্পা প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'সরলদা বেরোয়নি, না ? গাড়ি রয়েছে দেখলাম ?'

কুসুম বলেছিল, 'দিদি দাদাবাবু দুজনেই বাড়িতে আছেন।'

বাপ্‌পা ঃ 'দিদিও বেরোয়নি ?'

কুসুম ঃ 'না। তুমি জামা-টামা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এস, আমি খাবার যোগাড় করছি।'

কুসুম দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে চলে গিয়েছিল। বাপ্‌পা ওর নিজের ঘরে ঢুকেছিল। টেবিলের ওপরে বই খাতার ব্যাগ রাখতে গিয়েই চোখে পড়েছিল নোট বুকটা আর হেড মাস্টারের লেখা চিঠিটা। সুমিতা ইচ্ছা করেই চিঠিটা ওর টেবিলে রেখে দিয়েছিল। বাপ্‌পা তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলে পড়েছিল। পড়েই ওর চিন্তা একেবারে ভিন্ন পথ ধরেছিল। চিঠি, টেবিলের ওপরে নোটবুক, দিদি এবং সরলদা দুজনেই বাড়িতেই রয়েছে। তার মানে একটা প্রচণ্ড কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভাবতেই ও ভয়ে কেমন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বিছানার বালিশের তলা থেকে দুটো টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা এবং নোটবুকটা নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল। প্রথমে গিয়েছিল বাড়ি থেকে কিছু দূরে, মাঠ আর পার্কের কাছে। রোজই বিকালে ইস্কুল থেকে ফিরে খেয়ে নিয়ে সেখানেই যেত, বন্ধুরা আসত, ফুটবল, শীতের সময় ভলি খেলা হত। ওদের নিজেদের একটা খেলার ক্লাব ছিল। বাপ্‌পার কাছে খেলাটা বড় কথা না, ও আর বুড়ো আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, ট্রামে চেপে হয়ত বালিগঞ্জের দিকে না হয় শিয়ালদহের দিকে, কখনো কখনো চৌরঙ্গির ময়দানেও চলে যেত।

বাপ্‌পা বাড়ি থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতেই গিয়েছিল। পার্কে তখন কেউ কেউ বেড়াতে এসেছিল। আয়ারা মায়েরা বাচ্চাদের প্যারামবুলেটারে করে ঘুরছিল। দু-চারজন বৃদ্ধ ধীরে আর মেপে মেপে হাঁটছিলেন। বড় ছেলেমেয়েদের ও দু-এক জোড়াকে গাছের ছায়ায় বসে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। মাঠে ঢোকবার আগে বাপ্‌পা

ফুচকাওয়ালার সামনে দাঁড়িয়েছিল, এবং কুড়িটা ফুচকা খেয়ে নিয়েছিল। তারপরে জলওয়ালার কাছ থেকে পাঁচ পয়সার এক গেলাস ঠাণ্ডা জল পান করে ট্রাম রাস্তা আর আশেপাশে তাকিয়ে দেখেছিল। দুপাশে দেখে ট্রাম রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকের ফুটপাতের ওপর সিগারেটের দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনে জ্বলন্ত দড়ি থেকে একটা ধরিয়ে আবার মাঠের সামনে এসেছিল।

একজন বৃদ্ধ পার্কে ঢোকবার মুখে বাপ্‌পার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন, বাপ্‌পার ঠোঁঠে তখন সিগারেট। বাপ্‌পা বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড মাঠটায় তখনো রোদ ছিল। বাপ্‌পা কোন দিকে না তাকিয়ে সিগারেট টানতে টানতে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। ওর ভিতরে তখন ভীষণ উত্তেজনা সংশয় ভয় এবং একই সঙ্গে একটি অসহায়তা। ও হঠাৎ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরো দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করেছিল, যেন কেউ ওকে তাড়া করেছে। তারপরে দৌড়তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু মাঠের বাইরে না, মাঠের চারপাশে ভিতরে। প্রায় যখন হাঁপিয়ে ঘেমে উঠেছিল, তখনই বল নিয়ে ওদের ক্লাবের কয়েকটি ছেলে এসেছিল, ওকে ডেকেছিল। বাপ্‌পা তখন এক জায়গায় থেমে হাঁপাতে আরম্ভ করেছিল। অন্যান্যরা বল মারা প্র্যাকটিস আরম্ভ করে দিয়েছিল। কয়েকবার বলটা ওর পাশ দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপরেই বুড়ো এসেছিল।

বুড়োকে দেখে বাপ্‌পা উঠে এসেছিল। দুজনেই রেলিং-এর ধার ঘেঁষে বসেছিল। বাপ্‌পা বলেছিল, 'হাড়গিলাকে নিয়ে বোর্ডে লেখার ব্যাপারে হেডমাস্টার চিঠি দিয়েছে, বলেছে আমিই নাকি ওসব লিখেছি।'

বুড়ো : 'আমাদের বাড়িতেও চিঠি দিয়েছে। আমি বলেছি, বাজে কথা লিখেছে, আমি ওসব কিছু লিখিনি।'

বাপ্‌পা ঃ 'কিন্তু আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম, চিঠিটা আমার পড়ার টেবিলে রাখা রয়েছে আর আমার নোটবুকটাও। তার মানে দিদি আর সরলদা দুজনেই নোটবুক পড়েছে, আর দুজনেই বাড়িতে রয়েছে। শুনে আমার কেমন ভয় করছিল, আমি তখুনি পালিয়ে চলে এসেছি।'

বুড়ো অবাক হয়ে বলেছিল, 'যাহ্‌ কেন? পালিয়ে এলি কেন? খাসনি?'

বাপ্‌পা ঃ 'না, দিদি আর সরলদা বাড়ি থেকে বেরোয়নি, মানে বুঝেছিস। দুজনেই আমাকে ধরবে বলে বাড়িতে রয়েছে।'

বুড়ো ঃ 'ধরে কি করবে?'

বাপ্‌পা ঃ 'তা জানি না। আমার ভয় লাগছিল। সরলদা বাড়ি থাকতে পারে, কারখানায় গোলমাল হচ্ছে বলে দু-তিন দিন যাচ্ছে না, কিন্তু দিদি কেন বেরোয়নি?'

বুড়ো চুপ করে ভেবেছিল, পরে বলেছিল, 'আমার মনে হয় পালিয়ে এসে ঠিক করিসনি। কী আর হত? না হয় তোকে দু ঘা মারত।'

বাপ্‌পা ঃ 'তার জন্য কিছু না। কিন্তু আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না বলে ভাবছি!'

বুড়ো ঃ 'কী করবি?'

বাপ্‌পা ঃ 'কিছু একটা করতে হবে। আচ্ছা, ঠ্যালাগাড়ি চালালে সত্যি কত পয়সা পাওয়া যায়?'

বুড়ো ঃ 'আমি জানি না। কিন্তু তুই কি সত্যি ঠ্যালাগাড়ি ঠেলতে পারবি? গায়ের জোর চাই।'

বাপ্‌পা যে তা জানত না, তা না। আসলে হাড়গিলা স্যারের সেই ট্রানস্লেশনের জন্য দেওয়া ডিকটেশনের কথাটা মনের মধ্যে কাজ করছিল। বুড়োর কথা শুনে ও চুপ করে ছিল। একটু পরে বলেছিল, 'চল্‌, কোথাও ঘুরে আসি।'

'চল।'

দুজনেই মাঠ থেকে বেরোবার গেটের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করছিল। ইতিমধ্যে অন্যান্য ছেলেরা খেলা করছিল। ওরা খেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

বুড়ো বলেছিল, 'বিশু সেণ্টার ফরোয়ার্ড বেশ ভাল খেলছে আজকাল।'

বাপ্পা বলেছিল, 'ডানিয়েল ব্যাকে খারাপ না। আমার অবিশ্যি খেলতে ভাল লাগে না।'

কথা শেষ হবার আগেই ওরা বাইরে বেরোবার গেটের কাছে এসে পড়েছিল, আর সামনে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। সুমিতা আর সরল, দুজনেই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে ছিল। বুড়ো বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল, আর বাপ্পা কেমন লজ্জা পেয়ে হাসি হাসি মুখ করেছিল। সুমিতার মুখ শক্ত। সরলের মুখে কৌতূহল। বাপ্পা দেখেছিল ফুটপাতের ধারেই, সরলের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বুড়োর দিকে ফিরে বলেছিল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যাচ্ছি, অ্যাঁ?'

বুড়ো ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'আচ্ছা।'

বাপ্পা গেট দিয়ে বেরিয়েছিল, বুড়ো ভিতরেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাপ্পা সুমিতা আর সরলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'বুড়োর সঙ্গে হঠাৎ মাঠে চলে এসেছিলাম।'

'কেন?' সুমিতা প্রায় ঝাঁজিয়ে উঠেছিল।

'এমনি, মানে—।'

বাপ্পার কথা শেষ হবার আগেই সরল গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলছিল, 'বাড়ি চল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।'

সুমিতার আগেই বাপ্পা গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সুমিতার শক্ত মুখে রাগের আঁচ লেগেছিল। তীক্ষ্ণ চোখে বাপ্পাকে দেখতে দেখতে গাড়ির সামনের দিকে সরলের পাশে বসেছিল।

বাপ্পা পিছনে বসেছিল। সরল গাড়ি স্টার্ট করেছিল। দু-মিনিটের মধ্যেই সবাই বাড়ি পৌঁছে ছিল, সরল বাপ্পাকে বলেছিল, 'যান জামাকাপড় ছেড়ে আগে খেয়ে নিন।'

সুমিতা চুপচাপ জ্বলজ্বলে চোখে কেবল বাপ্পাকে দেখছিল। বাপ্পা যেন দেখেও না দেখে নিজের ঘরে গিয়ে জামা প্যাণ্ট বদলে অন্য জামা প্যাণ্ট পরে বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে গিয়ে খেতে বসেছিল।

কুসুম খাবার বেড়েই রেখেছিল। খুব নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হঠাৎ কোথায় চলে গেছলে?'

বাপ্পা: 'মাঠে।'

কুসুম: 'না খেয়ে? কিছু বলনি তো?'

বাপ্পা জানত যে পিছনে সুমিতা দাঁড়িয়ে আছে। বলেছিল 'বুড়ো নিচে দাঁড়িয়ে ছিল।'

কুসুম: 'কিন্তু ওভাবে দরজা খুলে যেতে আছে? বলে যাবে তো?'

বাপ্পা: 'একদম ভুলে গেছলাম।'

'তাই যাবে তুমি।' সুমিতার গলা শোনা গিয়েছিল পিছন থেকে, 'পড়াশোনা ভদ্রতা শিষ্টতা সবই তুমি ভুলে যাবে, কেননা অন্য ব্যাপারে অনেক বেশি ভাবতে আরম্ভ করেছ কী না।'

পাশের ঘর থেকে সরলের ডাক শোনা গিয়েছিল, 'সুমি, এদিকে একবার শোন।'

সুমিতা পাশের ঘরে গিয়েছিল। সরল গলা নামিয়ে বলেছিল, 'খেয়ে নিতে দাও।'

সুমিতা ঝাঁজের সঙ্গেই নিচু স্বরে বলেছিল, 'ইচ্ছা করছে ঠাস ঠাস করে ওকে চড়িয়ে শেষ করে দিই।'

সরল কোন জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। সুমিতা খানিকটা যেন নিজের মনেই ক্ষুব্ধ রাগে বলেছিল, 'যা খুশি তাই?

ইস্কুল থেকে বাড়ি এসে কথা নেই বার্তা নেই, বুড়ো দাঁড়িয়েছিল, অমনি তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে! সঙ্গে নোটবুকটা নিয়ে গেছলে কেন?'

সুমিতা সরলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল। সরল সিগারেট ঠোঁটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ গালের ওপর একটা ব্রণ টিপে দেখছিল। বলেছিল, 'বোধহয় ময়দানে বসে কবিতা লিখবে ভেবেছিল।'

'কবিতা। হুঁ।' সুমিতা ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বলেছিল, 'পাকামি। নোটবুকে খালি পাকা কথা লেখা। রাগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়।' বলে পর্দা সরিয়ে খাবার টেবিলের দিকে দেখেছিল।

বাপ্পা তখনো খাচ্ছিল। ফিরে এসে আবার বলেছিল, 'তুমি বলতে চাও ও হেডমাস্টারের চিঠিটা পড়েনি?'

'হয়তো পড়েছিল।'

'নিশ্চয় পড়েছিল, পড়েছিল বলেই পালিয়েছিল।'

'তা কেমন করে হয়, আমরা যখন ময়দানে গেলাম ও তো তখন বাড়ির দিকেই আসছিল।'

'তা হয়তো আসছিল। আসলে সামনা সামনি হবার আগে চিঠির ব্যাপারটা যাতে থিতিয়ে যায় সেজন্যই সরে পড়েছিল।'

'হতে পারে।'

একটু পরেই খাবার টেবিলের পাশে বেসিনে জল পড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল। বাপ্পা হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই সুমিতা ওর ঘরে ঢুকেছিল। বাপ্পা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছিল। সরলও ঘরে ঢুকেছিল। সুমিতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই কি ভেবেছিস বল্ তো? যা খুশি তাই করে যাবি?'

বাপ্পা সুমিতার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তা কেন?'

'তা ছাড়া কী। হেডমাস্টারের চিঠিটা পড়েছিস?'

বাপ্পা ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানিয়েছিল, পড়েছে। সুমিতা রাগে

প্রায় চিৎকার করে বলেছিল, 'কেন নোংরা কথা বোর্ডে লিখে-ছিলি ?'

বাপ্পা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, 'আমি মোটেই লিখিনি। আমি সেদিন ক্লাসে ঢুকেই লেখা দেখতে পেয়েছিলাম।'

সুমিতা একরকম ভাবেই বলেছিল, 'কিন্তু মনিটার যখন মুছতে চেয়েছিল তাকে মুছতে দিসনি কেন ?'

বাপ্পা বলেছিল, 'সে কি আমি একলা নাকি, ক্লাসের সব ছেলেরাই বারণ করেছিল।'

'বারণ করেছিল শুধু ? শাসায়নি ?'

বাপ্পা চুপ করে ছিল। সুমিতা আবার বলেছিল, 'তুই কেন সেই সব ছেলেদের দলে ছিলি ?'

বাপ্পা মুখ নীচু করে চুপ করে ছিল, কোন জবাব দেয়নি।

সুমিতা বলেছিল, 'মনে করিস না চুপ করে থাকলেই সব হয়ে যাবে। এভাবে তোকে আমি চলতে দেব না।'

সরল তখন মুখ খুলেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু বোর্ডে কী কথা লেখা ছিল ? খুব খারাপ ?'

বাপ্পা সরলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, ওর মুখে একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। সুমিতা বলেছিল। 'নিশ্চয়ই খুব খারাপ। হেডমাস্টার লিখেছেন অশ্লীল, কদর্য।'

সরল তখনো বাপ্পার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভাবছিল উচ্চারণের যোগ্য নয় বলেই বাপ্পা চুপ করে আছে। কিন্তু বাপ্পা নিজেই মুখ খুলেছিল, বলেছিল, 'লেখার আগের দিন হাড়গিলা মানে শচীনবাবুর বৌভাত হয়েছিল। ওঁর ক্লাস ফার্স্ট পিরিয়ডে হয়। বোর্ডে লেখা ছিল, "স্যার, ফুলশয্যা কেমন হল ? আমাদের খাওয়াবেন না"?

'অ্যাঁ ?' শব্দ করেই সরল হো হো করে হেসে উঠেছিল। সুমিতার মুখেও হাসি ফুটতে যাচ্ছিল কিন্তু ও নিজেকে জোর করে সামলে

নিয়েছিল। যদিও চোখে হাসির ছটা ফুটে ছিল। সরলকে বলেছিল, 'আহ্ ওরকম হেসো না তো। একটু সিরিয়স হও।'

সরল তখনো হাসছিল, হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'যে লিখেছে সে ছেলে খুবই রসিক দেখছি। মাথায় এল কি করে?'

বাপ্পাও মিটিমিটি হাসছিল। সুমিতা বলেছিল, 'ক্লাস এইটে পড়া সব পুঁচকে ছেলে কতখানি পাকলে এসব কথা লিখতে পারে ভেবে দেখেছ? আর কী সাহস, মাস্টারকে জিজ্ঞেস করছে ফুলশয্যা কেমন হল?'

সরল আবার হেসে উঠেছিল। সুমিতা বলে চলেছিল, 'উনি আবার সে লেখা মুছতে দিতে চাননি। উনিও খুব রসিক হয়ে উঠেছেন।'

সরল বলেছিল, 'বাপ্পাকেও একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়। ফুলশয্যা হলেই বুঝতে পারবে কেমন হয়।'

বাপ্পা ফিরে দাঁড়িয়েছিল, যাতে ওর মুখ না দেখা যায়।

সুমিতা বলেছিল, 'হ্যাঁ, এবার তাই দেব। তবে বিয়ে না, দেশে বিদায় করে দেব। কলকাতায় বসে বসে এসব পাকামি করা চলবে না।'

সরল বলেছিল, 'ব্যাপারটা যতটা খারাপ মনে করা গেছিল, ততটা না। তবু বাপ্পা মনে রেখ, এই নিয়ে তোমার নামে তিন বার ইস্কুল থেকে কমপ্লেন লেটার এল। হেডমাস্টার এবার বেশ কড়া ভাবেই জানিয়ে দিয়েছে, এর পরে ওরা নিজেরাই তোমার ব্যবস্থা করবে। খুব সাবধান। একবার কোন ইস্কুল থেকে ব্যাড কনডাক্টের জন্য বের করে দিলে সে ছেলের আর ফিউচার বলে কিছু থাকে না।'

'ওর ফিউচার গেছে।' বলে সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সরল বাপ্পার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। বাপ্পা মুখ তুলতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বোর্ডের লেখাটা কে লিখেছিল রে?'

বাপ্‌পা বলেছিল, 'পরে জেনেছি নিত্য বলে একটা ছেলে। আমাদের থেকে বেশ বড়।'

সরল বলেছিল, 'আমি হাসলাম বটে, কিন্তু ছেলেটাকে আমি ভাল বলতে পারি না। টিচারকে তাঁর সম্মান দিতে হবে। তুই মিশিস নাকি ছেলেটার সঙ্গে?'

'না, ও আমার বন্ধু না।'

'কিন্তু কথাগুলো তোর নিজের মুছে দেওয়া উচিত ছিল। এনি হাউ, আমি আর কোন কমপ্লেন তোর নামে শুনতে চাই না।'

সরল পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল এবং তার পরের দিনই সে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে বলে সুমিতাকে নিয়ে একটা অ্যাডাল্ট ইংরেজি ছবি দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর বাপ্‌পা ভেবেছিল, লেখাটা মুছে দিলে আসল মজাটাই তো হত না।

'আমি এখনো বলছি, যদি কারো কাছে বই বা কোন হাতে লেখা নোট্‌স্ থাকে সে সব আমার কাছে জমা দিয়ে দাও। না হয় বাইরে গিয়ে রেখে এস। কোনরকম টোকাটুকি আমি সহ্য করব না।'

হাড়গিলা স্যার ডেস্‌কের নিচে সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর অসম্ভব অদ্ভুত আর মোটা স্বরে কথাগুলো বললেন। কোন কোন ছেলে ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখল। কেউ কেউ নিজের মনে লিখে চলেছে। পরীক্ষার হলের একেবারে পিছনে একজন অল্পবয়সী নতুন টিচার দাঁড়িয়ে আছে। সে ছেলেদের স্পোর্টসের টিচার এবং নিজে একজন ব্যায়ামবীর বলতে যা বোঝায় তা-ই। নাম সুবীর ধর। সুবীর দেহশ্রী হিসাবে কয়েকটা পুরস্কারও পেয়েছে। মাথায় বড় বড় চুল, থ্যাবড়া মত মুখ, পেশল শক্ত খাটো শরীর, ট্রাউজার আর শার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে প্রত্যেকটি ছেলের দিকে নজর রাখছে।

একটু আগেই হাড়গিলা স্যার যখন গোটা হলটা পাক দিয়ে এসেছিলেন তখনই সুবীর ওঁর কানে কানে কিছু বলেছিল। সেই জন্যই হাড়গিলা স্যার সামনে এসে কথাগুলো বললেন।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা চলছে। বাপ্‌পা প্রায় কিছুই লিখতে পারছে না। ইংরেজি সেকেণ্ড পেপার পরীক্ষা চলছে। সেইজন্যই হাড়গিলা স্যার গার্ড হিসাবে আছেন, এটা তাঁরই পড়াবার বিষয়। তিনি কয়েকবারই বাপ্‌পার সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়েছেন এবং দেখেছেন একটি লাইনও লিখতে পারেনি, কেবল কোয়েশ্চেন পেপারটা পড়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ সন্দেহও করেছেন বাপ্‌পা টোকবার চেষ্টায় আছে। যদিও বাপ্‌পা টোকবার কথা ভাবেই নি। ও ওর জীবনে কখনো টোকেনি। অনেকবার ভেবেছে, বিশেষ করে এবারের পরীক্ষায়, কিন্তু কিছুতেই পারে নি। ও অনেক ব্যাপারেই মিথ্যা কথা বলতে পারে, কিন্তু টোকার ব্যাপারটা ওর কাছে এক ধরনের কুসংস্কারাবদ্ধ নিষেধের মত।

বাপ্‌পা জানে কারা কারা টুকছে। সেকেণ্ড পেপারে টোকা খুবই অসুবিধা! ট্রানস্লেশন—ইংলিশ টু বেঙ্গলি বা বেঙ্গলি টু ইংলিশ। ফিল আপ দ্য গ্যাপ অব সেণ্টেন্স ইংরেজি শব্দের মানে—এগুলো টোকবার জন্য বই থাকা দরকার। নিত্য বই নিয়ে টুকে চলেছে। হাড়গিলা স্যার ওকে ধরবেন বলে মনে হয় না, কারণ হেডমাস্টারের সেই রকম নির্দেশ আছে বোধ হয়। দীপেশ টুকছে, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না, বোধহয় মিলছে না। ও হাফ প্যাণ্ট পরে এসেছে। প্যাণ্ট সরালেই লেখা কাগজ আঠা দিয়ে উরুতে সাঁটা আছে। সুবীর বোধ হয় হাড়গিলা স্যারকে নিত্যর কথাই চুপি চুপি বলছিল। আরো একজন টুকছে, বিপ্লব।

হাড়গিলা স্যারের সাবধানবাণী শোনবার পরেও কেউ টোকা বন্ধ করেনি। বাপ্‌পা প্রথমে সবকটা ফিল আপ দ্য গ্যাপ-এর অ্যানসার লিখল, এটা মোটামুটি সোজা। তারপরে শব্দের মানে

যতগুলো পারল লিখল। কিন্তু ট্রানস্লেশনের দিকে তাকিয়ে ও খাতায় প্রথমেই লিখল, 'আই ক্যান নট। হাড়গিলা।'

হাড়গিলা স্যার ওর দিকে আবার এগিয়ে এলেন। দেখেই বাপ্‌পা নার্ভাস হয়ে ওঁকে দেখেই লেখা কাটতে আরম্ভ করল। বিশেষ করে 'হাড়গিলা' শব্দ। ওর ভাবভঙ্গি দেখে হাড়গিলা স্যার খুব দ্রুত কাছে চলে এলেন, চোখে ভ্রূকুটি সন্দেহের দৃষ্টি! মুখ নিচু করে বাপ্‌পার খাতার দিকে দেখলেন, আর একটু ঝুঁকে ওর কোলের দিকে এবং বলতে গেলে সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নাকের পাটা ফুলিয়ে যেন কোন কিছুর গন্ধ সোঁকবার চেষ্টা করলেন, এবং মোটা গলায় বললেন, 'স্ট্যাণ্ড আপ।'

বাপ্‌পা ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল। অনেকের দৃষ্টিই এখন বাপ্‌পা আর হাড়গিলা স্যারের দিকে। তিনি ওর নেভি শার্টের দুটো বুক পকেট এবং প্যান্টের দু পকেট টিপে দেখলেন। এক পকেট থেকে একটি রুমাল আর এক পকেট থেকে একটি পেন্সিল কাটা ছুরি বের করলেন। বাপ্‌পার চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছিল, মুখ শক্ত। হাড়গিলা স্যারের হাত থেকে রুমাল আর ছুরিটা ছো মেরে টেনে নিয়ে বলল, 'আর কিছু দেখবেন?'

হাড়গিলা স্যারের অভিব্যক্তিতে কেমন একটা বিব্রত অসহায় অথচ রাগের ভাব ফুটে উঠল। বললেন, 'না।'

'কিন্তু কেন আপনি আমাকে সার্চ করলেন?' বাপ্‌পা রীতিমত চার্জ করার মত জিজ্ঞেস করল।

হাড়গিলা স্যার তার মুখের বিব্রতভাব কাটাতে পারলেন না। গলার স্বরেও তেমন তেজ নেই, বললেন, 'আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'মিথ্যা সন্দেহে এ রকম করবেন না।'

'এটা কি তোমার অর্ডার?'

'কোন টিচারকে ছাত্ররা অর্ডার করে না।'

'বেশি কথা বলতে শিখেছ, না? আমার যা ইচ্ছা তাই করব।' এবার হাড়গিলা স্যার রীতিমত চেঁচিয়ে উঠলেন।

সেই মুহূর্তেই বেড়ালের ডাক শোনা গেল। আর ছাত্রদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

হাড়গিলা স্যার ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'হু ইজ ছ্যাট ক্যাট?'

সবাই চুপ। কিন্তু বাপ্পার তখন যেন কেমন রোখ্ চেপে গিয়েছে, বলল, 'যা ইচ্ছা কী করবেন?'

'ইচ্ছা করলে তোমার পেপার কেড়ে নিয়ে বের করে দিতে পারি।'

'আমার দোষ?'

'মুখে মুখে জবাব দিয়েছ তুমি।'

'আর আপনি মিথ্যা সন্দেহ করে আমাকে সার্চ করেছেন।'

'সন্দেহ মিথ্যা কি সত্যি তা আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না।'

বুড়ো হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু সন্দেহ যে মিথ্যা সেটা প্রমাণ হয়েছে।'

হাড়গিলা স্যার ঝটিতি বুড়োর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মোটা ঠোঁট বেঁকে উঠল, বললেন, 'সিমপ্যাথি?'

বুড়ো ইংরেজিতে বলল, 'নো স্যার, প্রোটেস্ট।'

'সেটা আমার খুব ভাল লাগছে না, য়ু বেটার ডু ইয়োর ডিউটি।' হাড়গিলা স্যারের মুখের অভিব্যক্তিতে আবার বিব্রত ভাব ফুটল। তিনি বাপ্পার সামনে থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই আশীষ বলে উঠল, 'স্যার পরীক্ষায় ডিস্টার্ব হচ্ছে।'

হাড়গিলা স্যার সরে যেতে যেতে বললেন, 'তার জন্য আমি দায়ী না।'

'তাহলে কে?' বাপ্পা জিজ্ঞেস করল।

হাড়গিলা স্যার ক্রুদ্ধ চোখে ওর দিকে একবার দেখলেন, তারপর কোন কথা না বলে হলের পিছন দিকে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁচ্‌ ফ্যাঁচ খ্যাঁচ্‌ খোঁচ্‌ খা। অদ্ভুত উচ্চারণ করে উঠল কেউ।

হাড়গিলা স্যার ফিরে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'হু ইজ্‌ ছাট ক্রো ?'

তার আগেই ছেলেরা অনেকে হেসে উঠেছে। হাড়গিলা স্যার ধমক দিয়ে উঠলেন, 'সাইলেন্ট। মাইণ্ড, এটা পরীক্ষার হল, খেলার মাঠ না।'

তিনটি সেকশনের ছেলে মিলিয়ে অনেক। একজন বলল, 'এরা স্যার তা বোঝে না। বোকা।'

হাড়গিলা স্যার যখন সেই ছেলেটির দিকে তাকালেন, বাপ্‌পা জীবনে যা কখনো করেনি, মুখ নামিয়ে তাই করল, বলে উঠল, 'হাড়গিলা।'

'হু ইজ ছাট ব্রুট ?' হাড়গিলা স্যার চেঁচিয়ে উঠলেন।

অনেকে হাসছিল। বাপ্‌পা প্রশ্নপত্রটা হাতে নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। নারায়ণ মনিটার, ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখছে। ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আমার মনে হল মৃত্নল বলেছে।'

বাপ্‌পা নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী করে তোর মনে হল ?'

নারায়ণ বলল, 'তোর গলার স্বর শুনে।'

বাপ্‌পা বলে উঠল, 'সকলের গলা তুই চিনিস, না ? মিথ্যুক !'

হাড়গিলা স্যার আবার বাপ্‌পার সামনে এগিয়ে এলেন, বাপ্‌পার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বলেছ কী না ?'

বাপ্‌পা চোখে চোখ রেখে বলল, 'না।'

উভয় পক্ষই কয়েক সেকেণ্ড চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। হাড়গিলা স্যার চিবিয়ে বললেন, 'আই শ্যাল সি য়ু!' বলেই এক

মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দ্রুত চলে গিয়ে ডেস্কের ওপর উঠে বললেন, 'এরপর কোন রকম বাজে শব্দ-টব্দ হলে আমি ভিন্ন ব্যবস্থা নেব।'

কেউ কোন কথা বলল না। হাড়গিলা স্যারকে সবাই একবার দেখল, আবার মাথা নিচু করে নিল।

বাপ্পার অবস্থা সঙ্গীন, পরীক্ষার ব্যাপারটা এখন আর ওর মাথায় নেই। ইংরেজি ক্রিয়া, বিশেষণ, বাক্য রচনা, অনুবাদ, বাঙলা থেকে ইংরেজি, সব ওর মাথায় তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করলে যদি বা কিছু করতে পারত, রাগে আর উত্তেজনায় সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। প্রায় আধঘণ্টা কেটে যাবার পরে ও আবার ইংলিশ টু বেঙ্গলি ট্রানস্লেশনে মনোযোগ দিল। এগুলোতেই নম্বর বেশি! সব থেকে বেশি নম্বর, বেঙ্গলি টু ইংলিশে।

একটু পরেই হঠাৎ আবার নতুন গোলমাল লেগে গেল। স্পোর্টস-এর টিচার সুবীর হঠাৎ এসে আশীষকে ধরল। আশীষের হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে আগেই তার খাতাটা টেনে নিল। হাড়গিলা স্যার তখন হলের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

সুবীরের ভাষা অন্য রকম, বলল, 'টুকলিফাই চলছে, আমি ধরেছি।'

বলেই সে তার শক্ত হাতে আশীষের হাফ প্যান্ট খানিকটা তুলে ফেলল, দেখা গেল তার উরুতে আঠা দিয়ে লেখা কাগজ লাগানো। প্যান্টের আর একদিক তুলেও দেখা গেল অনুরূপ কাগজ লাগানো রয়েছে। আশীষ হেসে বলল, 'কিন্তু স্যার, একটা অ্যানসারও মেলেনি। আপনি দেখুন।'

বলে ও নিজেই হাফ প্যান্ট তুলে দেখাল হাড়গিলা স্যারকে। হাড়গিলা স্যার বললেন, 'তুমি এদিকে এস, আমি দেখি, তারপরে বোঝা যাবে।'

সুবীর ওকে ধরে খাতাসহ ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল। হাড়গিলা স্যার আশীষের হাফ প্যাণ্ট তুলে আঠা দিয়ে আঁটা কাগজে টান দিতেই আশীষ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'উহ্ লাগছে স্যার। গঁদ দিয়ে আঁটা আছে।'

হাড়গিলা স্যার বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি বাইরে চল। আপনি হলে থাকুন।' সুবীরকে নির্দেশ দিয়ে আশীষকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কে যেন বলে উঠল, 'দানব।'

সুবীর ফিরে তাকিয়ে দেখল। বোঝা গেল সে ধরতে পারেনি দানব কথাটা কে বলেছে। বলল, 'হ্যাঁ, আমি কাঁচা খেয়ে ফেলতে পারি।'

ছেলেরা কেউ কেউ হেসে উঠল। একটি ছেলে বলল, 'স্যার, ভীষণ ভয় লাগছে, ও রকম করে বলবেন না।'

সুবীরকে অনেকটা ক্ষ্যাপা মহিষের মত দেখাচ্ছে, সে কোন কথা বলল না। বাইরের বারান্দায় তখন হাড়গিলা স্যার নিচু হয়ে আশীষের হাফ প্যাণ্ট তুলে লেখাগুলো পড়ছেন। একটি অপূর্ব দৃশ্য! দুই উরুতে আঁটা কাগজ পড়ে তিনি বুঝতে পারলেন প্রশ্নপত্রের জবাবের সঙ্গে একটাও মেলেনি।

বললেন, 'অ্যানসার মিলে গেলে তুমি নিশ্চয়ই টুকতে? টোকবার জন্যই তুমি এগুলো লিখে এনেছিলে?'

আশীষ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হাড়গিলা স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জানো ও কথাটা কে বলেছিল?'

'কোন্ কথাটা স্যার?'

'মানে ইয়ে--হাড়গিলা?'

আশীষ মাথা নেড়ে বলল, 'সত্যি জানি না স্যার।'

হাড়গিলা স্যার কয়েক সেকেণ্ড আশীষের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন, 'ঠিক আছে, যাও বাথরুমে গিয়ে ওগুলো

পরিষ্কার করে এস।' বলে তিনি হলে ঢুকলেন। আশীষ বাথরুমের দিকে চলে গেল।

হাড়গিলা স্যার ভিতরে এসে সুবীরকে বললেন, 'টোকবার মত কিছু ছিল না। ওর খাতাটা ওকে ফিরিয়ে দিন! গার্জিয়ানের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

সুবীর আশীষের খাতাটা তার জায়গায় রেখে দিল। বাপ্‌পা তখন ইংলিশ টু বেঙ্গলি ট্রানস্লেশনের চেষ্টা করছে, যদিও অত্যন্ত অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। বেঙ্গলি টু ইংলিশ একেবারে বাদ দিল। পরীক্ষা শেষ হবার আগে খাতার শেষ পাতায় লিখল—শচীনবাবু মিথ্যা সন্দেহ করে আমাকে সার্চ করেছেন, তাই আমি পরীক্ষা ভাল করে দিতে পারলাম না।

হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা শেষ হবার পরেই এক সঙ্গে দুমাসের মাইনে ইস্কুলে জমা দেবার নিয়ম। ছুটি হয়ে যাচ্ছে। কিছু দিন ইস্কুল হবার পরেই পূজোর ছুটি। পূজোর ছুটির পরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষার তোড়জোড়, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শুরু।

কিন্তু পরীক্ষা শেষ হবার পরেই হেডমাস্টারের কাছ থেকে আবার একটা চিঠি এল। অভিযোগ : পরীক্ষার হলে গোলমাল সৃষ্টি করা, শিক্ষকের প্রতি অশিষ্ট এবং উদ্ধত আচরণ এবং ইংলিশ সেকেণ্ড পেপারের শেষ পাতায় বাপ্‌পা যা লিখেছিল তার পূর্ণ বয়ানের উদ্ধৃতি। অভিভাবকের প্রতি নির্দেশ ও অনুরোধ : যেন সজাগ দৃষ্টি রাখা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

চিঠি পাওয়া মাত্রই সরল চিঠিটা পড়ল। পড়ে কোন কথা না বলে পাশের ঘরে গেল। সেখানে সুমিতা ছিল না। ভিতরে যাবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কুসুম, তোমার বৌদি ফেরেননি এখনো?'

কুসুম রান্নাঘরের বাইরে এসে বলল, 'না দাদা।'

'সে-কথা দরজা খোলার সময় বলনি কেন?' সরল শক্ত মুখে ধমকে উঠল।

কুসুম খানিকটা অবাক অসহায় চোখে সরলকে একবার দেখে মুখ নামিয়ে নিল। সরল এরকম ভাবে কখনো বলে না। দরজা খুলে দিয়েই এ ধরনের সংবাদ দেবার নির্দেশ তার প্রতি কখনো ছিল না। একমাত্র জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে হবে, কুসুমের সেটাই অভিজ্ঞতা।

সরল কুসুমকে ধমক দিয়ে আর দাঁড়াল না, ঘরের মধ্যে সরে এল। আয়নায় সে নিজেকে দেখতে পেল, ট্রাউজার আর হাফশার্ট। চুলগুলো উসকো খুসকো। চোখ দুটো বেশ লাল। আজ সে একটু হুইস্কি পান করে এসেছে। নিয়মিত কখনই করে না। মাসে কয়েকবার। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, যদিও তার বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। সে বলে উঠল, ফোক এন্টারটেনমেন্ট! বলেই সে সমস্ত শরীরে যেন একটা ধাক্কা মেরে পাশের ঘরের পর্দা তুলে ঢুকল। বাপ্‌পা ওর নোট বইয়ে একটা ঘটনা লিখছিল। সরল বাড়ি ঢুকেছে টের পেয়েই নোটবুকটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে পড়ার বই সামনে মেলে ধরেছিল। সরল ঘরে ঢুকতে ফিরে তাকাল।

সরল ধীরে ধীরে বাপ্‌পার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার হাতে ইস্কুলের চিঠিটা। তার লাল চোখের দৃষ্টি বাপ্‌পার মুখের ওপর। বাঘের মত নিচু গরগর স্বর শোনা গেল, 'পরীক্ষার হলে কী গোলমাল করা হয়েছিল?'

'কই আমি তো কিছু—।'

বাপ্‌পার কথা শেষ হবার আগেই সরলের শক্ত থাবার একটা থাপ্পড় বাপ্‌পার গালে পড়ল। সেই সঙ্গে বাপ্‌পার মাথাটা চেয়ারের পিছনে ঠুকে গেল। বাপ্‌পা মুখটা নামিয়ে নিল। এই প্রথম সরল ওর গায়ে হাত তুলল। সরল বলল, 'ভাই বোনে মিলে আমার জীবনটা

শেষ করে দিচ্ছে ?' বলেই আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে চলে গেল এবং সজোরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাপ্‌পা মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে দেখল। ওর গালটা লাল হয়ে উঠেছে। চোয়াল শক্ত, চোখে জল নেই। ও সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে বিবেকানন্দের একটি পরিব্রাজক রূপের রঙীন ছবির ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। গেরুয়া বসন, মুণ্ডিত মস্তক, হাতে লাঠি। বংশদত্ত নাম—নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তখনকার দিনে বোধহয় মৃদুল নামটা ছিল না। সত্যি কি মা কালীকে ডাকলে পাওয়া যায় ? বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন। পরমহংস নাকি মা কালীর সঙ্গে কথা বলতেন। মা কালীর গলার স্বর কেমন শোনাত ? বুড়োর দিদির মত ? বুড়োর দিদি তাপসীর গলা খুব মিষ্টি, গানও করতে পারে ভাল। দেখতেও সুন্দরী। তাপসীর একটা ঘটনাই ও নোট বুকে লিখছিল। পাশে সরল সুমিতার ঘরে নগ্ন মেয়েদের স্নান করার বিলিতি রঙীন ফটোগ্রাফের ক্যালেণ্ডার আছে। বারোটা ছবির সবগুলোই বাপ্‌পা একলা একলা দেখেছে। সব মেয়েদেরই বুক খোলা, নিচেও কিছু নেই, কিন্তু বসবার বা দাঁড়াবার ভঙ্গি এমন যে কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। সরলের মুখে মদের গন্ধ ছিল, তাই না ? হ্যাঁ, কাছে এসে দাঁড়াতেই গন্ধটা পাওয়া গিয়েছিল।

বাপ্‌পার ইচ্ছা করল বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুড়োদের বাড়ি যায়। বুড়ো এখন বাড়ি নেই। পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, হয়তো ওর মা বাবা দিদিদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরোবার ব্যাপারে ওদের খুব কড়াকড়ি নেই। ইচ্ছা করলে পাড়ায় বেরিয়ে ছেলেদের সঙ্গে গল্প করতে পারে। অবিশ্যি যদি প্রাইভেট টিউটর না থাকেন।

বাপ্‌পার মনে পুরনো ভাবনাটা ফিরে এল। ওকে বাড়ি ছাড়তে হবে, নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে। ওর বয়সী ছেলেরা কী করতে পারে ? প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠল, শ্যু-সাইন

বয়ের ছবি। তারপরে ট্যাক্সি ডেকে দেওয়া ছেলেদের ছবি—সাব, ট্যাক্সি বোলা দেগা? তারপরে সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করা। ও দেখেছে ভেরো চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেরাও সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করে।

পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। পর্দা সরে গেল। সরল পায়জামা আর পাঞ্জাবী গায়ে। দেখলেই বোঝা যায় স্নান করে মাথা আঁচড়ে গায়ে পাউডার মেখেছে। তার মুখ এখন কোমল। সে বাপ্পার সামনে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল। বলল, 'কী করব বল, মাথার ঠিক থাকে না। আর তোদের ইস্কুলটাও হয়েছে সেই রকম, পান থেকে চুণ খসলেই একটা করে চিঠি।'

সরলের শেষ কথাটা বাপ্পার মনে পড়ল: 'ভাই বোনে মিলে আমার জীবনটা শেষ করে দিচ্ছে?' দিদি কী করছে বাপ্পার সে বিষয়ে কিছু বলবার নেই। কেবল সে এটা অনুমান করতে পারে দুজনের মধ্যে কোথায় কতগুলো গোলমাল রয়েছে। ও বলল, 'আমার আর ইস্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না।'

সরল বলল, 'ট্রান্সফার নিয়ে অন্য ইস্কুলে যাওয়া যায়। কিন্তু তাতে কি কোন সুবিধা হবে?'

'আমি আর কোন ইস্কুলেই পড়তে চাই না।' বাপ্পা মাথা নিচু করে বলল।

'তার মানে কী পড়াশোনা বন্ধ করে দিবি?'

'ভাল লাগে না, তোমার কারখানায় একটা কাজ দিতে পারো না আমাকে?'

সরল দু সেকেণ্ড অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হো হো করে হেসে উঠল, বলল, 'ওহ্ বাপ্পারাও আমার ওপর খুব ক্ষেপে গেছিস। তুই এখন কারখানায় কাজ করবি কী রে? কী কাজ করবি তুই?'

'যে কোন কাজ। ওয়ার্কারদের কাজ আমি শিখে নিতে পারি।'

সরল আবার হেসে উঠল। বলল, 'সেটা তো বেআইনি ব্যাপার।

তোর বয়সের ছেলেদের কারখানায় কাজ দেবার নিয়ম নেই। শোন পাগলা, মাথায় ওসব বাজে ভাবনা রাখিস না। ভদ্রলোকের ছেলেদের লেখাপড়া শিখতেই হয়। এই নে, আমি তোকে এটা দিচ্ছি, তোর যা খুশি খরচ করতে পারিস।'

সরল একটা দশ টাকার নোট বাপ্‌পার দিকে এগিয়ে দিল। বাপ্‌পা অবাক চোখে সরলের দিকে তাকাল। দু-এক টাকা কখনো যে দেয় না সরলদা, তা না, প্রায়ই দেয়। কিন্তু দশ টাকা এক সঙ্গে কখনো দেয়নি।

সরল বলল, 'নে, আমি দিচ্ছি তোকে। তোর দিদিকে না বললেও পারিস। আমি ভাবছি ইস্কুলের চিঠিঠা তোর দিদিকে আর দেখাব না। সেই তো আবার চেঁচামেচি গোলমাল করবে। নে, টাকাটা নে।'

বাপ্‌পা নোটটার দিকে একবার দেখল, তারপর সরলের মুখের দিকে। এখনো সরলের নিশ্বাসে মদের গন্ধ, চোখ লাল, কিন্তু কোমল মুখে হাসি। বাপ্‌পা নোটটা নিল। সরল বলল, 'তোকে মেরেছি এ কথাটা তোর দিদিকে আর বলিসনা। কেননা, চিঠির কথাটা যখন চেপেই যাচ্ছি, তখন তোকে মারবার কোন কারণ থাকতে পারে না। বিচ্ছিরি, মাথাটা এমন গরম হয়ে যায় এক এক সময়। ঠিক আছে বাপ্‌পা?'

বাপ্‌পা সরলের মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। এ সময়েই কলিং বেল বেজে উঠল। সরল বাপ্‌পার কাঁধে একটু হাতের চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে যাবার দরজা দিয়ে চলে গেল। কুসুম আসবার আগেই সরল দরজা খুলে দিল। সুমিতা একলা না, আরএকজন মহিলা ওর সঙ্গে রয়েছে। প্রায় সুমিতারই বয়সী, বেশ ফর্সা দোহারা গঠনের স্বাস্থ্যবতী, চেহারায় একটা চটক আছে। সাজগোজও খুব ঝলকানো।

সরল নতুন মানুষ দেখেই দরজা থেকে অনেকখানি সরে এল। মুখে হুইস্কির গন্ধর জন্যই সে বিব্রত আর অস্বস্তি বোধ করল।

সুমিতা ডাকল, 'আয় শান্তা।'

শান্তা ভিতরে ঢোকবার পরে সুমিতা দরজা বন্ধ করল। সরলের দিকে ফিরে বলল, 'শান্তা চক্রবর্তী, আমার বন্ধু, এক সঙ্গে কাজ করি। তোমাকে বলেছি ওর কথা আগেই।' বলে, শান্তার দিকে ফিরে বলল, 'আর ইনি—'

শান্তা বলল, 'বুঝেছি।' বলে সরলের দিকে ফিরে হাত তুলে নমস্কার করল, 'নমস্কার।'

'নমস্কার।' সরল প্রতি নমস্কার করে বেতের চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

'বসার বিশেষ সময় নেই।' বলতে বলতেও শান্তা বসল, বলল, 'আমি একলা মানুষ, তাই আজ একটু সুমিতাকে আমার বাসায় নিয়ে গেছিলাম। ওর দেরি করিয়ে দিয়েছি, আপনি বোধহয় খুব রাগ করছিলেন?'

'রাগ করব কেন? চিন্তা হয়, মানে দুশ্চিন্তা, বুঝতেই পারছেন।' সরল বলল।

'হবারই কথা।' শান্তা বলল, 'আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

সরল দূরের একটা চেয়ারে বসল। সুমিতা সরলের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল, সে ড্রিঙ্ক করে এসেছে। ও একটা বেতের চেয়ারে বসে বলল, 'দুশ্চিন্তা না আর কিছু। স্বামীরা আবার দুশ্চিন্তা করে নাকি?'

শান্তা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কী করে?'

'সন্দেহ।'

শান্তা হেসে সরলের দিকে তাকাল।

সরল হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অভিজ্ঞতাও কি তাই?'

শান্তা বলল, 'আমার সে অভিজ্ঞতার সুযোগ এখনো আসেনি।'

'ও তাও তো বটে।' সরল শান্তার সাদা সিঁথির দিকে দেখল।

সরল বলল, 'কিন্তু তুমি এরকম করে বল না। আমি তোমাকে কখনও বাজে সন্দেহ করি না। বন্ধুর সামনে কেন আমাকে অপদস্থ করছ?'

সুমিতা শান্তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তোমাকে সে স্কোপ দিলে তো! কী বলিস শান্তা? একটু চা খাবি তো?'

'আবার চা? এত খেয়ে, আর এই রাত্রে?' শান্তা চোখ বড় করে বলে উঠল, 'না বাবা, তোমায় পৌঁছে দিয়ে গেলাম, আমি এখন বাড়ি যাব।'

'তা ঠিক, তোর বাড়িতে অনেক খাওয়া হয়ে গেছে। আমি তো আজ রাত্রে আর খেতেই পারব না।'

সুমিতা সরলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো, শান্তা থাকে সেই আলিপুরে। তোমার গাড়িতে ওকে একটু লিফ্‌ট দিতে পারবে?'

'না না, সারাদিন খেটেখুটে এসেছেন, কেন ওকে কষ্ট দিবি? আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যাচ্ছি।' শান্তা উঠে দাঁড়াল।

সরল দ্বিধা করে বলল, 'না না, কষ্ট আর কী, আমি সবই পারি। তুমিও সঙ্গে যাচ্ছ তো?' বলে সুমিতার দিকে তাকাল।

সুমিতা শান্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার আর যাবার কী দরকার।'

শান্তা চোখের ভঙ্গি করে বলল, 'একেবারে একলা ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে?' বলে সে হেসে উঠল।

সরল সুমিতাও হেসে উঠল। সরল বলল, 'ঠিক বলেছেন। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন সন্দেহটা মেয়েরাই বেশি করে। এক মিনিট, গাড়ির চাবিটা নিয়ে আসি।' সরল ভিতরে চলে গেল।

সুমিতা আর শান্তা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল। শান্তা বলল, 'হয়েছে তো? ভয়ে তো মরে যাচ্ছিলি রাত হয়েছে বলে।'

সুমিতা কিছু বলল না, একটু লজ্জা পেয়ে হাসল। পাশের ঘরে

সরলের গলা শোনা গেল, 'কুসুম দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও। আমরা একটু ঘুরে আসছি।' বলে বাইরের ঘরে এল।

তিনজনেই বেরিয়ে গেল। কুসুম পিছন থেকে তিনজনকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখল, তারপরে দরজা বন্ধ করল।

ফ্ল্যাটের নিচেই পাশের বাড়ির ফ্ল্যাটের গ্যারেজে সরলের গাড়ি থাকে। কোলাপসিব্‌ল গেটের তালা খুলে গাড়ি বের করে আবার গেট বন্ধ করে সরল গাড়িতে উঠল। সুমিতা শান্তাকে সামনের আসনে উঠতে বলল।

শান্তা বলল, 'তুই আগে ওঠ।'

এটা যেন জানাই তবু সুমিতা বলল, এবং আগে উঠে, সরলের পাশে বসল। শান্তা ওর পাশে বসে দরজা বন্ধ করল।

ওপরের জানালা দিয়ে নিজের ঘর থেকে বাপ্‌পা ওদের যেতে দেখল। পিছন ফিরে তাকাতেই কুসুমকে দেখতে পেল। কুসুম বাপ্‌পার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গেলেন ওরা বল তো?'

বাপ্‌পা এগিয়ে এসে বলল, 'জানি না।'

কুসুম হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'দাদা তোমাকে মেরেছেন?'

বাপ্‌পা চোখ তুলে কুসুমের দিকে তাকিয়ে দেখল। কুসুম সুমিতার থেকে বেশি বড় না। দু-এক বছরের বড় হতে পারে। সুমিতার মত দেখতে সুন্দর না হলেও সে দেখতে খারাপ না। সে সিঁদুর পরে। বেশি সাজগোজ করে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। বাপ্‌পা বলল, 'না।'

কুসুম ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকাল, বলল, 'মনে হল আমি একটা থাপ্পড়ের শব্দ পেলাম তখন, দাদা যখন তোমার ঘরে এসেছিলেন।'

বাপ্পা কোন জবাব না দিয়ে ওর চেয়ারে এসে বসল। কুসুম আবার বলল, 'আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

বাপ্পা বলল, 'ঘুমিয়ে পড় গিয়ে।'

'ওঁরা কখন আসবেন?'

'জানি না।'

কিন্তু বাপ্পা জানত। ও বাইরের ঘরের পর্দা ফাঁক করে সুমিতার বন্ধু শান্তাকে দেখেছিল। কথাবার্তাও মোটামুটি সবই শুনেছে। কুসুম বলল, 'আমার ঘুমপাচ্ছে না, তার চেয়ে তোমার এখানে একটু বসি। তুমি কি এখন পড়বে?'

বাপ্পা বলল, 'না, অন্য একটা কাজ করব।'

'কী কাজ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

বাপ্পা ড্রয়ার থেকে নোটবুকটা বের করল। কুসুম বাপ্পার কাছেই বাপ্পার খাটের ওপর বসল। সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের না। বাপ্পা কুসুমদি বলে ডাকে। গত বছর অসুখের সময় বাপ্পাকে দেখাশোনা করেছিল। কুসুম পা ঝুলিয়ে খাটের ওপর বসে বলল, 'আমি বসে থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না তো? আমার একলা একলা ভাল লাগে না।'

বাপ্পা কুসুমের দিকে তাকাল। কুসুম হাসল চকচকে চোখে বাপ্পার চোখের দিকে চেয়ে। বাপ্পা বলল, 'তোমার ইচ্ছা হলে বস।'

'এখন না হয় অন্য কাজ না-ই করলে। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।'

বাপ্পা আবার কুসুমের দিকে তাকাল। তারপরে নোটবুকের পাতা খুলতে খুলতে বলল, 'কী গল্প করবে বল।'

সাধারণত কুসুম এরকম করে না। বাপ্পা মনে মনে একটু অবাক হচ্ছিল। তারপরে হঠাৎ কী মনে করে বাপ্পা হঠাৎ পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে রেখে ধরাল।

কুসুম হেসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সিগারেট খাও নাকি?'

'হ্যাঁ।' গম্ভীর ভাবে বাপ্‌পা বলল।

কুসুম খিলখিল করে হেসে উঠল, 'আমি কিন্তু আগে থেকেই জানি।'

'কী করে?'

'একদিন রবিবারে দাদা বৌদি কোথায় গেছিল, তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে সিগারেট খাচ্ছিলে। তোমার দরজায় একটা ফুটো আছে, আমি সেই ফুটো দিয়ে দেখেছিলাম।'

'কেন লুকিয়ে দেখেছিলে?'

'ইচ্ছে হয়েছিল।'

বাপ্‌পা খুব বড়দের মত ভঙ্গি করে সিগারেট টানতে লাগল। কুসুম মিটি মিটি প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে লাগল। বলল, 'তুমি কি খুব বড় হয়ে গেছ নাকি?'

'আমি কি ছোট আছি?'

কুসুম হঠাৎ খাট থেকে উঠে বাপ্‌পাকে দু হাতে জড়িয়ে ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরে উঠল, 'ওহ্‌ বাবা, সত্যি বড় হয়ে গেছ?'

বাপ্‌পা মাথাটা সরিয়ে নিল। কুসুমের বুকের আঁচল সরে গিয়েছে, তার জামায় কোন বোতামই লাগানো নেই। সেদিকে একবার দেখে বাপ্‌পা বলল, 'হ্যাঁ, আমি বোধ হয় আর পড়াশোনা করব না।'

কুসুমের আচরণ অস্বাভাবিক লাগছে। সে তার জামা কাপড় গোছাল না। বাপ্‌পার কাছ থেকে সরে গেল না। জিজ্ঞেস করল, 'পড়াশোনা করবে না তো কী করবে?'

'কাজ করব।'

'কী কাজ করবে?'

'সরলদার কারখানায় যেতে পারি।'

'তাহলে তো তুমি সত্যি বড় হয়ে গেছ।' বলে কুসুম বাপ্‌পার সারা শরীরের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। কুসুমের মাজা ফরসা মুখ যেন জ্বলজ্বল করছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। সে তার একটা হাত বাপ্‌পার কাঁধে রেখে বলল, 'আমার একটা অদ্ভুত ব্যথা করছে, ফোঁড়া হয়েছে কী না বুঝতে পারছি না।'

বাপ্‌পা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

কুসুম একটানে তার শাড়ি কোমরের ওপরে তুলে ডান পা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ তো কিছু দেখতে পাচ্ছ কী না?'

বাপ্‌পা ফোঁড়া বা সেই জাতীয় কিছুই দেখতে পেল না, কিন্তু না দেখতে পেলেও ওর গায়ের মধ্যে কেমন যেন ঘিনঘিন করে উঠল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

কুসুম বাপ্‌পার একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, 'একটু হাত দিয়ে দেখ না, চোখে হয়তো দেখা যাচ্ছে না।'

বাপ্‌পা ওর হাতটা টেনে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে বাইরের ঘরে চলে গেল। নিচে যাবার দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কুসুমদি একটা বাজে ব্যাপার করতে যাচ্ছিল, বাপ্‌পা তা বুঝতে পেরেছে। ঠিক রাগ না, কুসুমকে ওর কেমন যেন পাগল বলে মনে হচ্ছে। আর কুসুম যেখানে ওকে হাত দিয়ে দেখতে বলেছিল সেখানটা ভাবলেই গায়ের মধ্যে কেমন ঘুলিয়ে উঠছে, ঘিনঘিন করছে। সিগারেটটা তখনো জ্বলছে। হঠাৎ শুনতে পেল: 'হুঁম, একেবারে গোল্লায় গেছ দেখছি।'

বাপ্‌পা চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, হরিদাসবাবু, ওদেরই বাড়ির নিচের তলার ফ্ল্যাটে থাকেন। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক, বাপ্‌পা সিগারেটটা লুকোতেও ভুলে গেল। হাঁ করে হরিদাসবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

হরিদাসবাবু ধমকে উঠলেন, 'ফ্যাল, সিগারেট ফেলে দাও।'

বাপ্‌পা আবার চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে

ফেলল। হরিদাসবাবু মাঝবয়সী লোক সব সময়ে ধুতির ওপরে শার্ট পরেন। রোগা লম্বা শরীর, মুখের ভাব সব সময়ে অখুশি। বললেন, 'দিদি ভগ্নিপতিকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় এসে সিগারেট খাচ্ছ, ছি! তাঁরা তোমাকে ভাল ভাবে মানুষ করতে চাইছেন আর তুমি এসব করছ? দাঁড়াও, আমি বলছি তোমার জামাইবাবুকে।' বলে হরিদাসবাবু বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন।

বাপ্পা দেখল উনি সত্যি সত্যি ডাইনে বেঁকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। কিন্তু যাদের কাছে নালিশ করতে গেলেন তাদের কারোকেই পাবেন না। যখন বাপ্পা মুখ ফিরিয়ে রাস্তার ওপরে জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলল তখন রাস্তার ওপাশের বাড়ির রকে তিনটি বড় ছেলে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ওরা ঘটনাটা দেখেছে। সবাই ওর চেনা। রতনদা মিন্টুদা নান্টুদা। নান্টুদা বলে উঠল, 'ধরা পড়ে গেলি বাপ্পা?'

বাপ্পা বলল, 'হ্যাঁ।'

'লোকটা খপিস আছে, তোর দিদিকে লাগাবে।' রতনদা বলল।

বাপ্পা কোন জবাব দিল না। ও পিছন ফিরে দেখল, হরিদাসবাবু এখনো নেমে আসছেন না। সরলা সুনিতা নেই। উনি কি কুসুমকে বলছেন? বাপ্পা ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাঝখানের বাঁকে এসে দেখল ওপরের দরজা বন্ধ। উঠে দরজায় চাপ দিয়ে দেখল ভিতর থেকে বন্ধ। বাপ্পা অবাক হল। হরিদাসবাবু কি নেমে গিয়েছেন? বাপ্পা তো দেখতে পায়নি? ও আবার নিচে নেমে রাস্তায় বেরোবার প্যাসেজে দাঁড়াল। পর্দা ঢাকা হরিদাসবাবুদের ঘরে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

আরো পাঁচ মিনিট পরে ওদের দরজা খোলার শব্দ হল। হরিদাসবাবু পা টিপে টিপে নেমে আসছেন ওদের ফ্ল্যাট থেকে। আশ্চর্য! উনি এতক্ষণ কী করছিলেন? কুসুমের সঙ্গে গল্প করছিলেন নাকি? হরিদাসবাবু নিচে নেমে তাঁর ফ্ল্যাটের দরজায়

বেল টিপতে যাবার সময় হঠাৎ বাপ্‌পাকে দেখতে পেলেন। দেখেই মুখটা ফিরিয়ে বেল টিপলেন। দরজা খুলে গেল, উনি ঢুকে গেলেন, আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাপ্‌পা রাস্তার দিকে তাকাল। হরিদাসবাবুর মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছিল, যেন ভয়ে আর দুঃখে আর কষ্টে ভেঙে পড়েছেন। ও আবার রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে কুসুমের ডাক শোনা গেল, 'বাপ্‌পা বাড়ি এস।'

বাপ্‌পা কুসুমকে ফিরে দেখল। এখন তাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

সরল আর সুমিতা গাড়িতে ফিরছে। ড্যাশবোর্ডের আলোয় দুজনকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শান্তা ওদের একটু বসে যেতে বলেছিল। ওরা বসেনি। শান্তাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘোরাবার সময়ে সুমিতার প্রথম কথা, 'আজ আবার ড্রিঙ্ক করেছ?' গলায় তেমন ঝাঁজ বা রাগ নেই।

সরল বলল, 'আর বলো না, দয়ালজীর পাল্লায় পড়ে গেছিলাম।'

সুমিতা: 'তুমি তো খালি পাল্লায় পড়ে যাও।'

সরল হেসে বলল, 'তুমি যেমন আজ শান্তার পাল্লায় পড়ে গেছলে।'

'আমি তো আর ড্রিংকের পাল্লায় পড়িনি।'

'আড্ডার পাল্লায়। দয়ালজীর আড্ডা মানেই ড্রিংক, অ্যাভয়েড করা যায় না। কিন্তু তোমার বন্ধু শান্তা বেশ ভাল ফ্ল্যাটে থাকে বলে মনে হল?'

'আর একটি মেয়ে ওর সঙ্গে থাকে, সে ভাল চাকরি করে।'

'এ বয়সে মেয়েরা একলা থাকে কেমন করে আমি বুঝি না।'

'একলা মানে কী, শান্তার বয়ফ্রেণ্ড আছে একজন।'

'আচ্ছা বয়ফ্রেণ্ড আর স্বামীতে কি তফাত বল তো?'

'বন্ধু আর স্বামীতে যা তফাত।'

সরল হেসে উঠল, বলল, 'বন্ধু মানে কারোর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বিবাহিতা মেয়েদেরও তাহলে বয়ফ্রেণ্ড থাকতে পারে?'

সুমিতা বলল, 'নিশ্চয়ই। বিবাহিত পুরুষদেরও গার্লফ্রেণ্ড থাকতে পারে।'

সরল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আহ্, আমার যদি গার্লফ্রেণ্ড থাকত।'

'থাকালেই পারো।'

সরল সুমিতার দিকে তাকাল। সুমিতা সরলের দিকে তাকিয়ে হাসল। সরল স্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাতটা সরিয়ে সুমিতার কাঁধের ওপর চাপ দিল। সুমিতা হাসল, বলল, 'বেশ নেশা লেগেছে। শান্তাকে দেখে নাকি?'

সরল বলল, 'তা বলতে পারো, তোমার বন্ধুকে দেখতে খারাপ না।'

সুমিতা বলল, 'বাড়ি তো চিনেই গেলে, মাঝে মাঝে যেও।'

সরল হেসে উঠে বলল, 'খুব উদার দেখছি?'

সুমিতা সরলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপরে একটা হাত সরলের কোলের ওপর রাখল। গাড়ি রেসকোর্সের পাশ দিয়ে বেঁকে পি জি হাসপাতালের রাস্তায় পড়েছে। সরল গাড়িটা একটু আস্তে করে সুমিতাকে চুমো খেল। ওরা বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তেই সামনের একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো জ্বলে উঠে ওদের গায়ে এসে পড়ল। সরল স্টিয়ারিং বাঁদিকে ঘুরিয়ে একটু সরে গেল।

বাপ্পা খেতে বসেছে, কুসুম খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সরল সুমিতা এখনো ফেরেনি।

কুসুম বলল, 'হরিদাসবাবুর মাথাটা বোধ হয় খারাপ।'

বাপ্পা খেতে খেতে একবার কুসুমের দিকে তাকাল। কুসুম বলল, 'তোমাকে সিগারেট খেতে দেখেছে, এসে কারোকে দেখতে না পেয়ে বলল, বসে থাকবে যতক্ষণ কেউ না আসে। তারপরে যখন দেখল দেরি হচ্ছে তখন উঠে চলে গেল। আমি বলে দিয়েছি দাদা বৌদিকে যেন হরিদাসবাবু কিছু না বলে।'

বাপ্পা নির্বিকার ভাবে রুটি ছিঁড়ে খেতে লাগল। খাওয়া শেষে ও যখন হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে গেল তখন কলিং বেল বাজল। দরজা খোলার শব্দ হল, সুমিতার গলা শোনা গেল, 'বাপ্পা খেয়েছে?'

কুসুমের স্বর, 'এই মাত্র।'

বাপ্পা গায়ের জামা খুলল। খালি গায়ে পায়জামা পরে ফ্যানটা একটু জোরে চালিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। সুমিতা তখন কেন যেন হাসছিল, আর শোনা গেল—'ইস, ইয়ারকি না?'

পরের দিন সকাল।

'এক বছরের স্পোর্টস্ ফী কত?' সরল জিজ্ঞেস করল।

বাপ্পা বলল, 'বারো টাকা।'

সরল বাইরে যাবার পোষাক পরা। সুমিতা একটা ফ্যাশান ম্যাগাজিন দেখছিল খাটে বসে। সরল পার্স থেকে পনেরো টাকা বের করে বাপ্পার হাতে দিয়ে বলল, 'বাকি তিন টাকা তোর। দেখিস, সিগারেট-টিগারেট খেয়ে নষ্ট করিস না।'

সুমিতা রুষ্ট চোখে তাকাল। বলল, 'তুমি বললেই ও শুনছে। কেন, তিন টাকা দেবার দরকার কী? টাকা কি খুব সস্তা হয়েছে নাকি।'

বাপ্‌পা তখন মনে মনে হিসাব করছিল, সরল ওকে তেরো টাকা দিল খরচ করার জন্য। সরল বলল, 'সস্তা হবে কেন? পরীক্ষা-টরীক্ষা হয়ে গেল, বাপ্‌পা একটু চপ কাটলেট খাবে।'

সুমিতা বলল, 'হ্যাঁ, তা না হলে আর অসুখ করবে কেমন করে? তুমিই ওর মাথাটা খাচ্ছ।'

সরল বলল, 'কথাটা অনেকবার শুনেছি। বাপ্‌পার মাথাটা সত্যি খুব মিষ্টি নাকি? খাবার মত?' বলে সে বাপ্‌পার দিকে তাকাল। বাপ্‌পা হাসল।

সুমিতা বলল, 'দিনকে দিন তো একটি বাঁদর হচ্ছে, সব খবরই আমি পাই। ও কি খেলাধুলো করে নাকি, যে স্পোর্টস ফী দেয়?'

সরল: 'ইস্কুলের নিয়মটা মানতে হবে তো।'

সুমিতা: 'ইস্কুলের নিয়ম! তাও যদি না জানতাম। জানো, ও পরীক্ষার হলে বসে মাস্টারকে হাড়গিলা বলেছে?'

সরল আর বাপ্‌পা দুজনেই অবাক হল এবং দুজনের চোখে চোখে তাকাল।

সরল জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানলে?'

সুমিতা বলল, 'কেন, আমাকে ওদের ক্লাসের মনিটার নারায়ণ বলেছে। জিজ্ঞেস করে দেখ, বলেছে কী না?'

সরল জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বাপ্‌পার দিকে। বাপ্‌পা বলল, 'নারায়ণ মিথ্যে কথা বলেছে। আমি তো তখনই বলেছিলাম ও মিথ্যা কথা বলেছে।'

সুমিতা বলল, 'সবাই মিথ্যুক আর তুমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।'

সরল দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'তোমরা দিদি ভাইয়ে ফয়সালা কর, আমার আর সময় নেই।' বলে সে বেরিয়ে গেল। সুমিতা গেল দরজা বন্ধ করতে। বাপ্‌পা নিজের ঘরে যেতে যেতে শুনল সুমিতা বলছে, 'দেখো, আজ যেন আবার দয়ালজীর পাল্লায় পড়ো না।'

সরলের গলা শোনা গেল, 'তুমিও যেন শান্তার পাল্লায় পড়ো না।'

বাপ্‌পা টাইমপিসের দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। ও টাকাটা ড্রয়ারে রেখে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেল। স্নান করে বেরিয়ে এসে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কুসুমদি, খেতে দাও।'

ঘরে গিয়ে জামা প্যান্ট পরে সুমিতার ঘরে গেল মাথা আঁচড়াতে। সুমিতা তখন আবার ম্যাগাজিনটা দেখছিল। বাপ্‌পার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাথার চুল কাটবি সামনের রবিবারে।'

বাপ্‌পা মাথায় চিরুনি লাগাতে লাগল। আয়নায় সুমিতার হাতের ম্যাগাজিনের খোলা পাতায় মেয়ে পুরুষের জড়াজড়ি করা ছবিটা দেখা যাচ্ছে। সুমিতা আবার বলল, 'এবার যেন চুল আর বড় না থাকে।'

'আচ্ছা।' বলে বাপ্‌পা নিজের ঘরে গিয়ে জুতো মোজা পরে খেতে গেল।

তাড়াতাড়ি খাচ্ছে দেখে কুসুম বলল, 'এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন? সময় আছে তো এখনো।'

বাপ্‌পা কোন কথা না বলে খাওয়া সেরে, হাত ধুয়ে ঘর থেকে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে সুমিতার ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

সুমিতা তখন ম্যাগাজিন দেখছে, কেবল ছোট করে 'হুম' করল। বাপ্‌পা তাড়াতাড়ি রাস্তায় এল, কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল। কোন তাড়াই নেই। ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। ইস্কুল থেকে খানিকটা দূরেই খুড়োর দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিত্যকে দেখা যাচ্ছে, দোকানের ভিতরে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। নিত্যকে বাপ্‌পার ভাল লাগে না। একটু পরেই দেখা গেল বুড়ো হাসতে হাসতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বুড়ো কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেট খাবি?'

বাপ্‌পা মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না। আমার ইস্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'কেন রে, বাড়িতে কিছু হয়েছে?'

'না, বাড়িতে কিছুই হয়নি। এমনিই আমার ইস্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না। চল, কোথাও ঘুরে আসি। আমার কাছে অনেক টাকা আছে।'

'কোথা থেকে পেলি?'

'সরলদা তেরো টাকা দিয়েছে আর চোদ্দ টাকা স্পোর্টস ফী।'

'স্পোর্টস ফী-এর টাকা দিবি না?'

'না।'

'যখন বাড়িতে জানতে পারবে?'

'থাকুক গে। জানতে অনেক দেরি আছে।'

বুড়ো বলল, 'চল, তাহলে বইয়ের ব্যাগ খুড়োর দোকানে রেখে যাই।

বাপ্‌পা বলল, 'নিত্য আছে, জানতে পারবে।'

'ও জানলেও কিছু বলবে না। একটা সিগারেট দিলেই হয়ে যাবে।'

দুজনেই খুড়োর দোকানে গেল। ব্যাগ দুটো এগিয়ে দিয়ে বুড়ো বলল, 'খুড়ো, এটা রেখে দাও। চার আনা ভাড়া পাবে।'

খুড়ো লোকটি কম কথা বলে। দুজনের দিকে একবার দেখে ব্যাগ দুটো নিয়ে একটা বিস্কুটের টিনের আড়ালে ঢুকিয়ে দিল। সেই সময়েই নিত্য মুখ বাড়িয়ে দেখল। জিজ্ঞেস করল 'কাটছিস?'

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ, তোকে একটা ভাল সিগারেট খাওয়াব।'

নিত্য জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবি, সিনেমায়?'

বুড়ো বলল, 'না। এমনি অনেক জায়গায় ঘুরব।'

নিত্য বলল, 'সিনেমায় গেলে আমিও কাটতাম। আমি ওরকম ঘুরে বেড়াতে পারি না। সিগারেট কখন দিবি?'

বুড়ো পকেট থেকে দশ পয়সা বের করে দিয়ে বলল, 'এই নে।'

নিত্য বলল, 'ভাগ, দশ পয়সায় ভাল সিগারেট পাওয়া যায়? চার আনা দে।'

বুড়ো কথা না বাড়িয়ে আরো পনেরো পয়সা দিয়ে বাপ্‌পাকে ইশারা করল, 'চল, তা না হলে আরো কেউ দেখতে পারে।'

দুজনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে দু-তিনটে রাস্তা পার হয়ে এসপ্ল্যানেড যাবার ট্রামে লাফিয়ে উঠল। অফিসের মেয়েদের ভিড় রয়েছে ট্রামে। ওরা ভুল করে শুধু মেয়েদের জন্য যে ট্রাম, তাতে উঠে পড়েছে। ভিতরে ঢুকে তাকিয়ে দুজনে একটু হকচকিয়ে গেল। কণ্ডাক্টারের গলা শোনা গেল, 'এটা লেডিজ ট্রাম, নেমে যাও।'

বাপ্‌পা ঃ 'এই বুড়ো, ভুল হয়ে গেছে রে।'

বুড়োঃ 'তাই তো দেখছি। দাঁড়া, একটু আস্তে হোক তারপরে নামব।'

নানা বয়সের অনেক মহিলা ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। অল্প বয়সী তরুণীরা কেউ কেউ মুখ টিপে হাসছিল। ওদের খুব কাছের একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের সুন্দরী মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবে।'

বুড়ো বললে, 'এসপ্ল্যানেড।'

মহিলা বললেন, 'তোমরা তো ছেলেমানুষ। লেডিজ ট্রামে তোমাদের কেউ কিছু বলবে না।'

বাপ্‌পা একটু অবাক স্বরে বলল, 'কিন্তু আমরা তো ছেলে—মানে পুরুষ।'

কয়েকজন মহিলা হেসে উঠলেন। একজন বলে উঠলেন, 'পুরুষ'!

আবার হাসি। কণ্ডাক্টারের গলা শোনা গেল, 'খোকারা নেমে যাও। ট্রাম স্টপেজে দাঁড়িয়েছে।'

বাপ্‌পা আর বুড়ো এক পাশ দিয়ে নামল, আর এক পাশ দিয়ে মাঝবয়সী এক মহিলা উঠতে উঠতে ভ্রূকুটি করে ওদের দেখলেন। কণ্ডাক্টার ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ট্রাম এগিয়ে গেল।

বাপ্‌পা আর বুড়ো অন্য ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে। বাপ্‌পা বলে উঠল, 'চল না, ট্যাকসিতে যাই।'

'ট্যাকসিতে যাবি ?'

'কেন যাব না, পকেটে টাকা আছে তো।'

ওরা ট্যাকসির জন্য রাস্তার অন্য ধারে গিয়ে আশে পাশে দেখতে লাগল। প্রত্যেকটা ট্যাকসিতে লোক। অফিসের সময় যেটা খুবই স্বাভাবিক। ওরা যখনই একটা খালি ট্যাকসি দেখে ছুটে যাচ্ছে তখনই অন্য কেউ এসে সেই ট্যাকসিতে লাফিয়ে উঠে পড়ছে। ওদের মনে হল, রাস্তার সব লোক ট্যাকসির জন্য ছুটোছুটি করছে—ট্যাকসি ট্যাকসি ট্যাকসি···

বাপ্‌পা : 'আশ্চর্য! এত ট্যাকসি তবু একটা ট্যাকসি পাওয়া যায় না।'

বুড়ো : 'অফিসের সময় কিনা, এই জন্য গাড়ি থাকা দরকার।'

বাপ্‌পা : 'কিন্তু আমরা ইস্কুল আর বাড়ির অনেক কাছে আছি। কেউ দেখে ফেলতে পারে।'

বুড়ো : 'রিকশায় চাপবি ?'

বাপ্‌পা যেন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল, বলল, 'হ্যাঁ, তাই চল।'

একটা রিকশা পেতে ওদের কোন কষ্ট হল না, কিন্তু সে এসপ্ল্যানেডে যেতে দু টাকা চাইল। ওরা বুঝতে পারল লোকটা বেশি চাইছে।

বুড়ো বলল, 'চল, তার চেয়ে হেঁটেই যাই।'

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল। খানিকটা গিয়ে ওরা ট্রাম রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা রাস্তায় পড়ে চৌরঙ্গির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। রাস্তায় দ্রুত ধাবমান যানবাহন এবং মানুষের চলমান ভিড়।

একটা বড় হোটেলের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। বুড়ো বলল, 'এই হোটেলের মধ্যে একটা সুইমিং পুল আছে। আমি বাবা মার সঙ্গে এসেছি।'

বাপ্পা : 'আমরা যেতে পারি না?'

বুড়ো : 'এখানে খেতে অনেক টাকা লাগে, তাছাড়া আমাদের সুইমিং পুলে নামতে দেবে না। বাবার মুখে শুনেছি যারা হোটেলে থাকে, কেবল তারা চান করতে পারে।'

বাপ্পা : 'আমরা তা হলে আজ অন্য একটা রেস্টুরেণ্টে খেতে যাব। এয়ার কণ্ডিশণ্ড কোন রেস্টুরেণ্টে।'

বুড়ো চলতে চলতে বলল, 'সেটা পরে হবে। চল, আগে কোথাও বেড়াতে যাই।'

বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাওয়া যায় বল তো?'

বুড়ো বলল, 'ময়দানে যেন কিসের একটা একজিবিশন হচ্ছে।'

বাপ্পা : 'কিসের?'

বুড়ো : 'জানি না। সেদিন দেখছিলাম কী একটা একজিবিশন হচ্ছে। সেখানে ইলেকট্রিক নাগরদোলা দেখেছি।'

বাপ্পা খুশি হয়ে বলল, 'চল, সেখানে যাই।'

ওরা রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা এবং পর পর কয়েকটা গাড়িকে ব্রেক কষতে বাধ্য করাল। ব্রেক কষার বিভিন্ন আওয়াজে হঠাৎ অনেকগুলো গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে পড়ায় সকলেই সেদিকে ফিরে তাকাল। অনেকেরই চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া, হয়তো কেউ চাপা পড়েছে। একটা হেভি ট্রাকের ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বাপ্পা আর বুড়োর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দিল্লাগি মিলা? নিচে গির যাতা তো একদম উপ্পার চলা যাতা।'

বুড়ো আর বাপ্পা তখন হাসতে হাসতে প্রায় দৌড়ুচ্ছিল এবং বুড়ো সেই ড্রাইভারকে বলে উঠল, 'ভগবান মিলে যেত।'

গাড়িগুলো আবার চলতে আরম্ভ করে। বয়স্ক পথচারি দু-একজন নিজেদের মধ্যে কথা বলেন : 'এ সব ছেলেপিলেদের কি বাবা মা নেই?'

'থাকলে কি হবে। আপনি আমি কী করে জানব আমাদের ছেলেরা এখন কোথায় কী করছে! আমরা তো মশাই কাজে বেরিয়েছি।'

প্রথম ভদ্রলোক চলে যেতে যেতে বললেন, 'বেঁচে গেছি মশাই, আমার সব মেয়ে, একটাও ছেলে নেই।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, 'বিয়ের বয়স হোক, ঠ্যালা বুঝবেন।'

বাপ্পা আর বুড়ো তখন সার্কুলার রোড আর চৌরঙ্গির মোড়ে। ওপারে ক্যালকাটা ক্লাব, উল্টোদিকে ইনফরমেশন সেন্টার। ওরা এগিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল।

বাপ্পা: 'আচ্ছা মোটর ড্রাইভিং শিখলে কেমন হয়?'

বুড়ো: 'এ বয়সে কে শিখতে দেবে? মোটর ড্রাইভিং শিখে কি করাব?'

বাপ্পা: 'বাস বা ট্রাক চালাব। ট্যাকসিও চালাতে পারি।'

বুড়ো: 'তার জন্য আর একটু বড় হতে হবে বোধ হয়।'

বাপ্পা; 'আমার অবিশ্যি গল্প বই লিখতে ইচ্ছা করে।'

বুড়ো: 'কিন্তু তুই তো ছোট, তোর বই এখন কেউ ছাপতে চাইবে না।'

বাপ্পা মুখটা শক্ত করে বলল, 'এত রাগ হয় নিজের ওপর, কেন যে বড় হচ্ছি না? কবে বড় হব?' বলে ও হাতটা তুলে জোরে নামাতে গিয়ে পথ চলতি এক মহিলার ব্যাগে ধাক্কা মারল। মহিলা খুব সাজগোজ করা, চোখে সানগ্লাস, দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাপ্পা বলল, 'দেখতে পাইনি।'

মহিলা চলে গেলেন কোন কথা না বলে।

একটি ট্রাউজার শার্ট পরা লম্বা জুলফি বাবরি চুলওলা লোক ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'আমি জানি, তোমরা ওই মহিলার ব্যাগটা ছিনতাইয়ের তালে ছিলে।

বুড়ো : 'সত্যি ? তা আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?'

বাপ্পা : 'পকেট মারবার জন্য ?'

দুজনে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি ওদের দিকে ধাবিত হল। ওরা দুজনে দৌড় দিল। থামল গিয়ে একেবারে টাটা বিল্ডিং-এর সামনে। পিছন ফিরে দেখল লোকটা আসছে না।

বাপ্পা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ব্যাটা ছোটলোক।'

বুড়ো : 'আজকাল সবাই খারাপ ছাড়া কিছু ভাবে না।'

বাপ্পা : 'হাড়গিলা স্যারের মতন।'

দুজনেই হেসে উঠল। আবার গাড়ি চলাচলের দিকে লক্ষ্য রেখে রাস্তা পার হয়ে মাঠের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল।

বুড়ো দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওইখানে মেলাটা হচ্ছে। রাত্রিবেলা সুন্দর আলো জ্বলে। এখন কেমন ম্যাড়ম্যাড় করছে।'

বাপ্পা : 'সরলদার সঙ্গে একদিন রাত্রে আসব।'

বুড়ো : 'রান দিবি ?'

বাপ্পা : 'দেব।'

দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়াল। বুড়ো বলল, 'ওয়ান টু—থ্রী!'

ওরা কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটতে লাগল। বাপ্পা লক্ষ্য রাখছে একটা ডবল ডেকার রাস্তা দিয়ে ছুটছে, সেটার সঙ্গে তাল রাখতে। বুড়ো একটু পেছিয়ে পড়েছে। ডবল ডেকারটা পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাফিকের লাল আলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়তেই বাপ্পাও দাঁড়িয়ে পড়ল। বুড়ো এসে ওকে ধরল আর দুজনেই হাসতে হাসতে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল।

বুড়ো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'উহ্, পেটে ব্যথা হয়ে গেছে!'

বাপ্পা চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজল। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে এখনো রোদের যথেষ্ট তেজ। ওরা দুজনেই ঘামছে। বাপ্পা আকাশের দিকে চোখ মেলে থাকতে পারছে না। পাশেই পুকুরের

রেলিং। খানিকক্ষণ ওরা একভাবে পড়ে রইল। তারপরে দুজনেই উপুড় হয়ে মুখোমুখি হল। বাপ্‌পার গালে হাত। বলল, 'রোজ এরকম বেড়াতে পারলে বেশ হয়, না?'

বুড়ো: 'আমার মনে হয় রোজ এক জিনিস ভাল লাগে না।'

বাপ্‌পা: 'তা ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, তুই কখনো পাহাড় দেখেছিস?'

বুড়ো: 'হ্যাঁ দার্জিলিং দেখেছি।'

বাপ্‌পা: 'আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে।'

বুড়ো: 'তোর সরলদাকে বল না।'

বাপ্‌পা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'বলব' চল।'

বুড়ো উঠল। দুজনেই হাঁটতে হাঁটতে গান্ধীস্ট্যাচু পার হয়ে ট্রাম লাইনের পাশ দিয়ে রাস্তার ধারের মাঠে একজিবিশনের দিকে এগিয়ে গেল। একজিবিশনে ঢোকবার জন্য কোন পয়সা লাগে না। ওরা ভিতরে ঢুকল।

একজিবিশনে অনেক রকমের দোকান। সবই স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজের, তুলা বা রেশম, পশম পাট নানা জাতীয় কাপড়ের দোকান, বিভিন্ন জেলার এবং কাঠের লোহার নানান জিনিসও আছে। পুরুলিয়ার একটি মুখোশের শো গ্যালারি আর পুতুলের গ্যালারিও রয়েছে। খাবারের নানা রকম দোকান। কিন্তু ইলেকট্রিকের নাগরদোলা এখন বন্ধ। বাপ্‌পা আর বুড়ো দুজনেই খুব হতাশ হয়ে পড়ল। সেই বিরাট গোল লোহার নাগরদোলার কাছে কেউই নেই। তখন ওরা ঘোড়ার দোলনায় চাপল।

একটা রাউণ্ড শেষ হলে বাপ্‌পা বলল, 'এখন নামব না। আরো ঘুরব।'

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ, আমিও।'

তিন রাউণ্ড ঘুরল ওরা ঘোড়ার দোলনায়। দুজনে পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায়। কখনো দুজনে হাত ধরাধরি করল, কখনো কাত হয়ে পড়ল। বাপ্‌পা ঘোড়ার পেটে দু পা দিয়ে চেপে ধরে চিত হয়ে পড়ল। আর সারা একজিবিশনটা ও ওর চারপাশে ঘুরতে দেখল, মজা পেয়ে সে অবস্থাতেই সে হেসে উঠল। আবার উঠে ডাণ্ডা ধরল।

দোলনা চাপার পয়সা মিটিয়ে ওরা গিয়ে দাঁড়াল ভেলপুরির ফেরিওয়ালার সামনে। ভেলপুরি খেলো।

ভেলপুরি শেষ করে দুজনেই ফুচকা খেতে গেল। ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে ওদের থেকে বড় এক দল মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সকলেই ফুচকা খাচ্ছে। বাপ্‌পা দুটি মেয়ের মাঝখান দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল। একটি মেয়ে চমকে উঠে পাশ ফিরতেই তার হাতের শালপাতা থেকে তেঁতুলের জল বাপ্‌পার মাথায় পড়ল। মেয়েটি বলে উঠল, 'কে রে?'

অন্য মেয়েটিও তখন একটু সরে গিয়েছে। বাপ্‌পা বলল, 'ফুচকা খাব।'

মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। যার হাতের পাতা থেকে তেঁতুলের জল পড়ে গিয়েছিল, সে বলে উঠল, 'আচ্ছা ছেলে তো? আমরা খেয়ে নিই তারপরে খেও। এখন মাথা থেকে তেঁতুলের জল মোছ।'

বাপ্‌পা তখন মেয়েদের মাঝখানে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথাটা মুছল, ফলে ওর গোটা কপালটাই চুলে ঢাকা পড়ে গেল। বলল, 'আমরাও খেতে থাকি আপনারাও খান, হ্যাঁ?'

মেয়েরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে উঠল। ওদের সকলের বগলেই দু-একটা বই আর খাতা বা ব্যাগ রয়েছে। সবাই পিছন ফিরে বুড়োকে দেখতে পেল। একটি মেয়ে ডাকল, 'তুমি আর দাঁড়িয়ে কেন? এগিয়ে এস।'

বুড়ো এগিয়ে এল। মেয়েরা একটু সরে সরে ওদের জায়গা করে দিল।

ফুচকাওয়ালা গোঁফ কাঁপিয়ে হেসে দুটি শালপাতা ভাঁজ করে দুজনের হাতে দিল। একটি মেয়ে বলে উঠল, 'তোমরা নিশ্চয় ইস্কুলে পড়?'

বাপ্‌পা আর বুড়ো নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। ফুচকাওয়ালা তখন ওদের পাতায় ফুচকা দিয়েছে। ওরা কোন জবাব না দিয়ে ফুচকা মুখে পুরল।

একটি মেয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই ইস্কুলে পড়ে।'

অন্য একটি মেয়ে বলল, 'আজ তো ছুটির দিন না।'

আর একজন বলল, 'তার মানে আজ ডুব মেরেছে। তাই না?'

মেয়েটি হেসে বাপ্‌পা আর বুড়োর দিকে তাকাল। বুড়ো ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিল। সব মেয়েরা হেসে উঠল।

বাপ্‌পা: 'আপনারা কলেজে পড়েন, না?'

একটি মেয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

বুড়ো: 'আজ ছুটির দিন না।'

মেয়েটি বলল, 'কিন্তু আমরা কাট মারিনি। এখন আমাদের অফ পিরিয়ড, আবার দুটোয় ক্লাস।'

একটি মেয়ে বলে উঠল, 'অফ পিরিয়ড?'

কয়েক সেকেণ্ড সব মেয়েরাই নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপরে খিলখিল করে হেসে উঠল। ফুচকাওয়ালা সবাইকে ফুচকা দিয়ে চলেছে।

এ সময়ে উনিশ কুড়ি বয়সের ছেলেদের একটি দল এগিয়ে এল। একপাশে জড়ো হয়ে বলল, 'ফুচকা দাওতো ভাই।'

ফুচকাওয়ালা বলল, 'এই যে দিদিমণিদের হয়ে যাক?'

একটি ছেলে বলল, 'দিদিমণিদের খাওয়া কি শেষ হবে?'

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। একটি মেয়ে

ফুচকাওয়ালাকে ধমকের সুরে বলল, 'কী হল, তুমি থেমে গেলে কেন, দাও।'

একটি ছেলে বলে উঠল, 'হ্যাঁ দিয়ে যাও, দিয়ে যাও, আমরা তাকিয়ে থাকি।'

ছেলেরা হেসে উঠল। মেয়েরা নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করল কিন্তু কেউ হাসছে না। বাপ্পা পকেট থেকে এক টাকার নোট বের করে ফুচকাওয়ালার দিকে এগিয়ে দিল।

একটি মেয়ে বলে উঠল, 'তোমরা আর খাবে না?'

বুড়ো গলা নামিয়ে বলল, 'দাদারা এসে গেছে।'

বড় ছেলেদের একজন বলে উঠল, 'ফুচকার সাইজগুলো বেশ ভাল, না?'

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আবার দৃষ্টি বিনিময় করল। একটি মেয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'চল, চলে যাই।'

অন্য একটি মেয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'কেন যাব? ওরা ফুচকার সাইজ দেখতে থাকুক না।'

বাপ্পা তখন ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে টাকা ভাঙানো খুচরো পয়সা নিচ্ছে।

একটি মেয়ে ফুচকাওয়ালার দিকে পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল।

বুড়ো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

বাপ্পার পাশে যে মেয়েটি ছিল সে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'মাথায় এত শুকনো ঘাস লাগল কী করে?'

'মাঠে শুয়েছিলাম।' বাপ্পা বলল।

'চমৎকার!' মেয়েটি হেসে বলে উঠল।

বাপ্পা আর বুড়ো একজিবিশনের অন্যদিকে গেল। পুরুলিয়ার মুখোশগুলো দেখে ওদের সব থেকে বেশি ভাল লাগল। অদ্ভুত সব মুখোশ কোনটাই হিন্দু দেব দেবীর না। এক পাশে একটি লোক

বসে ছিল। বাপ্‌পা তাকে একটা মুখোশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটার দাম কত?'

লোকটা ফিরে তাকাল, বলল, 'উহার গায়ে লিক্‌খা আছে। দেখ্যা লাও।'

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি মুখোশ কিনবি নাকি?'

বাপ্‌পা: 'ইচ্ছা করছে।'

বুড়ো: 'যাহ্‌, হাতে মুখোশ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে না।'

বাপ্‌পা: 'ঠিক বলেছিস।' বলে বাপ্‌পা ঘোড়ার মত মুখ মুখোশের গায়ে কাগজে লেখা ঝোলানো দামটা পড়ে দেখে বলল, 'বারো টাকা দাম।'

বুড়ো শোরুমের বাইরে বেরিয়ে ডাকল, 'চলে আয়।'

দুজনেই বাইরে এল। তারপর একজিবিশনের চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, এখান থেকে চলে যাই।'

'চল।' দুজন দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে একজিবিশনের গেটের বাইরে চলে এসে মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল।

বাপ্‌পা: 'মুখোশটা দেখে তোর হাড়গিলা স্যারের কথা মনে হয়নি?'

বুড়ো বলে উঠল, 'না তো।' তারপর একটু ভেবে বলল, 'ঠিক বলেছিস বাপ্‌পা, এখন তাই-ই মনে হচ্ছে। তুই সেজন্য কিনতে চাইছিলি?

'হ্যাঁ? হাড়গিলা স্যারকে প্রেজেণ্ট দেওয়া যেত।'

'তাহলে হাড়গিলা স্যার মুখোশটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতেন।'

দুজনেই হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ট্রাম লাইন ক্রস করে বিপরীত দিকের ফুটপাথের ওপর উঠে এল। রাস্তায় চলমান গাড়ি বা লোকের দিকে ওদের নজর নেই। একটা সিনেমা হলের মাথায় বড় পোস্টারের দিকে ওরা দেখছে। বিদেশী মারামারির ছবি। একজনের

হাতে উদ্যত রিভলবার, কিন্তু তার বুকে আমূল ছুরি বিদ্ধ, রক্ত ঝরছে, ঠিকরে পড়া চোখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

বুড়ো ঃ 'গাঁজা।'

বাপ্‌পা ঃ 'কিন্তু দেখতে খুব ভাল লাগে! আচ্ছা, ছুরিটা বিঁধে যাওয়া দেখায় কেমন করে?'

বুড়ো ঃ 'ওদের ট্রিক্স আছে।'

আরো খানিকটা এগিয়ে ওরা ট্রাফিক লাইটের সামনে দিয়ে রাস্তা ক্রস করল। বাপ্‌পা একটা বড় সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফরেন সিগারেটের প্যাকেটগুলো দেখতে লাগল। তারপর একটা লাল আর সোনালি রঙের বড় প্যাকেট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটার দাম কত?'

দোকনদার প্যাকেটটা নামিয়ে এনে বলল, 'সাড়ে ছে রুপেয়া।'

বুড়ো ঃ 'উরে বাবা! এত দাম দিয়ে কিনিস না।'

বাপ্‌পা ঃ 'আজ দামী সিগারেট খাব।'

বুড়ো ঃ 'এত দামী খাস না। তা ছাড়া ওতে কুড়িটা সিগারেট আছে। শেষ করতে অনেকদিন লেগে যাবে।'

বাপ্‌পা ঃ 'কেন, পর পর খেয়ে যাব।'

বুড়ো ঃ 'মুখ তেতো হয়ে যায়।'

বাপ্‌পা ঃ 'আর গলাও শুকিয়ে যায়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখব।'

বুড়ো ঃ 'তাহলে ওইটা কেন্, ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ।'

বাপ্‌পা এক প্যাকেট ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ কিনল, আর একটা দেশলাই।

বুড়ো ছোট ছোট প্যাকেট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কী চকোলেট?'

দোকানদার অবাঙালী লোকটি হেসে উঠল, বলল, 'নাই বাচ্চা, ও চীজ খানেকো লিয়ে নহি, তুমকো কোই কাম্‌মে আভি নহি আয়েগা।'

প্যাকেটগুলোর গায়ে লেখা আছে 'বি-টেক্স'।

বাপ্‌পা ততক্ষণে সিগারেটের প্যাকেট খুলে নিজে ঠোঁটে একটা নিয়েছে। আর একটা বুড়োর দিকে এগিয়ে দিল। দুজনেই সিগারেট ধরিয়ে একটা অন্য রাস্তায় ঢুকল। পাশাপাশি দুটো সিনেমা হল। ওরা একটা সিনেমা হলের লবির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এয়ারকণ্ডিশণ্ড লবি। সামনেই যে ছবিটা মেঝের ওপর বোর্ডে লাগানো রয়েছে, তার মধ্যে একটি মেয়ে একেবারে নগ্ন মনে হচ্ছে, নিচের দিকে একটা পা বাঁকানো। কোমর পেট আর বুক দেখা যাচ্ছে। পিছন থেকে একজন পুরুষ তার মুখটা উল্টে ধরে অদ্ভুত ভাবে চুমো খাচ্ছে। নিচে লেখা আছে—'ফর অ্যাডাল্টস্ ওনলি'।

দেওয়ালের গায়ে বোর্ডে রঙীন ফটোগ্রাফ রয়েছে। অনেক নগ্ন মেয়ের ছবি, নানা ন্ ভঙ্গিতে পুরুষদের সঙ্গে আচরণ করছে। দেখতে দেখতে বুড়ো আর বাপ্‌পা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করছে আর মিটমিট করে হাসছে।

বাপ্‌পা : 'সেইজন্যই এত ভিড়।'

বুড়ো : 'আমাদের দেখতে দেবে না।'

বাপ্‌পা : 'আমি দেখতে চাইও না।'

বুড়ো : 'আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে!'

বাপ্‌পা : 'কোন মজা নেই। ফাইটিং পিকচার সব থেকে ভাল।'

ওরা ল্যাভেটরিতে গিয়ে প্রস্রাব করল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক প্রস্রাব করতে করতে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল। ওদের দুজনের ঠোঁটে সিগারেট। লোকটি ট্রাউজারের বোতাম বন্ধ করে বলল, 'যতই মুখে সিগারেট গুঁজে আস, তোমাদের টিকেট দেওয়া হবে না।'

বাপ্‌পা : 'আমরা সিনেমা দেখতে আসিনি।'

লোকটি : 'তবে সিনেমা হলে এসেছ কেন?'

বুড়ো : 'পেচ্ছাব করতে।'

লোকটা : 'ওসব চালাকি আমি ঢের জানি।' বলে আয়নার দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে চিরুনি বের করে টাকের চুল ক'টার ওপর বুলিয়ে নিল। তারপরে গেল বেরিয়ে।

বাপ্‌পা : 'লোকেরা যেন কেমন। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করতে চায় না।'

বুড়ো : 'বড়দের চিন্তা আলাদা।'

ওরা যখন প্যান্টের বোতাম বন্ধ করছে তখন একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক ঢুকল। ওদের দিকে তাকাল না। শিস দিতে দিতে পকেট থেকে চিরুনি বের করে সামনের চুলগুলো ফুলিয়ে কুলিয়ে অদ্ভুতভাবে কপালের ওপর এনে বাকীটা পিছন দিকে ঠেলে সযত্নে আঁচড়াল। মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। ডোরাকাটা সিনথেটিক লাল কলারওয়ালা গেঞ্জি, শাদা ড্রেনপাইপ ট্রাউজার পরা। মুখটা আর একটু দেখে বেরিয়ে গেল।

বাপ্‌পা আর বুড়ো চোখাচোখি করে হেসে কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর নিউমার্কেটের পাশ দিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটে এসে পড়ল।

বুড়ো : 'রেস্টুরেণ্টে যাবি না?'

বাপ্‌পা : 'চল।'

বুড়ো : 'পার্ক স্ট্রীটে যাবো।'

একটা খালি ট্যাকসি দেখে বুড়ো হাত তুলে ডাকল, 'ট্যাকসি।'

সর্দারজী ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। বুড়ো আর বাপ্‌পা ওঠবার আগেই ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কাহাঁ যানা হ্যায় বাচ্চালোক?'

বাপ্‌পা বলে উঠল, 'গঙ্গার ধার।'

বুড়ো : 'তারপরে পার্ক স্ট্রীট।'

ড্রাইভার বলল; 'বহুত আচ্ছা, আ যা বেটা।'

দুজনে দরজা খুলে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল। ড্রাইভার

মিটার ডাউন করে চৌরঙ্গি, পরে কার্জন পার্কের পাশ দিয়ে মাঠের ধার দিয়ে গঙ্গার ধারে এগিয়ে গেল। কয়েকটা বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। বয়া ভাসছে। নৌকা চলাচল করছে। ড্রাইভার একটা গাছতলার ছায়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়া বাচ্চালোগ, উতরেগা।'

বাপ্পা বলল, 'হ্যাঁ।'

দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে গেট দিয়ে ঢুকে গঙ্গার ধারে গেল। গাছতলার ছায়ায় আশেপাশে কয়েকটি জোড়া যুবক যুবতী জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। বুড়ো আর বাপ্পা জাহাজগুলো দেখছে, নাম পড়ছে।

বুড়ো : 'সমুদ্রে যখন এগুলো চলে তখন দারুণ ব্যাপার হয়, না ?'

বাপ্পা : 'ঢেউয়ে দোলে।'

ওরা খানিকটা হেঁটে আর একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে এল। গাছের ছায়ায় ফুচকাওয়ালা, আলুকাবলি, মশলামুড়ি, আইসক্রীম-ওয়ালা সবাই ছড়িয়ে আছে। ওরা আবার এসে ট্যাকসিতে উঠল, এখন যেন সর্দারজীর গাড়ি চালাবার তেমন গা নেই, গুন গুন করে গান করছে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। কাঁধের ময়লা তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছল, নাক ঝাড়ল। তারপরে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়া আভি পার্ক স্ট্রীট যানা ?'

বুড়ো : 'হ্যাঁ।'

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রেড রোড দিয়ে এগিয়ে বাঁদিকে পার্ক স্ট্রীটের উদ্দেশে চলল। কিন্তু ট্রাফিকের যেদিক দিয়ে এল, সিগনাল পাবার পরে ডাইনে গিয়ে পার্ক স্ট্রীটে যাবার নিয়ম নেই। সে কিড স্ট্রীটে ঢুকল।

বুড়ো : 'পার্ক স্ট্রীট যাব।'

ড্রাইভার : 'যাবে খোকা যাবে, মেরে লিয়ে আইন তো হ্যায় না। উধারসে ম্যায় নহি যা সকতা। ফিরি ইস্কুল ইস্টিরিটসে যানে পড়েগা '

পার্ক স্ট্রীটে গাড়ি ঢোকবার পরে বুড়ো বলল, 'চল, একটা বড় হোটেলে যাই।'

বাপ্‌পা : 'চল।'

খানিকটা এগোবার পরে বুড়ো গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। বাপ্‌পা মিটার দেখে ভাড়া দিল। দুজনেই নেমে এল। পার্ক স্ট্রীটে এখন লাঞ্চের ভীড় এবং ব্যস্ততা। রাস্তা ক্রস করতেই ওদের খানিকটা সময় লেগে গেল। তারপরে বুড়ো বাপ্‌পার হাত ধরে একটা বড় হোটেলে ঢুকল। রিসেপশন পার হয়ে ওরা লিফ্‌টের সামনে দাঁড়াল।

বুড়ো : 'আমি বাবার সঙ্গে এ হোটেলে খেতে এসেছি।'

বাপ্‌পা : 'আমি সরলদা আর দিদির সঙ্গে বাইরে খেতে গেছি, কিন্তু এত বড় হোটেলে কখনও আসিনি।'

বুড়ো লিফ্‌টের বেল টিপল। সিগন্যালের আলো জ্বলে উঠল। লিফ্‌ট্ নামছে, ৬-৫-৪-৩-২-১-জি.। লিফ্‌ট্ নেমে এল, দরজা খুলে গেল। মাথায় টুপি, উর্দিপরা লিফ্‌ট্‌ম্যান। তিন-চারজন মহিলা পুরুষ লিফ্‌ট্ থেকে বেরিয়ে এলেন। বুড়ো আর বাপ্‌পা ঢুকল। লিফ্‌ট্‌ম্যান দরজা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ ফ্লোরে?'

বুড়ো বলল, 'ফার্স্ট ফ্লোর।'

ওর মনে আছে বাবা তাই বলেছিলেন। কয়েক সেকেণ্ডেই লিফ্‌ট্ দোতলায় উঠল। দরজা খুলে দিতেই ওরা বেরিয়ে এল। বুড়ো বাপ্‌পার হাত ধরে ডানদিকে এগিয়ে গেল। সোজা গেলেই কাঁচের বড় দরজা। তার ভিতর দিয়ে রাত্রের মত আলো আঁধারী হল দেখা যাচ্ছে, আর টেবিল ঘিরে মহিলা পুরুষদের ছায়া। আর একদিকে বিরাট লাউঞ্জ। লাউঞ্জের একপাশে কিওরিও শপ্—ভারতীয় শাড়ি, পিতল আর মাটির নানান মূর্তি এবং বিভিন্ন বইয়ের আলমারি। একটি মহিলা, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স, একটি গোল টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছেন। দেখতে খুব সুন্দরী। টেবিলে

টেলিফোন রয়েছে। ভিড় মোটেই নেই। দু-একজন মহিলা পুরুষ এদিক থেকে ওদিকে, কোথায় যাতায়াত করছে।

বুড়ো বাপ্‌পার হাত ধরে কাঁচের দরজাওয়ালা সামনের হলের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে দরজার পাশে একজন উর্দিপরা বেয়ারা। সে খানিকটা অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে ওদের দুজনের দিকে দেখল। ওরা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকবার উদ্যোগ করতেই বেয়ারা দরজার হাতল ধরে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কহাঁ যানা ?'

বুড়োঃ 'ভিতরে।'

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে বলল, 'বাচ্চালোগকো অন্দর যানেকো অর্ডার নহি হ্যায়।'

বুড়ো আর বাপ্‌পা পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল।

বাপ্‌পাঃ 'তুই যে এসেছিলি বললি ?'

বুড়োঃ 'হ্যাঁ, এ হলেই তো এসেছিলাম। বাবা মার সঙ্গে।'

বেয়ারাটা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বলল, 'হাঁ, বাবা মা-কা সাথ্‌ তুমিলোগ্‌ আসতে পারে, সিরিফ এ হল্‌মে। দুসরা কোই রুমমে অর্ডার হোবে না।'

বুড়ো আর বাপ্‌পা আবার পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন মোটাসোটা স্যুটেড বুটেড ভদ্রলোক দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেয়ারা দরজা খুলে দিয়ে সেলাম জানাল। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে গেলেন, আর হলের ভিতর থেকে লোকজনের গলার স্বর আর নীচু মিউজিকের শব্দ শোনা গেল। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ চাপা পড়ে গেল।

বুড়ো আর বাপ্‌পা সরে এল। কিওরিও শপের শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পিতলের পাথরের নানান্ মূর্তি আর গহনা সাজানো। হঠাৎ কোথা থেকে জোরালো মিউজিকের সঙ্গে উঁচু

পর্দায় গাওয়া পুরুষের গলার স্বর ভেসে এল। দু' সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার চাপা পড়ে গেল।

বুড়ো : 'বাথরুমে যাবি ?'

বাপ্‌পা : 'কেন ?'

বুড়ো : 'পেচ্ছাব করতে ?'

বাপ্‌পা : 'আমার পায়নি।'

বুড়ো : 'তাহলে তুই এখানে দাঁড়া, আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

বুড়ো চলে গেল। বাপ্‌পা আবার শো-কেসের দিকে তাকাল। এ সময়ে হঠাৎ মেয়ে স্বরে হাসি শুনে ও ডানদিকে ফিরে তাকাল, আর অবাক হয়ে দেখল, ওর দিদি সুমিতা, একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই কাঁচের দরজার দিকে যাচ্ছে। যুবক সুমিতার কোমর বেড় দিয়ে ধরে আছে, আর সুমিতা তার গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে। যুবকটি বেশ লম্বা চওড়া, সুন্দর দেখতে, টেরিলিনের জলপাই সবুজ স্যুট পরা।

সুমিতা ডান দিকে তাকিয়ে গোল টেবিলে বসা মেয়েটিকে বলল, 'হ্যালো মিস্ রিটা, হাউ ডু-যু-ডু ?'

'ভেরি ওয়েল, থ্যাংকু।' রিসেপশনের মেয়েটি হাত তুলে হাসল।

বাপ্‌পা শুনতে পেল ওর পিছনে, কিন্তু সুমিতার সঙ্গে তখন ওর চোখাচোখি হয়ে গিয়েছে। সুমিতা চকিতের জন্য অবাক, চোখ দুটোও যেন একটু বড় হয়ে উঠল, এবং যুবকের বেষ্টনী থেকে একটু সরে যেতে চাইল। যুবক তা খেয়াল করেনি। সে সুমিতাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। সুমিতা মুখ ফিরিয়ে নিল। বাপ্‌পা ওদের ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল। বুড়ো এগিয়ে এল। ও ঘটনাটা দেখতে পায়নি।

বুড়ো : 'চল, এখান থেকে চলে যাব।'

বাপ্‌পা : 'চল।'

নিচে চলে যাবার আগে বাপ্‌পা আবার সেই কাঁচের দরজার দিকে তাকাল, তারপর বুড়োর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নিচের রিসেপশন পেরিয়ে ওরা পার্ক স্ট্রীটে এল। ফুটপাথের ওপর থরে থরে দেশী বিদেশী নানারকমের বই সাজানো। অনেকে ভিড় করে দেখছে। ওরাও দেখল। মেয়েদের ছবিওয়ালা বই-ই বেশি; ওরা পূর্বদিক্ বরাবর হাঁটতে আরম্ভ করল।

বুড়ো: 'আমার ক্ষিদে পাচ্ছে।'

বাপ্‌পার চোখে মুখে তখন একটা অন্যমনস্কতা। কোন জবাব দিল না।

বুড়ো: 'তোর ক্ষিদে পায়নি?'

বাপ্‌পা যেন একটু চমকে উঠে বলল, 'হ্যাঁ। চল, কোথায় যাবি?'

দুজনেই দাঁড়াল। রাস্তার বিপরীত দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল, 'ওটা চায়নিজ রেস্টুরেন্ট, ওখানে যাবি?'

বাপ্‌পা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। ওটা আমি চিনি, সরলদার সঙ্গে আমি একবার এসেছি।'

চলমান গাড়ি বাঁচিয়ে ওরা রাস্তা ক্রস করল। রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভিতরে বেশ ভিড়। সকলেই খেতে ব্যস্ত। একজন চীনা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়েস, কোয়জোন আছেন?'

বুড়ো: 'আমরা দুজন।'

চীনা: 'কাম্।'

ওরা চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে নানান্ টেবিলের আশপাশ দিয়ে একটি ছোট টেবিলের সামনে গেল। দুটো চেয়ার আছে। দুজনেই বসল। চীনা ভদ্রলোক একটি মেনু টেবিলের ওপর রেখে বাঙলাতেই জিজ্ঞেস করলো, 'কী খাবেন?'

বুড়ো আর বাপ্‌পা মেনু দেখছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কিছুই। বাপ্‌পা মেনুর এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলল, 'প্রণ-প্রণ মানে তো চিংড়ি মাছ?'

বুড়ো : 'হ্যাঁ, খাবি ?'

বাপ্‌পা : 'খাব।'

বুড়ো চীনা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল : 'প্রণ।'

চীনা : 'ফ্রাই প্রণ ?'

বাপ্‌পা : 'হ্যাঁ।'

চীনা : 'এক প্লেট ?'

বুড়ো আর বাপ্‌পা চোখে চোখে তাকাল। চীনা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'দুজনের এক প্লেট, অলরাইট। ফ্রাই চিকেন খাবেন ?'

ওদের আপনি করে বলায় ওরা একটু চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল। বাপ্‌পা বলল, 'হ্যাঁ ফ্রাই চিকেন।'

চীনা : 'আর কী ? ফ্রায়েড রাইস ?'

বুড়ো : 'হ্যাঁ, ফ্রায়েড রাইস।'

চীনা লিখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু ?'

বুড়ো আর বাপ্‌পা চোখে চোখে তাকাল। চীনা বললেন, 'এটা ঠিক আছে ?'

বুড়ো : 'ঠিক আছে।'

চীনা চলে গেলেন। ওরা আশেপাশের টেবিলে মহিলা পুরুষদের দেখতে লাগল। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়েও আছে। একটু পরেই বেয়ারা ওদের খাবার নিয়ে এল। ন্যাপকিন আর গেলাস আগে থেকেই ছিল। ওরা ফ্রায়েড রাইস ভাগ করে নিয়ে চামচ দিয়ে ভাত আর হাত দিয়ে চিকেন আর প্রণ খেতে লাগল।

বুড়ো : 'এদের খাবারগুলো ভাল, না ?'

বাপ্‌পা : 'হ্যাঁ। একেবারে অন্যরকম। আচ্ছা, এ শিশিতে কী আছে ?'

বুড়ো : 'একটাতে ঝাল (চিলি সস্) আছে, আর একটা কী (সয়াবীন সস্)। আমি জানি না।'

বাপ্‌পা খানিকটা চিলি সস্ ঢেলে নিল। আঙুল দিয়ে নিয়ে, জিভে ঠেকিয়ে স্বাদ নিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর, কিন্তু ঝাল আছে।'

বুড়ো : 'আমি খাব না।'

খাওয়া শেষ করে বিল মেটানোর সময় বুড়ো একটা টাকা বেয়ারার প্লেটে দিয়ে দিল। দুজনেই বাইরে এসে খানিকটা এগিয়ে একটা পার্কে ঢুকল। তারপর গাছের ছায়ায় বসে দুজনেই সিগারেট ধরাল।

বাপ্‌পা : 'সিগারেটগুলো বড্ড বড়।'

বুড়ো : 'বিলিতি সিগারেট বড় হয়।'

বাপ্‌পা : 'কাল ইস্কুলে গিয়ে কী বলবি ?'

বুড়ো : 'মায়ের চিঠি নিয়ে যাব।'

দুজনে চোখাচোখি করল। বুড়ো হেসে উঠে বলল, 'মায়ের হাতে লেখা এখন আমি বেশ নকল করতে পারি। তুই কী করবি ?'

বাপ্‌পা : 'এখন জানি না।'

বাপ্‌পা শুয়ে পড়ল। নীল আকাশ আর শাদা মেঘ ও দেখতে পাচ্ছে। সুমিতা আর সেই যুবকটির কথা ওর মনে পড়ল। সেই সঙ্গে মনে পড়ল ওর ইস্কুল পালানোর কথাও সুমিতা জেনে গেল। ও কি সরলকে বলে দেবে ? ও নিজে কি সরলকে সুমিতার ব্যাপারটা বলতে পারবে ?

বুড়ো : 'আমাদের যাবার সময় হয়ে এল।'

বাপ্‌পা কোন জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্র্যাবোর্ন স্ট্রীটে সরলের অফিস। বেলা দুটোর পর সে কারখানা থেকে অফিসে চলে আসে। এজেন্ট আর ডিলাররা এই সময় অফিসে আসে। চারজন কর্মচারী আছে।

বিকাল পাঁচটার সময় সরল টেলিফোন করছিল। সুমিতা এসে ঢুকল। ও একটা অস্বস্তিবোধ থেকে সরলের অফিসে চলে এসেছে। হোটেল থেকে ও আর অফিসে যায়নি। সরল টেলিফোনে কথা বলতে বলতে অবাক চোখে একবার সুমিতাকে দেখল। একজন কর্মচারী তাড়াতাড়ি একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে বলল, 'বসুন।'

সুমিতা বসল, মুখে একটু হাসি টেনে সরলের দিকে আবার তাকাল। সরল ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, আর টেলিফোনে কথা বলে যাচ্ছে,...'সেটা ঠিক কথা। কিন্তু আপনারা টাইম মেণ্টেন করলেই তো হবে না, আমাকেও নিশ্চয়ই সময় দেবেন একটু ?...হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথাই বলছি, আপনি অন্তত এক মাস আগে আমাকে অর্ডার সাবমিট করুন। বাটলিওয়ালাকে বলুন না, তিনি যখন আমার কাছ থেকেই দয়া করে মালটা নেবেন বলে ডিসাইড করেছেন, তখন আমাকে একটা মাস সময় দিতে হবে, অ্যাণ্ড দ্যাট'স নট এ ভেরি লং পিরিয়ড। এত বড় একটা কাজ...অ্যাঁ...হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি কাল আমাকে একবার এ সময়েই ফোন করুন, বা আগেও করতে পারেন।...হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে—হ্যাঁ নমস্কার।'

সরল রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সুমিতার দিকে ফিরে বলল, 'কী ব্যাপার, এখানে চলে এলে ?'

সুমিতা একটু ঠোঁট উল্টে কেমন যেন আদুরে সুরে বলল, 'ভাল লাগল না। আজ এমনিতেও প্র্যাকটিকেলি কোন কাজ ছিল না।'

সরল সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুমিতার সামনে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'প্র্যাকটিকেলি কাজ তোমাদের কোনদিন থাকে নাকি ?'

সুমিতা ভুরু কুঁচকে বলল, 'না, গবরমেণ্ট আমাদের এমনি টাকা দেয়।'

সরল বলল, 'গবরমেণ্ট আমাদের ভীষণ দয়ালু। কিন্তু তুমি বসে থাকবে আমি কাজ করব, সেটা কেমন করে হয় ?'

সুমিতা : 'আহা, একদিন এসেছি তাও এত কথা। বেশ, চলে যাচ্ছি।'

সরল : 'না না, তোমাকে যেতে বলছি না। আমাকে মিনিমাম আধঘণ্টা কাজ করতেই হবে। কতগুলো হিসাবপত্র দেখার আছে। আধঘণ্টা তুমি কি করবে?'

সুমিতা : 'কি করব আবার! রাস্তার দিকে তাকিয়ে লোকজন দেখি।'

সরল : 'তা দেখ, তবে লোকজনের সঙ্গে চলে যেও না যেন।' বলে চোখের ইশারা করল।

সুমিতা বলল, 'চলে গেলেও যেন তোমার কত আসে যায়।'

সরল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ডেস্কের পিছন দিকে যেতে যেতে বলল, 'হ্যাঁ নরোত্তমবাবু, ক্রেডিটের হিসাবটা বের করুন। হরদয়ালের ফাইলটা কোথায় অচিন্ত্যবাবু?'

'এই যে, আমি বের করে রেখেছি।'

সুমিতা বাইরের দিকে তাকিয়ে গাড়ি ও মানুষের ব্যস্ত চলাচল দেখছে। মাঝে মাঝে কর্মব্যস্ত সরলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ওর মুখে নানান্ অভিব্যক্তির খেলা। কখনো ভুরু কুঁচকে মুখ শক্ত হয়ে উঠছে, কখনো যেন হঠাৎ বিব্রত, ঠোঁট টেপা দুশ্চিন্তার ছায়া, আবার সরলের দিকে দেখা।

এক সময়ে সরল বলল, 'হয়ে গেছে, চল বেরোই।'

বেরোবার আগে সে ফিরে বলল, 'নরোত্তমবাবু, আমি তাহলে চলি। বাটলিওয়ালার লোক যদি কাল আমি আসার আগে ফোন করে, তাকে কারখানায় টেলিফোন করতে বলবেন।'

নরোত্তম : 'আচ্ছা।'

সরল দু পকেটে হাত দিয়ে একবার দেখল। ডেস্কের ওপর থেকে চাবির গোছা নিল। ডেস্কের পিছন থেকে একজন কর্মচারি

তার অ্যাটাচি ব্যাগটা এগিয়ে দিল। সরল সেটা নিয়ে সুমিতাকে ডাকল, 'এস।'

দুজনেই বেরিয়ে এল বাইরে। ভিড়ের রাস্তায় দুজনেই হাঁটতে লাগল।

সরল : 'গাড়িটা আজ অনেক দূরে ভেতরের একটা রাস্তায় পার্ক করতে হয়েছে।'

সুমিতা : 'কতদূর ?'

সরল : 'বেশি না, ট্রাফিকের সামনে, বাঁদিকের রাস্তায়। দুপুরে ভীষণ জ্যাম ছিল।'

গাড়ি চলাচলের মধ্যে সরল সুমিতার হাত ধরে রাস্তা পার হল। তারপরে আর একটা ছোট রাস্তার বাঁদিকে ঢুকল। সারিবদ্ধ গাড়ি রয়েছে সেখানে। সরল ওর নিজের গাড়ির দরজা খুলল চাবি দিয়ে। ভিতরে ঢুকে অ্যাটাচিটা পিছনের সিটে রেখে বাঁদিকের দরজা খুলে দিল। সুমিতা উঠল। সরল গাড়ি স্টার্ট করে সুমিতাকে বলল, 'পেছন দিকটা একটু দেখ তো। ব্যাটারা এমনভাবে গাড়ি রাখে, গাড়ি বের করার একটু ফাঁক পর্যন্ত রাখে না।'

সুমিতা পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল।'

সরল খুব আস্তে আস্তে গাড়ি ব্যাক করল, তারপরে থামিয়ে, আবার সামনে, ডানদিকে বাঁক নিল। বেশ কয়েকবার এগিয়ে পিছিয়ে তবে ও গাড়িটা বের করে আনতে পারল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে বল।'

সুমিতা : 'চল যেখানে হোক। তুমি একটু কিছু খাবে তো ?'

সরল : 'তা খেলেও হয়। কোথায় খেতে যাবে ?'

সুমিতা : 'আমি কিছু খাব না, এক কাপ চা ছাড়া। তোমার যেখানে ইচ্ছা চল। একটু খেয়ে জিরিয়ে নাও, তারপরে কোথাও একটু বেড়াতে যাব।'

সরল : 'বেড়াতে ?'

সুমিতা : 'বেড়াতে মানে কি, একটু গঙ্গার ধারে বা দক্ষিণেশ্বরে, কাছাকাছি কোথাও। এখনই বাড়ি ফিরে গিয়ে কি করব? অবশ্যি তোমার যদি ইচ্ছা হয়।'

সরল : 'ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা না। এখন বাড়ি ফিরেই বা কি করব। চল, ফ্লুরিতে গিয়ে কিছু খেয়ে নিই।'

সুমিতা : 'আবার পার্ক স্ট্রীটে যাব?'

সরল : 'আবার মানে, এর আগে গেছলে নাকি?'

সুমিতা চমকে উঠে আবার চকিতেই নিজেকে সামলে নিয়ে সরলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহা, ইয়ার্কি হচ্ছে, না?'

সরল তখন রাইটার্সের সামনে সিগন্যাল পেয়েছে। গাড়ি চালিয়ে দিয়ে লালদীঘির ইস্ট রোড দিয়ে চলতে চলতে হেসে বলল, 'তুমি যেভাবে বললে, আবার যাবার কথা, তাই ভাবলাম—।' কথাটা সে শেষ করল না।

সুমিতা : 'তুমি তো সেরকমই ভাবো, আমি কেবল আড্ডা দিয়ে বেড়াই। বলছিলাম এই জন্য যে অত দূরে না গিয়ে কাছাকাছি কোথাও একটু খেয়ে নিলে হত না?'

সরল : 'ডালহৌসিতে খাবার জায়গা তেমন নেই। কত দূর আর, এখুনি চলে যাব। অন্যান্য দিন তো বাদাম মুড়ি আর তেলেভাজা দিয়ে টিফিন করি। আজ তুমি আছ, চল ফ্লুরির স্ন্যাকস্ দিয়ে টিফিন করা যাক।'

সুমিতা : 'তোমার যখন ইচ্ছে, চল।'

সরল রেড রোড দিয়ে একেবারে গান্ধী স্ট্যাচুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এখান দিয়ে সরাসরি পার্ক স্ট্রীটে ঢোকা যায়। সিগন্যাল পেয়ে গাড়ি চালিয়ে ফ্লুরির সামনে গাড়ি রেখে দুজনেই ফ্লুরিতে ঢুকল। সরল প্যাস্ট্রী আর চিকেন প্যাটিস দুই-ই খেল। সুমিতা কোনরকমে একটি প্যাটিস। কফি খেতে খেতে সরল হঠাৎ বলল, 'বাপ্পার জন্য কিছু চিকেন প্যাটিস নিয়ে গেলে হয়।'

সুমিতা ঃ 'তা নিয়ে গেলে হয়, খুশিই হবে।'

সরল উঠে গিয়ে কাউন্টার থেকে চিকেন প্যাটিসের প্যাকেট নিয়ে এল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'ভাইয়ের কথা তোমার মনেই ছিল না।'

সুমিতা ঃ 'অমনি সুযোগ পেয়ে একটু খোঁচা দিয়ে দিলে। বাপ্‌পার জন্য আমার এসব কথা মনে না থাক, আসল ভাবনাতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

সরল ঃ 'কেন, মন খারাপ হবার মত আবার কি ঘটল?'

সুমিতা কোন কথা বলল না। একটু চুপ করে রইল, মুখের অভিব্যক্তিতে গাম্ভীর্য আর দুশ্চিন্তা। বলল, 'কি জানি। আমার কেবলই মনে হয়, ও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ইস্কুলে ঠিক মত যাচ্ছে-টাচ্ছে বলে আমার মনে হয় না।'

সরল ঃ 'হঠাৎ এরকম মনে হচ্ছে কেন?'

সুমিতা ঃ 'হঠাৎ ঠিক না, এক একজনের কাছ থেকে এক এক-রকম খবর পাই। ওরই বন্ধুদের মুখে শুনি, কেউ বলে রেগুলার ক্লাসে যায় না, সিগারেট টানে, বাজে বাজে সিনেমা দেখে বেড়ায়, এই সব।'

সরল ঃ 'আমাকে অবিশ্যি সেরকম কেউ বলে না।'

সুমিতা ঃ 'তোমাকে আর ছেলেরা ক'জন জানে? আমাকে সবাই বাপ্‌পার দিদি বলে চেনে।'

সরল ঃ 'তা সেরকম যদি বোঝ ওকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেই পারো।'

সুমিতা ঃ 'সেটা তো সব থেকে সহজ।'

সরল সুমিতার নত মুখের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল, তারপরে একটু খোশামোদের মত করে বলল, 'আমি অবশ্যি ঠিক তা বলছি না। এমনি বললাম আর কি।'

সুমিতা মুখ তুলে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'শেষপর্যন্ত তো রাস্তা খোলাই আছে। তবু শেষ চেষ্টাও তো করতে হবে।'

সরল : 'নিশ্চয়ই।'

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। সরল পার্স বের করে টাকা মিটিয়ে দিয়ে প্যাটিসের প্যাকেট হাতে নিয়ে বলল, 'চল উঠি।'

দুজনেই গাড়িতে উঠল। প্যাটিসের প্যাকেটটা পিছনের সীটে রেখে সরল গাড়ি স্টার্ট দিল। বাঁদিকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে এন্ট্রি নেই। সরল সোজা গিয়ে ওয়েলেস্‌লির দিকে টার্ণ নিয়ে ওয়েলিংটনের কাছ থেকে বাঁয়ে মিশন রো ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুতে পড়ে উত্তরগামী হল।

সরল : 'চল দক্ষিণেশ্বরেই যাই। তোমার মনে যখন আজ ধর্মভাবই জেগেছে।' বলে মুখ ফিরিয়ে সুমিতার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল।

সুমিতা বলল, 'আহা, ধর্মভাব আবার কী? দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেশ ভালই লাগে।'

সরল গুনগুনিয়ে উঠল, 'মা আমায় ঘোরাবি কত / কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত···'

ওরা যখন দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছুল তখন চারিদিকে আলো জ্বলছে। সরল গাড়ি পার্ক করল। সুমিতা নেমেই বলল, 'দিনের বেলা এলে হনুমানদের বাদাম খাওয়ানো যেত।'

সরল সুমিতার গা ঘেঁষে চলতে চলতে বলল, 'হনুমানের বদলে আমি আছি, আমাকে কিছু খাওয়াতে পারো।'

সুমিতা সরলের ডানায় চিমটি কাটল।

সরল : 'উঃ, হাত দিয়ে কেন?'

সুমিতা আবার একটা চিমটি কাটল।

সরল : 'উঃ, মুখ নেই ?'

সুমিতা : 'অসভ্য !'

ওরা গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে। একটা মালগাড়ি চলে যাচ্ছে ব্রিজের ওপর দিয়ে। নৌকা ভাসছে। ওরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। জুতো খুলে রেখে গিয়ে, মন্দিরের সামনে গিয়ে দুজনেই নমস্কার করল। সুমিতা চোখ বুঁজে হাত জোড় করে আছে। ওর মুখে যেন কেমন একটা কাতর ব্যাকুল অভিব্যক্তি। চত্বরের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই ওর চোখ পড়ল একটি বছর তিনেকের শিশুর দিকে। সরল আবার সুমিতাকে দেখল, একটা নিশ্বাস ফেলল। সুমিতা এখনো সেই রকম জোড় হাতে চোখ বুঁজে আছে।

বাপ্‌পা ওর পড়ার টেবিলে বসে নোটবুক লিখছে। পাশে খোলা রয়েছে বাংলা পাঠ্য পুস্তকের বই। একটা রচনা, 'যশোদা ও শ্রীগুরু'। বাপ্‌পা তখন খসখস করে নোটবুকে লিখে চলেছে আজকের সারাদিনের ঘটনা। কিন্তু চীনা হোটেলে খেতে যাবার আগে, সুমিতাকে দেখতে পাওয়ার ঘটনাটি কিছুই লেখে নি। কুসুম ইতিমধ্যে কয়েকবার ঘরের মধ্যে এসে ঘুরে গিয়েছে। আজকাল প্রায়ই সে বাপ্‌পার ঘরে আসে, সুমিতা সরল বাড়ি না থাকলে। বাপ্‌পার সঙ্গে তার ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেছে। বাপ্‌পা তা বাইরের দিক থেকে বুঝলেও ভিতরের ব্যাপারটা তেমন ভাবে অনুমান করতে পারে না। তবে কুসুমকে ওর মোটেই ভাল লাগে না। সেই ঘটনার পর থেকে, কুসুম যেদিন তার ফোড়া দেখতে বলেছিল। কুসুম ভাল না, এক ধরনের দুর্বোধ্য উন্মাদ বলে ওর ধারণা।

আজ বিকালে এসে বাপ্‌পা কিছুই খায়নি। কুসুম অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে, খাওয়াবার চেষ্টা করেছে, এবং বাপ্‌পার যে একে-

বারেই ক্ষুধা ছিল না তাও না, তথাপি খেতে ইচ্ছা করছিল না। বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে ওর মনে হচ্ছিল, চারদিক থেকে কেমন যেন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বাড়ি এসে না খেয়ে জামা প্যান্ট বদলিয়ে ও আবার মাঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। বুড়ো মাঠে আসেনি, ওর ভাল লাগছিল না, পার্কে গিয়ে বসেছিল। সন্ধ্যায় ফিরে আবার ওকে কুসুমের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কুসুম ওর হাত টেনে ধরে বলেছিল, 'সেই সকালে কখন খেয়েছো, এখনো খাচ্ছ না কেন?'

বাপ্পা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, 'বললামই তো আমার ক্ষিদে নেই। তুমি মিছিমিছি আমাকে জ্বালাতন কর না কুসুমদি।'

তখন কুসুম ঠোঁট টিপে হেসে বলেছিল, 'কেন ক্ষিদে নেই তা আমি জানি।'

বাপ্পা বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'বলব না।' কুসুম চোখের তারা ঘুরিয়ে হেসেছিল।

কুসুম চোখের তারা ঘোরালেই আজকাল তাকে অন্যরকম লাগে। বাপ্পা কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বাথরুমে চলে গিয়েছিল। ও মনে মনে নিশ্চিত ছিল কুসুম কিছুই জানে না, মজা করার জন্যই ওরকম বলছে। কিন্তু ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পরে কুসুম আবার বলেছিল, 'বলব?'

বাপ্পা নিজের ঘরে যেতে যেতে বলছিল 'বল।'

কুসুম ঘরের মধ্যে এসে বলেছিল, 'ইস্কুলে মাস্টারের কাছে মার খেয়েছ, না?'

বাপ্পা হঠাৎ খুব চেঁচিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ। এখন তুমি যাও।'

কুসুম অবাক হয়েছিল। ভয় ঠিক পায়নি, একটু থতিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'তা বলে কখনো ভাতের ওপর রাগ করতে আছে?'

বাপ্পা আবার চেঁচিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ আছে, তুমি যাবে কী না বল।'

কুসুম একটু অভিমান করেছিল। বলেছিল, 'তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম।' বলে চলে যেতে যেতে আবার বলেছিল, 'ভাতের ওপর মানুষ কতক্ষণ রেগে থাকতে পারে?'

সে বেরিয়ে যেতেই বাপ্পা দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইরের ঘরে যাবার দরজাটা আগে থেকেই বন্ধ ছিল। তারপরে বাপ্পা অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। একবার উঠে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। হরিদাসবাবু তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রিক্শায় করে কোথায় যাচ্ছিলেন। হরিদাসবাবু একবার ওপরের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। উনি কিন্তু কখনো সরল বা সুমিতাকে ওর সিগারেট খাওয়ার কথা বলেননি। উনি কি ভেবেছিলেন, কুসুমকে বললেই হবে? বোধহয় তাই। তারপরে বাপ্পা বই খুলে নিয়ে বসেছিল, কিন্তু পড়ায় মন বসেনি। শেষ পর্যন্ত নোটবুকটা নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছিল, আজকের সারাদিনের ঘটনা, কেবল সুমিতাকে যে ও দেখেছে এর কোন উল্লেখ নেই। কেন? বাপ্পা সুমিতার ঘটনাটা লিখতে গিয়ে ভাবল, দিদির ব্যাপারে আমার কিছু যায় আসে না।

বাপ্পার লেখা শেষ হবার আগেই কলিং বেল বাজল। বাপ্পা তাড়াতাড়ি নোটবুকটা ড্রয়ারে না রেখে, ওর শিয়রের কাছে একেবারে তোশকের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসল। বইটা সামনে টেনে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা ওলটাল। দরজা খোলার শব্দ হল, এবং বাপ্পার ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও সুমিতার গলা স্পষ্টই শুনতে পেল, 'বাপ্পা কোথায়?'

কুসুমের গলার স্বর শোনা গেল না, সরলের গলার স্বর শোনা গেল, 'তুমি আরার বাড়ি ঢুকেই বাপ্পার খোঁজ আরম্ভ করলে কেন? এ তো জানা কথাই ও এখন পড়তে বসেছে।'

পাশের ঘরে যেতে যেতে সুমিতার গলা শোনা গেল, 'তাই নাকি?'

সরলের গলা শোনা গেল, 'ও নিয়ে এত ভাববার কী আছে? বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করেছে বোধহয়।'

একটু পরেই বাপ্‌পার ঘরের দরজায় করাঘাত পড়ল, সুমিতার গলা শোনা গেল, 'বাপ্‌পা, এই বাপ্‌পা —'

বাপ্‌পা তখন ভাবছিল সুমিতা সরলের একসঙ্গে বাড়ি ফেরার যোগাযোগটা ঘটল কী ভাবে? ও উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সামনে সুমিতা দাঁড়িয়ে। বাপ্‌পা দেখল, সুমিতাকে খুশি খুশি দেখালেও চোখের দৃষ্টি অপলক ওর চোখের দিকে।

'কী হে বাপ্‌পারাও, আজ ইস্কুল থেকে ফিরে খেলতে যাওনি কেন?' বলতে বলতে সরল এগিয়ে এল।

বাপ্‌পা দরজার কাছ থেকে সরে বলল, 'এমনি।'

সরল ঘরের ভিতরে ঢুকে বলল, 'এমনি?'

সুমিতা কিছু না বলে বাপ্‌পাকে দেখতে লাগল।

সরল আবার জিজ্ঞেস করল, 'তা দরজা-টরজা সব বন্ধ কেন?'

বাপ্‌পা : 'এমনি।'

সরল সুমিতার দিকে চেয়ে চোখের ইশারা করে হেসে বলল, 'সব এমনি?'

বাপ্‌পা কিছু বলল না। সরল আবার জিজ্ঞেস করল, 'তা মুখটা এমন গোঁজ করে আছিস কেন? ইস্কুলে কিছু হয়েছে নাকি?'

বাপ্‌পা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। সরল সুমিতার দিকে তাকিয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে মুখের ভঙ্গি করে পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, 'ছাখ তোমার ভাইয়ের আবার কী হল।'

সুমিতা বাপ্‌পার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর হাতে প্যাটিসের প্যাকেট। বাপ্‌পা চোখ তুলে তাকাল। সুমিতাও তাকিয়ে আছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। বাপ্‌পা সরে গিয়ে ওর চেয়ারে বসল। সুমিতাও সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে গিয়ে বলল, 'তোর সরলদা তোর জন্য চিকেন প্যাটিস এনেছে। নে, খা।' বলে টেবিলের ওপরে প্যাটিসের

প্যাকেটটা রেখে ঢাকনা খুলে দিল। বলল, 'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাহলেও খেতে খারাপ লাগবে না। আমরা আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলাম কী না।'

সুমিতা একটা প্যাটিশ তুলে বাপ্‌পার দিকে এগিয়ে ধরল।

বাপ্‌পা বলল, 'রাখ, নিচ্ছি।'

'নে না, মুখে দে।' সুমিতা প্যাটিসটা বাপ্‌পার ঠোঁটের ওপর ছোঁয়াল।

বাপ্‌পা প্যাটিস হাতে ধরে কামড় দিল।

সুমিতা বলল, 'আগামী রোববার তুই আমি আর ও, তিনজনে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। ওকে বলেছি।'

বাপ্‌পা সুমিতার দিকে তাকিয়ে দেখল।

সুমিতা হাসল, জিজ্ঞেস করল, 'ভাল না প্যাটিস?'

বাপ্‌পা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?'

সুমিতা: 'তোর কোথায় যেতে ইচ্ছে করে?'

বাপ্‌পা: 'পাহাড়ে।'

সুমিতা খিলখিল করে হেসে বলল, 'সারাদিনের জন্য বেড়াতে যাব, পাহাড়ে যাব কী করে? বোকা কোথাকার! পাহাড় তো অনেক দূরে।'

বলে সুমিতা হাসতে হাসতেই গলার স্বর তুলে বলল, 'এই শুনেছ, বাপ্‌পা কী বলছে?'

পাশের ঘর থেকে সরলের গলার স্বর শোনা গেল, 'কী?'

সুমিতা: 'রোববার দিন বাপ্‌পা পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বলেছে।'

সরল এ ঘরে এল। ট্রাউজারের উপর হাতকাটা গেঞ্জি, খালি পা। বলল, 'তা হলে বাপ্‌পা তোকে পর্বতারোহীদের সঙ্গে ভর্তি করে দেব।'

বলেই সে গান গেয়ে উঠল, 'আমি উঠব গিরিচূড়া/ লঙ্ঘিব এভারেস্ট/ত্য বেস্ট!...' গান শেষ করে বলল, 'চল বাপ্‌পা, তুই আর আমি দুজনেই মাউন্টেনিয়ার হব।'

সুমিতা ঃ 'হ্যাঁ, তোমার ব্যবসা থাক, ওর লেখাপড়া থাক, তুজনেই পর্বত অভিযানে বেরিয়ে পড়।'

সরল ঃ 'দেখছিস বাপ্‌পা, তোর দিদিটা একদম বেরসিক।'

বলে সেও একটা প্যাটিস তুলে মুখে দিল। বাপ্‌পার মুখে তখন প্যাটিস, এবং হাসি।

পরের দিন বেলা সাড়ে দশটা। ক্লাস সুরু হচ্ছে। বাপ্‌পার একটু দেরী হয়েছে। বুড়োর সঙ্গে রাস্তায় দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখা পায়নি। বুড়ো আগেই চলে এসেছে, খুড়োর কাছে খবর পেয়েছে। ও যখন ক্লাসে ঢুকছে ঠিক ওর আগে আগেই হাড়-গিলা স্যার ঢুকলেন। উনি ডেস্‌কে উঠে দাঁড়াবার আগেই ছেলেরা সবাই উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ওপরেই একটি চিঠি। তুলে দেখলেন, বুড়োর দিকে তাকালেন, বাঁ হাত আর ঘাড় নেড়ে সবাইকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'বুদ্ধদেব, কামাইটা একটু বেশি হচ্ছে।'

বলতে বলতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে।

বাপ্‌পা বলল, 'ঢুকব স্যার?'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

বাপ্‌পা ঢুকল এবং নিজের জায়গায় যাবার উদ্যোগ করতেই হাড়গিলা স্যার বলে উঠলেন, 'গতকাল আসেননি কেন স্যার?'

বাপ্‌পা হাড়গিলা স্যারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কাল সরলদা মোটর অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে আছেন।'

'সরলদা মানে?'

'আমার জামাইবাবু।'

'ওহ্! কেমন আছেন এখন?' হাড়গিলা স্যারের মুখে রীতিমত উদ্বেগের অভিব্যক্তি, স্বরও উদ্বিগ্ন।

বাপ্পা ঃ 'বোধহয় বাঁচবেন না। দিদিও হাসপাতালে।'

হাড়গিলা স্যার ডেস্ক থেকে নেমে এলেন, বাপ্পার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ হাসপাতালে আছেন?'

বাপ্পা ঃ 'পি, জি,।'

হাড়গিলা স্যার ঃ 'ইস্! তা তুমি আজ ইস্কুলে এলে কেন? তুমি বাড়ি যাও আজ, আমি হেড মাস্টারকে বলে দেব।'

ছেলেরা সবাই বাপ্পার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিশেষ করে বুড়ো। চোখে ভয় এবং বিভ্রান্তি। বাপ্পা নীচু মুখে, চোখের কোণে ক্লাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপরে ক্লাসের বাইরে চলে গেল। হাড়গিলা স্যার দেখলেন। ডেস্কে যেতে যেতে আপন মনেই বললেন, 'এমনিতে এত কামাই করে, আর আজ এমন বিপদের দিনে ইস্কুলে এসেছে, আশ্চর্য্য!'

বাপ্পা ক্লাস থেকে বেরিয়ে খানিকটা আচ্ছন্ন আর যন্ত্রচালিতের মত কম্পাউণ্ডের ওপর দিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। গেটের দরোয়ান দরজা তখনো খোলা রেখেছে, কিন্তু বাপ্পার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। বাঙলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

হাড়গিলা স্যার পিছনে পিছনে এসেছিলেন, তিনি বললেন, 'ওকে যেতে দাও। আমি ওকে বাড়ি যেতে বলেছি।'

বাপ্পা চমকে হাড়গিলা স্যারের দিকে দেখল। তিনি বললেন, 'আমার খেয়াল ছিল না, তোমাকে আটকাতে পারে, তাই আমি নিজেই এসেছি। যাও, তুমি বাড়ি চলে যাও।'

বাপ্পা গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। দরোয়ান এবার সশব্দে গেট টেনে দিল। বাপ্পা খানিকটা এসে দাঁড়াল। কোথায় যাবে ভাবল। ওর মনে হল, ঘুম পাচ্ছে। ও বাড়িতে ফিরে গেল। কলিং বেল বাজাতে কুসুম দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, ফিরে এলে?'

কুসুমের কথার কোন জবাব না দিয়ে বাপ্পা ভিতরের দিকে গেল।

সুমিতার গলা ভেসে এল, 'কে এল কুসুম ?'

কুসুম ঃ 'বাপ্‌পা।'

সুমিতা বেরিয়ে এল। ও তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছছে। শ্যাম্পু করা চুল থেকে এখনো জল গড়াচ্ছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, ইস্কুলে গেলিনে ?'

বাপ্‌পা ঃ 'না। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

সুমিতার মুখ একটু শক্ত হল, ভুরু কোঁচকাল, বলল, 'রোদে রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে মাথার যন্ত্রণার আর দোষ কী। কুসুম, আমার হাত ঠাণ্ডা, ছাখ তো জ্বর এসেছে নাকি ?'

কুসুম বাপ্‌পার গায়ে গালে গলায় হাত দিয়ে বলল, 'না তো।'

বাপ্‌পা ভিতরের ঘর দিয়ে ওর নিজের ঘরে গেল। টেবিলের ওপর বইয়ের ব্যাগ রাখল। সুমিতা ওর ঘরে এসে ঢুকল। কাছে গিয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ইস্কুলে কিছু হয়েছে নাকি ?'

বাপ্‌পা ঃ 'না।'

সুমিতা ঃ 'তবে তুই ইস্কুলে যাচ্ছিস না কেন ?'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিল না। সুমিতা কোমল স্বরে বলল, 'শোন্, ইস্কুলে যদি কিছু হয়ে থাকে সেসব আমি ঠিক করে দেব, তুই কিছু ভাবিস না। তুই আমার ভাই, আমি তোর দিদি, আমাদের সম্পর্ক আলাদা, তাই না ?'

বাপ্‌পা সুমিতার দিকে তাকাল। সুমিতা ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আমাদের ভাইবোনের মধ্যে কারোর মাথা গলাবার দরকার নেই, তোর কথা আমি জানব, আমার কথা তুই, কেমন ?'

বাপ্‌পা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।

সুমিতা ঃ 'ইস্কুলে যা-ই ঘটুক আমি সব সামলে নেব। তুই কিছু ভাবিস না। তুই এখন কী করবি ?'

বাপ্‌পা ঃ 'শুয়ে থাকব।'

সুমিতা ঃ 'ঠিক আছে, শুয়ে থাক্।'

বাপ্‌পা জুতো মোজা খোলবার জন্য নিচু হল। সুমিতা চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেল। বাপ্‌পা জুতো মোজা খুলে গায়ের জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। একটু বাদেই ওর চোখে ঘুম নেমে এল।

বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। সুমিতা ওর অফিসে যাবার আগে ইস্কুলে এল। ক্লাস চলছে। ও কম্পাউণ্ড পেরিয়ে হেডমাস্টারের ঘরে গেল। হেডমাস্টার তখন ডাবে স্ট্র ডুবিয়ে ডাবের জল পান করছিলেন। আর একজন চশমা চোখে শিক্ষক বসেছিলেন। সুমিতাকে দেখেই হেডমাস্টার ডাবটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'ওহ্, আপনি এসেছেন! শচীনবাবুর মুখে সব শুনলাম! এখন উনি কেমন আছেন?'

সুমিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে বলুন তো?'

হেডমাস্টার: 'কেন ইয়ে? মানে আপনার স্বামী? উনি তো কাল মোটর অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থায় আছেন?'

সুমিতা: 'সর্বনাশ! সে কী? কে বলল এ কথা?'

হেডমাস্টার: 'কেন? মৃদুল তো তাই বলে গেল! সেজন্যই ও কাল আসতে পারেনি। খবর শুনে আমরা ওকে—।' হেডমাস্টার থেমে গেলেন, তাঁর মুখের অভিব্যক্তি বদলাল। অন্য শিক্ষকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

রাগে দুঃখে অপমানে সুমিতার চোখে প্রায় জল এসে পড়বার উপক্রম। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। হেডমাস্টার এতক্ষণে সুমিতার সাজগোজ লক্ষ্য করলেন। সুমিতা গভীর হতাশায় বলল, 'ওহ্, কী বলব বুঝতে পারছি না। অথচ ওর বিষয়ে আমি অন্য কথা

জানতে এসেছিলাম। বাপ্‌পা যে এরকম কথা বলতে পারে, ভাবতেই পারি না।'

হেডমাস্টার : 'তার মানে মৃদুল মিথ্যা কথা বলেছে ?'

সুমিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। হেডমাস্টার অন্য শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'শুনুন। শুনেছেন ? কী ভয়ংকর !'

বলেই তিনি ডাবটা তুলে স্ট্র-তে চোঁ চোঁ করে কয়েকটা চুমুক দিয়ে ডাবটা নামিয়ে সুমিতাকে বললেন, 'বসুন।'

সুমিতা বসল, কেননা একটু বসা দরকার ওর। হেডমাস্টার আবার ডাবটা তুলে স্ট্র-তে চুমুক দিলেন। ভিতরে শুষ্ক চুমুকের শব্দ হতেই বেয়ারাকে ডেকে ডাবটা তার হাতে তুলে দিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, 'এখন কী করা যায় বলুন তো ?'

সুমিতা যেন ভেঙে পড়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

অন্য শিক্ষক : 'এ ছেলের কোন ভবিষ্যৎ নেই।'

হেডমাস্টার : 'তাই, না ? হ্যাঁ, ঠিক। একটা লোককে মেরে ফালা, কী সাংঘাতিক ! (সুমিতার দিকে) আপনি কিছু ভাববেন না। কী করা যাবে বলুন, আপনারা তো আর ইচ্ছা করে কিছু করেননি।'

সুমিতা : 'আচ্ছা, আমি উঠছি। একটা কথা আপনাকে বলছি, আমার স্বামীকে এখনই কিছু জানাবেন না।'

হেডমাস্টার কিছু না বলে অন্য শিক্ষকের দিকে তাকালেন, অন্য শিক্ষক ভাবশূন্য মুখে ভিন্ন দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি চলি, নমস্কার।'

সুমিতা পিছন ফিরতেই অন্য শিক্ষক সুমিতার পিছন দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। সুমিতা ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘরের বাইরে যেতেই অন্য শিক্ষক বলে উঠলেন, 'স্যার, আপনার উচিত এখুনি ওঁর হাজব্যাণ্ডকে টেলিফোন করে সব কথা জানিয়ে দেওয়া।'

হেডমাস্টার : 'তাই নাকি ?'

অন্য শিক্ষক ঃ 'নিশ্চয়ই। আপনি বুঝতে পারছেন না, এ মহিলা ওঁর ভাইয়ের অপরাধ চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। সেইজন্যই ওঁর স্বামীকে কিছু জানাতে বারণ করে গেলেন। আমি ওঁর স্বামীকে জানি, একটি অতি ভাল মানুষ, সরল দত্ত।. দিন, টেলিফোন গাইডটা আমাকে দিন, এখুনি নম্বর বের করে দিচ্ছি।' বলে টেলিফোন গাইডটা নিজেই টেনে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নাম্বার খুঁজতে লাগলেন।

হেডমাস্টার রিসিভারে হাত রেখে বললেন, 'কী সাংঘাতিক! এসব ছেলেরাই আজকাল খুনে হচ্ছে। এ তো খুনী।'

অন্য শিক্ষক ঃ 'কারখানার নাম্বারটা পাচ্ছি না। ওটা বোধহয় কোম্পানির নামে আছে। ভদ্রলোকের নিজের নামে একটা লাইন রয়েছে, ব্রাবোর্ন রোডের ঠিকানায়। টু থ্রি......।'

নাম্বারটা শুনে হেডমাস্টার ডায়াল করলেন, একটু পরে বললেন, 'হ্যালো, মিঃ দত্ত আছেন, সরল দত্ত? আহ্, নমস্কার, নমস্কার. আমি সেণ্ট্রাল কে. ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার—হ্যাঁ...না না, মৃদুলের কিছু হয়নি। গতকাল মৃদুল ইস্কুলে আসেনি, আজ শুনলাম আপনি নাকি গতকাল মোটর অ্যাকসিডেণ্ট করে মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছেন, সেইজন্যই ও ইস্কুলে আসতে পারেনি। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি —আপনার স্ত্রী একটু আগেই এসেছিলেন, তাঁর কাছেই জানলাম, কথাটা মিথ্যা। ...কে মৃদুল? ও কথা শোনার পর আজ আমরা ওকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। বুঝতেই পারছেন, স্বভাবতই, হেঁ হেঁ হেঁ— আমরা আর...হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো...। যাহ্, ভদ্রলোক ছেড়ে দিয়েছেন।'

অন্য শিক্ষক ঃ 'তা তো দেবেনই। ভদ্রলোক মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন, রাগ করেছেন। কিন্তু ওঁর স্ত্রীর কথাটা আপনার বলা উচিত ছিল, উনি বলতে বারণ করেছিলেন।'

হেডমাস্টারের হাতে রিসিভারটা তখনো ছিল। উনি সেটা

নামিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ গম্ভীর হলেন। বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন। ধরনীবাবুর শরীরটা আজ ভাল নেই, ক্লাস টেনের বাঁয়োলজির ক্লাসটা আপনি নিন গে, আর ধরনীবাবুকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিন।'

অন্য শিক্ষক তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'আচ্ছা স্যার।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হেডমাস্টার: 'যত্তো বাজে মতলব।'

বাপ্‌পার যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। ও উঠে হাত মুখ ধুয়ে খেলতে যাবার জামা প্যান্ট পরে বেরোবার মুখে কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কিছু খাবে না? সন্ধ্যে হয়ে এল তো।'

বাপ্‌পা: 'ঘুরে এসে খাব।' বলে বেরিয়ে মাঠে এল।

বুড়ো এক জায়গায় বসেছিল, ওকে দেখেই ছুটে কাছে এল। ওর চোখে মুখে জিজ্ঞাসা ও উদ্বেগ। বুড়ো কিছু না বলে বাপ্‌পার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাপ্‌পা একটু হাসল।

বুড়ো: 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

বাপ্‌পা: 'বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম।'

বুড়ো: 'কেউ কিছু জানতে পারেনি?'

বাপ্‌পা: 'কী করে জানবে? দিদি বাড়ি ছিল, ওকে বললাম, মাথা ব্যথা করছে তাই চলে এসেছি।'

বুড়ো: 'পরে যখন জানাজানি হবে?'

বাপ্‌পা: 'কী করে হবে? এবার তো আর হেডমাস্টার চিঠি দেবে না। হয়তো কাল ইস্কুলে গেলে জিজ্ঞেস করবে, সরলদা কেমন আছে। আমি বলব ভাল।'

বুড়ো আর বাপ্‌পা দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে

হেসে উঠল। তারপর দুজনেই হাত ধরাধরি করে মাঠের বাইরে চলে এল। ওরা ট্রাম রাস্তার পাশ দিয়ে বিকালের জনবহুল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। অঞ্চলটা কসমোপলিটন। বাঙালী অবাঙালী, হিন্দু মুসলমান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দেশীয় খৃষ্টান সব রকমের মহিলা পুরুষের ভীড়। বোরখা ঢাকা মুসলমান মহিলাও আছেন। ফ্যাশান শো থেকে ডাক্তারখানা, স্টেশনারি অবাঙালীর মুদীদোকান, সিনেমা রেস্টুরেন্ট সবই আছে।

বাপ্‌পা: 'খিদে পাচ্ছে।'

বুড়ো: 'চল, সোসাইটির চাঁপ খাই।'

বাপ্‌পা: 'চল।'

ওরা চার রাস্তার ট্রাফিকের মোড়ের কাছে একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকল। শ্রমজীবি থেকে শুরু করে সাধারণ ভদ্রলোক সকলের ভীড়। ওরা একটা টেবিলে বসে মটন চাঁপ আর তন্দুরি রুটি চাইল। খাবার আসবার আগে বাপ্‌পা বলল, 'আমার ভাল লাগছে না।'

বুড়ো: 'কেন?'

বাপ্‌পা: 'কী জানি। আমি কোথাও চলে যাব।'

বুড়ো: 'আমারও মাঝে মাঝে এরকম মনে হয়। তুই গেলে আমিও চলে যাব।'

বাপ্‌পা: 'সেই ভাল, আমরা দুজনেই কোথাও চলে যাব।'

বুড়ো: 'তবে আমার বাবা আমাকে ধরে নিয়ে আসবে।'

বাপ্‌পা: 'আমরা লুকিয়ে থাকব।'

বেয়ারা টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। দুজনেই খেতে আরম্ভ করল। ওদের খাওয়া শেষ হতে হতেই দোকানের বাতি জ্বলে উঠল। রাস্তার আলো আগেই জ্বলেছিল। ওরা খেয়ে পয়সা দিয়ে বাইরে এল। বাপ্‌পা সেই সিগারেটের প্যাকেট বের করল। বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিল। বুড়ো একটা সিগারেট নিয়ে বাপ্‌পাকে দিল।

বাপ্‌পা: 'তুই রেখে দে, আমার ভাল লাগছে না।'

বুড়ো : 'আমার প্রাইভেট টিউটরকে দিয়ে দেব।'

বাপ্‌পা : 'রাগ করবেন না ?'

বুড়ো : 'বলব বাবা ভুল করে আমার ঘরে ফেলে গেছেন ! আপনি নিন।'

বাপ্‌পা হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'নেবেন ?'

বুড়ো : 'উনি খুব ভাল মানুষ। আমি দিলে ঠিক নিয়ে নেবেন, কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।'

বুড়ো একটা দোকানের জ্বলন্ত দড়ি থেকে সিগারেট ধরাল। ওদের যাবার পথে একটি বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট পড়ল, ভিতর থেকে হিন্দী সিনেমার গান ভেসে আসছে। তার পরের মোড়েই বিরাট জনতা। পুলিশ এসে পড়েছে, এবং জনতাকে তাড়া করছে।

'শালা, টিকেট দিয়েছ জায়গা দিতে পারবে না ?' কে একজন বলল, আর রাস্তা থেকে ইট তুলে ছুঁড়ে মারল। পুলিশ এদিকে তাড়া করল। জনতা ছুটল। তাদের সঙ্গে বুড়ো আর বাপ্‌পাও। চিৎকার শোনা গেল : 'কিশোরকুমারের গান শুনতে দিতে হবে…' তবু জনতা দৌড়ুচ্ছে। পুলিশ তাড়া করছে। বুড়ো আর বাপ্‌পা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। গলির মধ্যে প্রত্যেকটা বাড়ির দরজায় জানালায়, ওপরের ব্যালকনিতে, বেশির ভাগ নানা বয়সের মহিলাদের ভিড়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে : 'আমাদের দাবী মানতে হবে। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। বন্দেমাতরম।' সব স্মুদ্ধ একটা উৎসবের মেজাজ যেন। মহিলারা আর মেয়েরা হাসছে খিলখিল করে, অথচ উত্তেজিত। বুড়ো আর বাপ্‌পা চলতে চলতে অন্য একটা রাস্তায় এসে পড়ল। শান্ত আর নির্জন পাড়া, প্রত্যেকটা বাড়ি আলোয় উজ্জ্বল, অথচ গাছপালায় ঘেরা।

বুড়ো : 'ওখানে বোধ হয় বে ন ফাংশান ছিল।'

বাপ্‌পা : 'কিশোরকুমারের গান।'

বুড়ো : 'দারুণ, না ?'

বাপ্পা : 'বাজে আমার ভাল লাগে না।'

বুড়ো : 'তোর কার গান ভাল লাগে ? শ্যামল মিত্র ?'

বাপ্পা : 'সুচিত্রা মিত্র।'

বুড়ো : 'আমার দিদিরও তাই লাগে।'

রাস্তার শেষে একটা মোড়ে এসে দুজনেই থামল। বুড়ো বাঁদিকে মোড় ফেরবার সময় বলল, 'বাড়ি যাচ্ছি।'

বাপ্পা একটুখানি সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে বাড়ির দিকে গেল। কলিং বেল টিপে একটু অপেক্ষা করতেই কুসুম দরজা খুলে দিল। বাপ্পা সোজা বাথরুমে চলে গেল। বেরিয়ে এল হাতে মুখে জল দিয়ে। নিজের ঘরে গিয়ে তোয়ালে টেনে হাত মুখ মুছে পাশের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াল। কুসুম এসে জিজ্ঞেস করল, 'খেতে দেব ?'

বাপ্পা : 'না।'

কুসুম : 'তুমি কি আজকাল হত্তুকি খাচ্ছ ?'

বাপ্পা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী ?'

কুসুম : 'হত্তুকি এক রকম জিনিস, যা খেলে খিদে পায় না।'

বাপ্পা : 'না। আমি চাঁপ আর রুটি খেয়ে এলাম।'

কুসুম : 'বাইরে যা-তা খেলে অসুখ করে।'

বাপ্পা কোন জবাব না দিয়ে, নিজের ঘরে গেল। পায়জামা আর গেঞ্জি পরে পড়ার টেবিলের সামনে এসে বসল। ব্যাগ খুলে বই বের করল। ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল খাটের অন্য দিকে। বইগুলো সরিয়ে রেখে ড্রয়ারের ভিতর থেকে টেনে বের করল একটা বই। পাতা খুলতে দেখা গেল, লেখা রয়েছে, 'চোখের বালি'। নিচে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। বাপ্পা পাতা ওল্টাতেই কলিংবেল বাজল। বাপ্পা তাড়াতাড়ি বইটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে একটা পড়ার বই সামনে খুলে ধরল। বাইরের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হল। কিন্তু কারো গলার স্বর শোনা গেল না। কেবল দরজা বন্ধ করার শব্দ হল।

কয়েক সেকেণ্ড একেবারে নিঃশব্দ। তারপরে নিঃশব্দেই পাশের ঘরের দরজার পর্দা উঠল। সুমিতা। বাপ্‌পা তাকিয়ে দেখল। সুমিতা আস্তে আস্তে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, ওর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে যেন আপন মনে বলে উঠল, 'ওহ্, কী যে হবে তোর। আমি জানি না। এত বড় ডাঁহা মিথ্যা কথা বলতে পারলি!'

বাপ্‌পা মুখ নামিয়ে নিল। সুমিতা বলল, 'না, এভাবে চলতে পারে না। ওর কানে যদি এ কথা যায় তবে কি হবে? ক্রি করে বললি তুই অমন কথা? ভাগ্যিস আমি আজ ইস্কুলে গেছলাম।'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিল না। সুমিতা বলল, 'কী চাস তুই, আমাকে পরিষ্কার করে বল। চুপ করে থাকলে চলবে না।'

সুমিতার কথা শেষ হবার আগেই আবার কলিং বেল বাজল। সুমিতা নিজেই বাইরের ঘরে যাবার দরজা খুলে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

সরল ঢুকল। সুমিতার দিকে তাকাল।

সরল: 'খুব তাড়াতাড়ি এসেছ দেখছি?'

সুমিতা ঘড়ি দেখে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি। তুমিও তো তাই এসেছ।'

সুমিতা দরজা বন্ধ করল। সরল পাশের ঘরে গেল। চেয়ারে বসে জুতো মোজা খুলতে লাগল। সুমিতাও ভিতরে ঢুকে চুলের খোঁপা খুলতে খুলতে বলল, 'আমি এই মাত্র ঢুকেছি। চা খাবে তো?'

'চা?' যেন অবাক হল সরল। পরমুহূর্তেই বলল, 'হ্যাঁ করতে বল।'

সুমিতা ভিতর দিকে চলে গেল। সরল জুতো মোজা খুলে বাপ্‌পার ঘরের পর্দা তুলে দেখল। বাপ্‌পা মুখ নীচু করে বসে আছে। সরল সরে এল। সুমিতা ঢুকল, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আগে বাথরুমে যাবে না আমি যাব?'

সরল : 'তুমি ঘুরে এস। আমি জামা প্যাণ্ট ছাড়ি।'

সুমিতা চলে গেল। সরল ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকাল। জামা খুলে কাঁধে রেখে ট্রাউজার খুলল। গেঞ্জি আর বাইক পরা চেহারাটা আয়নায় দেখা যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই সে ওয়ার্ড্রোব খুলে জামা আর ট্রাউজার ভিতরে রাখল। একটা পায়জামা টেনে নিয়ে, বাইকটা টেনে খুলল। পায়জামা পরল। গেঞ্জিটাও খুলল এবং বাইক আর গেঞ্জি দরজার কোণে ছুঁড়ে দিল। তার স্বাস্থ্য বেশ ভাল, মেদবর্জিত শক্ত চেহারা, কিন্তু হাড়সার না।

সুমিতা বাথরুম থেকে বাইরের পোশাক বদলে একটা আটপৌরে শাড়ি পরে বাইরের শাড়ি জামা হাতে ঘরে ঢুকল। শাড়িটা পাট করতে করতে বলল, 'আগামী রোববার ডায়মণ্ডহারবারে যাব আমরা, কেমন?'

'হুঁ।' সরল ভিতরের দিকে চলে গেল। কিন্তু বাথরুমে না গিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, 'কে কে যাবে ডায়মণ্ডহারবারে?'

সুমিতা ওয়ার্ড্রোবে শাড়ি রাখতে রাখতে বলল, 'কেন, তুমি আমি বাপ্‌পা?'

সরল শক্ত মুখে বলল, 'তোমার কোনদিন সন্তান হবে না জেনে যে-ভাইকে সন্তানের মত রেখেছ সেই ভাইকে নিয়েই যেও।'

সুমিতা উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার মানে?'

সরল : 'তার মানে তুমি খুব ভালোই জানো। চাপতে চাইলেও আমি সব কিছু জেনে ফেলেছি।'

সুমিতা : 'ওহ্‌, তুমি বাপ্‌পার ওই ঘটনা বলছ? সে তো তোমাকে আমি বলতামই। তোমার চা খাবার পরে বলতাম।'

সরল : 'ওসব বুজরুকি আমি জানি।'

সুমিতার চোখে মুখে রাগ দপ দপ করে উঠল, বলল, 'বুজরুকি তুমি ভাবতে পারো। কিন্তু ও কথার মানে কি, আমার কোনদিন সন্তান হবে না বলে ভাইকে সন্তানের মত মানুষ করছি?'

সরল : 'মানে যা-তাই।'

সুমিতা : 'কেন, তুমি নিজেকে ডাক্তার দিয়ে টেস্ট করিয়েছ নাকি?'

সরল : 'তুমি করিয়েছ?'

সুমিতা : 'তুমি করিয়েছ কিনা বল না। তোমাকে তো আমি অনেকদিন আগেই ডাক্তারকে দেখাতে বলেছি।'

সরল : 'আমার দেখাবার দরকার নেই। আগে নিজেকে দেখাও।'

সুমিতা : 'সেটা আমি তোমার জন্য বাকি রাখিনি, বুঝলে?'

বলেই সুমিতা ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা ওর ব্যাগটা তুলে নিয়ে খুলে ভিতর থেকে হাতড়ে একটা খাম বের করে সরলের গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বলল, 'দেখে নাও, কলকাতার সব থেকে শ্রেষ্ঠ হরমোন বিশেষজ্ঞ আর গাইনিকোলজিস্টের রিপোর্টে কি লেখা আছে। আমার সাহস ছিল নিজেকে দেখাবার। এবার বুঝে নাও, কে কী।'

খামটা মেঝেয় পড়ল। সরলের মুখের চেহারা অবর্ণনীয়। উত্তেজনায় রাগে অপমানে সে যেন থরথর করে কাঁপছে। ইতিমধ্যে পাশের ঘরে বাপ্পা চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পায়জামা বদলে হাফপ্যান্ট পরে নিয়েছে, জামাটা পরবার সময়েই সরলের ক্ষিপ্ত চিৎকার শোনা গেল, 'আমি তোমার এসব রিপোর্টে থু থু দিই।'

সুমিতাও চিৎকার করে উঠল, 'কেন দেবে? সত্যিকে এ ভাবে ঢাকা দেওয়া যায় না, বুঝলে। তোমার সৎ সাহস নেই।'

'সৎ সাহস?' বলেই সরল নিচু হয়ে খামটা তুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগল, আর গর্জন করল, 'সৎ সাহস! সৎ সাহস!'

সুমিতাও এবার খানিকটা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্বরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সৎ সাহস, তা না হলে সন্তানের মা না হতে পারার জন্য আমাকে অপমান করতে না।'

কথা শেষ হতে না হতেই গোঙানির সঙ্গে হু হু করে কেঁদে উঠল সুমিতা।

বাপ্‌পা তখন জামা পরে নিঃশব্দে বাইরের ঘরে গিয়ে ছিটকিনি খুলে দ্রুত সিঁড়ি টপকে নিচে নামল। নেমেই ছুটতে লাগল।

বাপ্‌পা প্রায় ছুটতে ছুটতেই এল বুড়োদের বাড়িতে। ওপর তলাটা প্রায় নিঝুম মনে হচ্ছে। সামনের বড় ঘরটায় একটি অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মাঝখানে একটা ডিমের আকৃতির টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। বাপ্‌পা কোনদিন এই হলঘরের মত বড় ঘরটায় কারোকে বসতে দেখেনি। ডান পাশের দুটো ঘরে বুড়োর বাবার অফিসের কাজকর্ম ইত্যাদি হয়। বাঁদিকের একটা ঘরে বুড়ো পড়ে। আর একটা ঘরে ওর ছোট বোন পড়ে।

বাপ্‌পা দেখল, বুড়োর পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ও পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে অল্প একটু পর্দা সরাল। দেখল, বুড়ো ওর প্রাইভেট টিউটরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। বুড়োর মুখটা দরজার দিকে। প্রাইভেট টিউটর পিছন ফিরে বসেছেন, বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি নিজের চোখেই দেখেছি, ওদের দেশের সিগারেটের প্যাকেটে মড়ার খুলি আর হাড়ের ক্রস আঁকা থাকে। তার মানে হল, ডেঞ্জার। মানে মৃত্যু!'

বুড়ো: 'সিগারেট খেলে?'

টিউটর: 'হ্যাঁ। যেমন দ্যাখ না, ইলেকট্রিকের হেভি ভোল্‌টেজের গায়ে আঁকা থাকে? ইলেকট্রিক ট্রেনের দরজায় আঁকা থাকে?'

বুড়ো: 'তবে আপনি সিগারেট খান কেন?'

প্রাইভেট টিউটর একটু নড়েচড়ে বসলেন, বললেন, 'সেটা অন্যায় করি, একটা খারাপ নেশা করে ফেলেছি। যাই হোক,

তোমার জিওমেট্রির কোন্ থিওরেমটা যেন মাথায় ঢুকছিল না, বের কর।'

ঠিক এ সময়েই দরজার দিকে বুড়োর চোখ পড়ল, বাপ্পাকে দেখতে পেল, ওর চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলল, 'আসছি স্যার।'

টিউটর পিছন ফিরে দেখবার আগেই বাপ্পা সরে এল। বুড়ো বেরিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে বাপ্পা?'

বাপ্পাও ফিসফিস করে বলল, 'বাড়ি থেকে চলে এলাম। আজকের ইস্কুলের ব্যাপারটা সরলদা আর দিদি জেনে ফেলেছে, ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেছে, তারপরে আমি আর থাকতে পারলাম না।'

বুড়ো বাপ্পার হাত টেনে ধরে দোতলার সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, 'বাড়িতে কেউ নেই, আমার ছোট বোন ছাড়া। তুই ওপরে একটু অপেক্ষা কর, আমি স্যারকে ভাগিয়ে আসছি।'

বাপ্পা: 'তোর বাবা মা দিদি সব কোথায় গেছে?'

উপরের বারান্দায় উঠে বুড়ো বলল, 'দিদিকে দেখাতে গেছে—মানে, জার্মান থেকে একজন বাঙালী ছেলে এসেছে। সে একটা হোটেলে আসবে, বাবা মা দিদিকে নিয়ে সেখানে গেছে। দুজনের দুজনকে পছন্দ হলে বিয়ে হবে।'

বাপ্পা অবাক হয়ে বলল, 'তোর দিদির সঙ্গে টুটুলদার বিয়ে হবে না?'

বুড়ো একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে আলো জ্বালল, বলল, 'না। টুটুলদা তো ছোট একটা চাকরি করে, আর কবিতা লেখে, গরীব।'

বাপ্পার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য, বুড়োর দিদিকে টুটুলদা (শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) একদিন নিচের ঘরের অন্ধকারে জড়িয়ে ধরে আদর করছিল, যা ও ওর নোটবুকে লিখে রেখেছে।

নিচেটা প্রায়ই ফাঁকা থাকে। শোবার খাবার সব ব্যবস্থাই ওপরে। রাত্রের কাজ মিটে গেলে ঠাকুর চাকরেরা নিচে শুতে আসে।

বুড়ো : 'তুই এ ঘরে একটু বোস্। এখানে কেউ আসবে না। আমি আসছি।' বলেই বুড়ো বেরিয়ে গেল।

বাপ্‌পা এ ঘরে আগেও এসেছে। এ ঘরে দু পাশে দুটো সিঙ্গল খাট। একটাতে বুড়ো আর একটাতে ওর ছোট বোন শোয়। পাশের ঘরেই বুড়োর বাবা মা শোয়। দোতলার একেবারে অন্যদিকে রান্নাঘর, পাশেই খাবার ঘর। সেদিক থেকে মাঝে মাঝে দু-একটা গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বাপ্‌পা একলা একলা কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ও দরজাটা ভেজিয়ে দিল। একটা বেতের চেয়ার, একটা আয়না বসানো আলমারি আর এক কোণে প্রায় চার ফুট উঁচু একটা বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া। কালো রঙ আর সাদা পাথরের চোখ। মনে হয় জ্বল্‌জ্বল্ চোখে তাকিয়ে আছে। বাপ্‌পা জানে কোন্ একটা একজিবিশনে গিয়ে বুড়োর ছোট বোন খুকুর এ ঘোড়াটা ভাল লেগেছিল বলে ওর বাবা কিনে দিয়েছেন। আর ঘোড়াটাকে দেখলেই বাপ্‌পার খুব ইচ্ছা হয় পিঠে চাপে। বাপ্‌পা একবার আশেপাশে দেখে ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল। কান ধরে পাথরের চোখ দুটো নিচু হয়ে দেখল। তারপরে আস্তে আস্তে ঘোড়াটার পিঠে চাপল। চাপতেই মট করে একটা শব্দ হল, আর ঘোড়াটা বাঁদিকে বেঁকে গেল। বাপ্‌পা তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ল। ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, পিছনের বাঁদিকের পা-টা খানিকটা ভেঙে গিয়েছে। আরও দেখল, পেটের কাছে ফেটে গিয়েছে। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল, ঘোড়াটার সামনে থেকে ও সরে এল।

'কে রে ?'

বাপ্‌পা চমকে পিছন ফিরে দেখল খুকু ঘরে ঢুকেছে। খুকু অবাক হয়ে বলল, 'কখন এসেছিস রে বাপ্‌পা ?'

বাপ্‌পা ঃ 'এই তো একটু আগে।'

খুকুর বয়স বছর এগারো, শার্কস্কিনের মত মোলায়েম কাপড়ের স্লিভলেস্‌ খাটো ফ্রক পরে আছে। ওর ঘাড় অবধি চুলগুলো কোঁকড়ানো আর ঝাড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'ছোড়দা জানে?'

বাপ্‌পা ঃ 'হ্যাঁ।'

খুকু আলমারি খুলে পেন্সিল কলার বক্স বের করে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'তুই বোস।'

বাপ্‌পা ঃ 'এই খুকু—'

খুকু ফিরে দাঁড়াল। বাপ্‌পা অপরাধীর মত অনুতপ্ত স্বরে বলল, 'আমি তোর ঘোড়ায় চাপতে গেছলাম, একটা পা একটু ভেঙে গেছে আর পেটের কাছে—।' খুকু বাকীটা শোনার আগেই, 'আমার চৈতি ভেঙে গেছে!' বলেই ঘোড়াটার কাছে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটাকে কাত হয়ে থাকতে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল।

বুড়ো এসে ঢুকল, জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

বাপ্‌পা ঃ 'আমি ঘোড়ায় চাপতে গেছলাম। একটা পা একটু—'

ওর কথা শেষ হবার আগেই বুড়ো ঘোড়ার সামনে এগিয়ে গেল। দেখল, তারপরে খুকুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কাঁদিস না খুকু, আমি ওটা সারিয়ে দেব, দেখবি কিছু বোঝা যাবে না।'

খুকু কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'খুঁতো হয়ে যাবে।'

বুড়ো ঃ 'হবে না, দেখিস আমি এমন সারিয়ে দেব, কিচ্ছু বোঝা যাবে না।'

ও খুকুকে টেনে নিয়ে চলতে চলতে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বাপ্‌পাকে আসতে বলল। খুকুর কান্নায় বাপ্‌পার মুখ বিষণ্ণ। তিনজনেই নিচে নেমে এল।

বুড়ো ঃ 'খুকু চুপ কর, যা পড়তে যা, তোর দিদিমনি বসে আছেন। দেখিস, আমি ঠিক সারিয়ে দেব।'

ও খুকুকে ওর পড়ার ঘরে ঠেলে দিয়ে বাপ্‌পাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

বাপ্‌পা: 'আমি ভেবেছিলাম ঘোড়াটা খুব শক্ত।'

বুড়ো: 'মাটির ঘোড়া আবার শক্ত হবে কি করে। ওটা তো ফাঁপা।'

বাপ্‌পা: 'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

বুড়ো: 'সে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই এখন কি করবি?'

বাপ্‌পা: 'কিছুই জানি না।'

বুড়ো: 'রাত্রে খাবার ভাবনা কিছু নেই, তোর কাছে তো পয়সা আছে?'

বাপ্‌পা: 'না, নিয়ে আসতে পারিনি।'

বুড়ো: 'তাহলে? আমাদের বাড়িতে চল, কিছু খেয়ে আসবি।'

বাপ্‌পা: 'আজ রাত্রে না খেলেও চলে যাবে।'

বুড়ো: 'কিন্তু থাকবি কোথায়?'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিল না। একটা গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলো ওদের দুজনের ওপরে পড়ল তারপরেই আলোটা মোড় নিয়ে বেঁকে গেল।

বুড়ো: 'ঠিক আছে, তোর থাকবার ব্যবস্থা আমি করছি।'

বাপ্‌পা: 'কি করবি?'

বুড়ো: 'আমাদের বাড়ির পেছনের রাস্তার ওপরে যে বিরাট বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, তার চারতলা অবধি ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। দরোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে যে কোন দিক দিয়ে ঢুকলে—'

বাপ্‌পা: 'ঠিক বলেছিস।'

ওরা দুজনেই আবার রাস্তা বদলাল। কয়েকটা রাস্তা ঘুরে ওরা একটা বিশাল আণ্ডার-কনস্ট্রাকশন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা লম্বা চালাঘরের সামনে খাটিয়ার ওপরে একজন বসে আছে। কংক্রীট মেশিনের সামনে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে!

বুড়ো : 'পিছন দিক দিয়ে আয়। ওদিকে একটা জায়গা আছে, সেখান দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায়।'

বাপ্‌পা : 'সেখানে কেউ নেই?'

বুড়ো : 'না। ওটা একটা সিঁড়ি। পিছনে আর একটা সিঁড়ি আছে।'

ওরা দুজনেই বাড়ির পিছন দিকে এল। পিছনটা প্রায় অন্ধকার, রাস্তার আলো এসে পড়েছে। গোটা স্ট্রাকচার বাঁশের ভারায় জড়ানো। একটা কুকুর ডেকে উঠল সামনে থেকেই এবং তারপরেই কুকুরটাকে দেখা গেল। বাপ্‌পা এক টুকরো ইট তুলে কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে মারল। কুকুরটা দৌড়ে পালাল। কিন্তু দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

বুড়ো : 'এই যে, এদিক দিয়ে আয়।'

দরজা বসানো হয়নি এমন একটি ফাঁক দিয়ে দুজনে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকল। কয়েক পা গিয়েই হোঁচট খেল। দু ধাপ সিঁড়ি। বুড়োর একটু লেগেছে। বলল, 'উহ্, এখানে যে দুটো ধাপ আছে মনে ছিল না। বাপ্‌পা সাবধানে আসিস।'

দু ধাপ উঠে বাঁদিকে ফিরতেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি পাওয়া গেল এবং আট দশ ধাপ ওপরেই সিঁড়ি বাঁক নেবার আগে একটা জানালাহীন চৌকো ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা গেল। ওরা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। এখনো পর্যন্ত ইটের গাঁথনি আর ঢালাই ছাড়া কিছুই হয়নি। ওর তিনতলায় উঠল। সামনেই লম্বা ব্যালকনি, লোহার পাইপের রেলিং। অন্ধকার হালকা হয়ে গেলে ওরা এখন অনেক স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে সব, ব্যালকনির দুপাশে ঘর। সামনের ঘরের পিছন দিয়ে লম্বা করিডর অন্ধকারে সুড়ং-এর মত দেখাচ্ছে। দুপাশে জানালা দরজাহীন ঘর রয়েছে, বোঝা যায়।

বুড়ো : 'সামনের দিকে কোন ঘরে না থেকে ভিতরের দিকের কোন একটা ঘরে থাকা ভাল। কেউ টের পাবে না।'

বাপ্‌পা ঃ 'তাই চল।'

দুজনেই করিডর দিয়ে এগোল। বাপ্‌পা বলল, 'দেশলাই থাকলে ভাল হত।'

বুড়ো দু পাশের প্রত্যেকটা ঘরে উঁকি মেরে মেরে দেখতে লাগল। জানালা দরজা বসানো হয়নি বলেই অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল একটা ঘরে দরজা বসানো এবং দরজা খোলা। বাপ্‌পা সেই ঘরে ঢুকল। পিছনে বুড়ো। দেখা গেল সামনের ব্যালকনির দিকেও দরজা আছে এবং খোলা। জানালায় গ্রীল বসানো। তারপরেই লক্ষ্য পড়ল একটা নেয়ারের খাটিয়াও ঘরের এক ধারে পাতা আছে।

বুড়ো ঃ 'এখানে বোধহয় কেউ থাকে।'

বাপ্‌পা ঃ 'থাকলে বিছানা থাকত না? সে সব কিছুই নেই।'

বুড়ো ঘরের দেওয়ালে হাতড়ে হাতড়ে দেখল। কোন দেওয়াল আলমারি তৈরি হয়নি। সবই ফাঁকা। কিন্তু এক পাশে একটা ছোট আলমারি আছে। তার গায়ে ছোট একটা তালা লাগানো আছে।

বুড়োঃ 'একটা আলমারি রয়েছে।'

বাপ্‌পা ঃ 'তাহলে নিশ্চয় কেউ থাকে।'

বুড়ো ঃ 'রাত্রে যদি কেউ আসে?'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিতে পারল না। এখানে যে মানুষ থাকে, তা ও বুঝতে পারছে। অন্য কোন ঘরে শুতে হলে ওকে খালি মেঝের ওপর শুতে হবে।

বুড়ো ঃ 'এক কাজ কর বাপ্‌পা, তুই দুদিকের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। যদি কেউ আসে তুই দরজা খুলে পালিয়ে যাবি। আর যদি ধরা পড়িস আমার কথা বলবি। আমি তো সকালবেলাতেই আসছি।'

বাপ্‌পা ঃ 'তোর কথা বললে কি হবে?'

বুড়ো ঃ 'দরোয়ানটা আমাকে চেনে। আমি বলব-আমার বন্ধু। তুই তো কিছু চুরি করছিস না, খালি রাতটা থাকবি।'

বাপ্‌পা ঃ 'তা ঠিক।'

বুড়ো ঃ 'কিন্তু কাল কি করবি? কি খাবি?'

বাপ্‌পা ঃ 'এখন আমি কিছুই জানি না।'

বুড়ো ঃ 'সকালবেলা আমি তোর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসব।'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিল না। ও ব্যালকনির দিকে বাইরে তাকিয়ে দেখল। সামনের রাস্তার ধারে বাড়িগুলোর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে।

বুড়ো বলল, 'আমি তাহলে যাচ্ছি। বাবা মা এসে খোঁজ করবে।'

বাপ্‌পা বলল ঃ 'ঠিক আছে।'

বুড়ো অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে গেল। বাপ্‌পা ব্যালকনিতে গেল, নিচের দিকে উঁকি দিতেই ওর মুখে আলো পড়ল। ও সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিয়ে এল। মুখটা অল্প বাড়িয়ে ও নিচে দরোয়ানকে দেখতে পেল। বিড়ি টানতে টানতে সে পায়চারি করছে। বাপ্‌পা ঘরের মধ্যে ফিরে এল। করিডরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল। এদিকটাকে বেশি ভয় করছে। কেউ এলে এদিক দিয়েই আসবে। তারপরে ও আবার সামনের দিকের ব্যালকনিতে এল। কংক্রিট মেসিনের উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে দরোয়ান অন্য একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কথাবার্তা কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মনে হয় ওরা নিচু স্বরে কথা বলছে। কথা বলতে বলতে দরোয়ান হাত তুলে লম্বা চালাঘরের দিকে দেখাল। হাত নাড়িয়ে চালাঘরের পিছন দিকটা দেখাল। অন্য লোকটি মাথা নাড়তে লাগল। সরু প্যাণ্ট, বুক খোলা হাওয়াই শার্ট আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল, রোগা লোকটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি না।

লোকটা রাস্তার দিকে চলে গেল। দরোয়ান আবার চালাঘরের

দিকে এগিয়ে গেল। বাপ্‌পা চালাঘরের পিছনে তাকিয়ে দেখল পাশেও অ্যাসবেস্টসের শেড দেওয়া লম্বা চালা দেখা যাচ্ছে। সেখানে ঘন ঘন গাড়ির হর্ন আর হঠাৎ হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাচ্ছে। বাপ্‌পার মনে পড়ল ওটা একটা মোটর গ্যারেজ। তারপরেই কয়েকটা বাড়ি। সেদিক থেকেই রেডিওর চড়া স্বরে সুচিত্রা মিত্রের গান ভেসে আসছে। গলাটা ওর খুব চেনা। সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্র-সংগীত হচ্ছে, 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে / আমি কুড়িয়ে নিয়েছি / তোমার চরণে দিয়েছি / লহ লহ করুণ করে।...

বাপ্‌পা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনল। তারপরে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে ব্যালকনির দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল। অন্ধকারের মধ্যে হাঁতড়ে নেয়ারের খাটের কাছে গিয়ে খাটের মাঝখানটা হাত দিয়ে দেখে জুতো পায়েই শুয়ে পড়ল। চোখ মেলে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। ওর প্রথম চিন্তা মাথায় এল টাকার খুব দরকার। টাকা না হলে একটা দিনও চলবে না। অথচ আশ্চর্য, ওর চোখ বুজে আসছে। উত্তেজনা দুর্ভাবনার ভার আর বইতে পারছে না।

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় সরল হাঁটতে হাঁটতে বুড়োদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বন্ধ ঘরের বন্ধ দরজার সামনে জিরো পাওয়ারের আলোতে কলিংবেলের বোতামটা দেখে টিপল। ভিতরে তখনো লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ওপরের জানালায় আলো। সরল পিছন ফিরে দেখল সুমিতা নেই। ও সঙ্গে সঙ্গে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে গেল, সামনে একজন চাকর। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?'

সরল একটু অস্বস্তি বোধ করল, লোকটাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুড়োর বন্ধু বাপ্‌পা এখানে এসেছে?'

চাকরটা অবাক হয়ে বলল, 'না তো। বুড়ো তো অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছে।'

সরল ঃ 'ও, আচ্ছা ঠিক আছে।'

সরল রাস্তায় নেমে এল। সুমিতা ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এসেছে?'

সরল ঃ 'না।'

দুজনে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সরল বলল, 'ওর আর কে বন্ধু আছে আমি জানি না। তা ছাড়া এত রাত্রে কারো বাড়ি যাওয়া যায় না।'

সুমিতা ঃ 'না না, আর কোথাও যেতে হবে না। কোথাও না কোথাও আছে, কাল ঠিক বাড়ি ফিরে আসবে। কোথায় যাবে ও? চল, আমরা বাড়ি যাই!'

সুমিতা রাত্রের নির্জন রাস্তায় সরলের গায়ের কাছে ঘন হয়ে এল। সরল ওর একটা হাত চেপে ধরল। একটা উদ্বেগের মধ্যেও সুমিতাকে সুখী মনে হল।

এদিকে বাপ্‌পা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ওর খেয়াল নেই, হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। প্রথমেই ও দেখল ভোরের হাল্কা আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। করিডরের দরজায় শব্দটা এখনো হচ্ছে। কেউ যে ঠক ঠক করছে তা না, কেউ যেন দরজাটায় জোরে চাপ দিচ্ছে। বাপ্‌পা মেঝেয় নেমে দাঁড়াল। ব্যালকনির দরজার দিকে ফিরে তাকাল। এ সময়ে সে করিডরের দরজার কাছে অস্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পেল, থাক, দরকার নেই। এখানেই থাক। তারপরেই কয়েকটা পায়ের শব্দ ধুপ ধুপ করে মিলিয়ে গেল।

বাপ্‌পা কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভোর হয়ে আসছে। আর থাকা উচিত হবে না। ও করিডরের দিকে দরজা খুলতে গিয়েও আবার পিছন ফিরে তালা লাগানো আলমারিটার দিকে তাকাল। আলমারিটার কাছে গিয়ে তালাটা টান দিতেই খুলে গেল দেখে ও খুব অবাক হল। তারপর আস্তে আলমারির পাল্লা খুলল। আলমারিটা লম্বায় ওর থেকেও ছোট। ও নিচু হয়ে দেখল একটা ধাপে কিছু রসিদ বই, কুপন, স্ট্যাম্প প্যাড, কতকগুলো রবার স্ট্যাম্প, গঁদের শিশি। আর একটা ধাপে অনেকটা টাইপ মেসিনের মত কি রয়েছে। তারপরেই ওর লক্ষ্য পড়ল মেসিনটার গায়ে ইংরেজীতে লেখা আছে FACIT। তখন ওর মনে পড়ে গেল, এটা ক্যালকুলেটিঙ মেসিন। সরলদার অফিসে আছে। সরলদা বাড়ি এসে সুমিতাকে গল্প করেছিল, সে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফ্যাসিট ক্যালকুলেটিঙ মেসিন কিনেছে, দাম পড়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকা।

বাপ্‌পা দেখল এ মেসিনটা নতুন ঝকঝকে, ক্রীম রঙের। ও আবার আলমারির পাল্লা বন্ধ করবার সময়েই নিচে কয়েকজন লোকের গলা শুনতে পেল, সবই হিন্দী কথা।

'কাল তো রাতভর নিদ নহি আয়া। বস্তিমে···।'

'এই সরযূ মেরা লোটা কঁহা?'

'হামারা পাশ।'

বাপ্‌পা গ্রিলের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল জনমজুরেরা সব আসতে আরম্ভ করেছে। ও তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে করিডরের দরজাটা খুলল, আর খুলতেই পা বাড়াতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা লোক দরজার কাছে পড়ে আছে। মোটা পাঞ্জাবীর এখানে সেখানে রক্ত লেগে আছে। ধুতি পরা। একটা পায়ে পুরনো সস্তা স্যাণ্ডেল, আর একটা খুলে পড়েছে। লোকটার বুকের ওপরে লাল রঙে লেখা একটা কাগজ। বাপ্‌পা নিচু হয়ে দেখল। লেখা আছেঃ প্রত্যেকটি শ্রেণীশত্রুকে খতম করা হবে। বাপ্‌পা শুনতে পেল

ডানদিকে লোকজনের গলার স্বর নিচে থেকে ওপরে উঠে আসছে। ও পড়ে থাকা শরীরটাকে ডিঙিয়ে বাঁদিকের করিডর দিয়ে দৌড়ুল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যে পথ দিয়ে রাতে ঢুকেছিল সে-পথে বেরোবার আগে একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখে নিল। কেউ নেই। ও বাঁদিকে ইটের খোয়া চুন বালি সিমেণ্টের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। পিছনের নির্জন রাস্তায় এসে ওর মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগেই তিনতলার বন্ধ ঘরের দরজা যেন কারা ঠেলছিল, এবং গলার শব্দ শোনা গিয়েছিল। তারাই বোধহয় লোকটাকে মেরে ফেলে রেখে গিয়েছে। শ্রেণীশত্রু। মানে কী? আজকাল প্রত্যেক দেওয়ালেই ওসব কথা লেখা থাকে আর শ্রেণী-শত্রুদের মেরে ফেলা হয়। কিন্তু বুড়ো নিশ্চয়ই এত ভোরে এখানে আসবে না। অথচ বাপ্‌পার ভীষণ খিদে পাচ্ছে। ও ভারা বাঁধা বাড়িটার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেল জনমজুরেরা ছুটো-ছুটি করছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে, 'খুন! খুন হো গয়া। এক আদমি কো মার ডালা। লাশ তিনতলামে···।'

বাপ্‌পা থমকে দাঁড়াল। আশেপাশের বাড়ির জানালা খুলে অনেকে মুখ বাড়াল। দু-একজন বাপ্‌পার কাছেই রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মজুরদের ভীড় জমে গিয়েছে, নতুন বাড়িটার চত্বরে নানান্ জনে নানান্ কথা বলছে। দরোয়ান চিৎকার করে উঠল, 'আরে বাপরে, গুদাম কা অন্দরসে বহুত মাল চোরি হো গয়া। চোর লোগ্ গুদাম কা পিছে একদম তোড় ডালা।'

বলতে বলতে সে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে গেল। বাপ্‌পার চোখের সামনে গতকাল রাত্রের সেই ছবিটা ভেসে উঠল, এই দরোয়ান তখন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চালাঘরের পিছন দিকটা দেখাচ্ছিল। একজন বাপ্‌পার পাশ থেকে বলে উঠল, 'এক সঙ্গে খুন আর চুরি?'

এ সময়েই একটা জীপ গোঁ গোঁ শব্দ করে ছুটে এল। সবাই

রাস্তার ধারে সরে গেল। বাপ্‌পা দেখতে পেল জীপের মধ্যে রিভলবার কোমরে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর, পিছনে কয়েকজন রাইফেলধারী পুলিশ।

'পুলিশ এসে পড়েছে। এবার কেটে পড়ি বাবা।' কে যেন বলে উঠল। জীপ সোজা ঢুকে গেল নতুন বাড়িটার চত্বরে। দরোয়ানও আবার দৌড়ুতে দৌড়ুতে ঢুকল চত্বরে। এমন সময় বাপ্‌পার হাতটা কে যেন চেপে ধরল। বাপ্‌পা চমকে তাকিয়ে দেখল বুড়ো।

বাপ্‌পা: 'এসেছিস? চল।'

ওরা দুজনেই চলতে আরম্ভ করল।

বুড়ো: 'দূর থেকে ভীড় দেখে আমি ভাবলাম তোকে নিয়েই বোধ হয় কোন কাণ্ড হচ্ছে।'

বাপ্‌পা: 'না আমি তার আগেই বেরিয়ে এসেছি।'

বুড়ো: 'কী হয়েছে?'

বাপ্‌পা: 'আমি যে ঘরটায় শুয়েছিলাম, সে-ঘরের দরজার সামনে একটা লোককে কারা মেরে ফেলে রেখে গেছে। লোকটার গায়ের ওপরে একটা কাগজে লেখা রয়েছে: 'প্রত্যেকটি শ্রেণীশত্রুকে খতম করা হবে।'

বুড়ো: 'ওহ্, এই ব্যাপার, এ তো রোজই হয়। কিন্তু বাপ্‌পা, আমি কোন খাবার আনতে পারি নি। সব তালা বন্ধ। এখনও কেউ ওঠেনি। আমি খুকুকে বলে বেরিয়ে এসেছি।'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিল না। একটা ঢোক গিলল। সামনেই একটা টিউবওয়েল দেখে বলল, 'তুই একটু টিউবওয়েল টেপ্। আমি মুখ ধোব।'

বুড়ো টিউবওয়েলের হাতল ধরে চাপ দিতে লাগল। বাপ্‌পা চোখে মুখে জল দিয়ে কয়েক গণ্ডুষ পান করল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে দুজনে চলতে লাগল। দু-একজন ডিপো থেকে দুধের বোতল নিয়ে ফিরছে। হঠাৎ বাপ্‌পার চোখে

পড়ল একটা বাঁধানো বটগাছের নিচে, বাঁধানো চত্বরের ওপর ছুটো ছুধের বোতল। বটগাছের গোড়ায় সিঁছুর মাখানো পাথরের সামনে একটি ভৃত্য শ্রেণীর অবাঙালী লোক উপুড় হয়ে পাথরে প্রণাম করছে। ও কোনদিকে না তাকিয়ে বোতল ছুটো তুলে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। বুড়ো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবার প্রণাম করা লোকটিকে দেখল, তারপরে বাপ্‌পা যে দিকে ছুটেছে সেইদিকে ছুটল। বাপ্‌পা তখন একটা সরু রাস্তায় ঢুকেছে। বুড়ো দেখতে পেল বাপ্‌পা সরু রাস্তার শেষ প্রান্তে ডানদিকে মোড় নেবার আগে পিছন ফিরে তাকাল, তারপর বুড়োকে হাত তুলে হাতছানি দিয়ে ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুড়োও ছুটে ডানদিকে গেল। সামনেই চারিদিকে রেলিং লাগানো একটা পুকুর। বাপ্‌পা রেলিঙের ভিতর দিয়ে ছুধের বোতল ছুটো ঘাসের মধ্যে নামিয়ে দিল। বুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বাপ্‌পাও হাঁপাতে হাঁপাতে হাসল।

বাপ্‌পা ঃ 'এ পাড়াটা নিঝুম, এখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি।'

বুড়ো ঃ 'ছুধটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলি কেন?'

বাপ্‌পা ঃ 'একটু জিরিয়ে নিয়ে খাব।' বলে ও রেলিঙের সিমেণ্টের গাঁথনির ওপর বসল। বুড়োও বসল। বুড়ো হাসতে লাগল।

বাপ্‌পা ঃ 'হাসছিস কেন?'

বুড়ো ঃ 'লোকটা নমস্কার করে উঠে দেখবে ছুধের বোতল নেই। তোর ভয় করল না?'

বাপ্‌পা ঃ 'খুব খিদে পেয়েছে।' বলে ও পিছন ফিরে একটা বোতল তুলে নিয়ে বুড়োর হাতে দিল। আর একটা নিজের হাতে নিল। তারপর বোতলের মুখের দস্তার সিল্ ছিঁড়ে ঢকঢক করে গলায় ঢালল। খানিকটা ঢেলে বুড়োর দিকে ফিরে বলল, 'খা।'

বুড়ো হেসে উঠে সিল্ ছিঁড়ে ছুধ গলায় ঢালল। বাপ্‌পাও

ঢালল। ওর কষ বেয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। আবার দুধ খেল। বোতলের দুধ শেষ করে বাপ্‌পা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পুকুরে ছুঁড়ব। দেখি, কে বেশি দূরে ছুঁড়তে পারে। তুই আগে ছোঁড়।'

বুড়ো : 'তুই আগে।'

বাপ্‌পা একটু পিছিয়ে গিয়ে ছুটে এসে বোতল ছুঁড়ল। পুকুরের জলে পড়ল, শব্দ হল, কয়েক সেকেণ্ড ভেসেই বোতলটা জলের মধ্যে ডুবে গেল। বুড়ো বাপ্‌পার মতই বোতল ছুঁড়ল। বাপ্‌পার থেকে দু-তিন হাত পিছনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাপ্‌পার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বুড়ো বলল, 'তুই ফার্স্ট।'

বাপ্‌পা ওর হাত চেপে টানতে টানতে চলতে লাগল। রোদ উঠেছে। ওরা একটা চার্চের সামনে দিয়ে চলেছে। ছোট বাচ্চাদের ইস্কুলের গাড়ি একটা চলে গেল। বাচ্চারা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। বাপ্‌পা হাত তুলে দেখাল। দু-তিনটে বাচ্চা হাসল।

বুড়ো : 'এখন তা হলে কী করবি?'

বাপ্‌পা : 'একটা কাজ করা দরকার।'

বুড়ো : 'কী কাজ?'

বাপ্‌পা : 'কোন রেস্টুরেণ্ট আমাকে কাজে নেবে না? আমার মত অনেক ছেলে তো সেখানে কাজ করে।'

বুড়ো : 'তুই কি পারবি?'

বাপ্‌পা : 'ওরা পারলে আমি কেন পারব না?'

বুড়ো কোন জবাব দিল না। দুজনেই চুপচাপ হাঁটতে লাগল। ক্রমেই রাস্তায় গাড়ি আর লোকের ভিড় আর ব্যস্ততা বাড়ছে। দূর থেকে লাউড-স্পীকারে গান ভেসে আসছে অস্পষ্ট ভাবে। ওরা ট্রাম রাস্তা দিয়ে চলেছে। ইস্কুলের ইউনিফর্ম পরা দশ বারো বছরের এক ঝাঁক মেয়ে ওদের পাশ দিয়ে গেল। সামনে মেয়েদের একটি হস্টেল থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের দুটি মেয়ে বেরিয়ে এল। একজনের

শাড়ি পরা আর একজন ভোটিয়া মেয়ে তার নিজের পোশাকে। বুড়ো আর বাপ্‌পার সঙ্গে তাদের প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। ভোটিয়া মেয়েটি বাপ্‌পার গাল টিপে দিয়ে হেসে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। দুজনেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভ্যানে উঠল। ভ্যানটা ছেড়ে দিল।

বুড়ো ঃ 'আমি এখন বাড়ি যাই। দশটার সময় তুই কোথায় থাকবি? আমি সেখানে আসব, তখন তোর জন্য খাবার নিয়ে আসব। আর যদি পারি কিছু পয়সাও নিয়ে আসব।'

বাপ্‌পা ঃ 'কাছাকাছি থাকতে ভয় লাগছে। সরলদা দেখে ফেলতে পারে।'

বুড়ো ঃ 'খুড়োর দোকানে থাকবি?'

বাপ্‌পা ঃ 'নিত্যরা ওখানে সিগারেট টানতে যাবে।'

বুড়ো ঃ 'তা ঠিক। সব থেকে ভাল তুই খেলার মাঠের পাশে পার্কের মধ্যে কোন গাছতলায় থাকিস।'

বাপ্‌পা ঃ 'সেই ভাল।'

বুড়ো ঃ 'যাচ্ছি।' বলেই দৌড়ুতে লাগল।

বাপ্‌পা দাঁড়িয়ে দেখল। কাছেই কোথায় রেডিওতে জোরে বেজে উঠল সংবাদ, 'দ্য পীস্ ডিস্কাসন অব্ ভিয়েৎনাম ইন প্যারিস··· পরমুহূর্তেই রেডিওতে পিক্ পিক্ শব্দ করে একটা বাজনা বেজে উঠল, তার সঙ্গে মহিলা পুরুষের সমবেত গলায় গান, যার ভাষা বাপ্‌পা কিছুই বুঝল না। বাপ্‌পা হাঁটতে হাঁটতে পার্কের ভিতর এসে ঢুকল। দু-একজন ছাড়া কেউ নেই। ছেলেদের খেলবার দোলনা স্লোপিং ল্যাডার সবই এখন শূন্য। বাপ্‌পা এক পাশে একটি গাছতলার ঠাণ্ডা সবুজ ঘাসের ওপর বসল। তারপরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

দশটা বেজে যাবার পরে বুড়ো এল। বাপ্‌পা তখন একটা কাঠবিড়ালির দিকে দেখছিল যে ওর খুব কাছেই দৌড়াদৌড়ি করছিল, একবার গাছে উঠছিল। আবার নেমে আসছিল, এবং ঘাসের ওপর

ছুটে কী যেন খাচ্ছিল সামনের দু পা তুলে। বুড়ো বইয়ের ব্যাগটা রেখে একটা প্যাকেট বাপ্‌পার দিকে বাড়িয়ে দিল। বাপ্‌পা খুলে দেখল কয়েক স্লাইস পাঁউরুটি, বেগুন আর আলুভাজা। বাপ্‌পা খেতে আরম্ভ করল। বুড়ো পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

বাপ্‌পা : ''চোখের বালি' বইটা থাকলে পড়া যেত।'

বুড়ো : 'বইটা কোথায় ?'

বাপ্‌পা : 'আমার ড্রয়ারে।'

বুড়ো : 'আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের একটা ছেলেদের বই আছে, 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'।'

বাপ্‌পা : 'হাড়গিলা স্যার সবাইকে পড়তে বলেছিলেন।'

বুড়ো খিলখিল করে হেসে উঠল। বাপ্‌পার খাওয়া হয়ে গেল। ও পার্কের এক কোণে টিউবওয়েলের দিকে যেতে যেতে বলল, 'জল খেয়ে আসছি।'

কাঠবিড়ালি এসে বাপ্‌পার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া খাবারের কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়ে সরে গেল। বাপ্‌পা জল খেয়ে ফিরে এসে বলল, 'আচ্ছা, একটা নতুন ক্যালকুলেটিঙ মেসিনের দাম কত ?'

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, 'সেটা কী ?'

বাপ্‌পা : 'যোগ বিয়োগ কষার মেসিন।'

বুড়ো : 'আমি জানি না।'

বাপ্‌পা : 'সরলদা একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেসিন কিনেছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে। নতুনের দাম আরও অনেক বেশি হবে।'

বুড়ো : 'কেন বলছিস এ কথা ?'

বাপ্‌পা : 'আমি এক জায়গায় একটা নতুন ক্যালকুলেটিঙ মেসিন দেখেছি। সেটা এনে বিক্রী করে দিতে পারলে, অনেক টাকা পাওয়া যাবে।'

বুড়ো ঃ 'কোথায় আছে সেটা ?'

বাপ্‌পা ঃ 'কাল রাত্রে যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরের ছোট আলমারির মধ্যে।'

বুড়ো ঃ 'হুররর···রে! তা হলে খুড়োকে নিয়ে গিয়ে সেটা দেব। নিত্য আমাকে বলেছে, খুড়োর নাকি লোক আছে, যে পুরনো জিনিস কেনে। নিত্য অনেক জিনিস খুড়োকে দিয়ে বিক্রী করেছে।'

বাপ্‌পার চোখ তুটো ঝকমক করে উঠল, বলল, 'সত্যি!'

বুড়ো ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু মেসিনটা আনবি কী করে ?

বাপ্‌পা ঃ 'সন্ধ্যে হলে, যখন সবাই কাজ থেকে চলে যাবে। সেই মরাটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ সরিয়ে নিয়েছে ?'

বুড়ো ঃ 'শ্রেণীশত্রুটার ? বোধহয়। চল, তা হলে এখনই সেখানে যাই।'

বাপ্‌পা ঃ 'চল।'

তুজনেই পার্ক থেকে বেরিয়ে নানান্‌রাস্তা ঘুরে আণ্ডার কনস্ট্রাকশন সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজমিস্ত্রী আর মজুরেরা কাজ করছে। কংক্রিট মেসিনে কাজ চলছে। বুড়ো আর বাপ্‌পা চত্বরে ঢুকল। ভোরের কোন গোলমালের চিহ্ন নেই। দরোয়ান তার খাটিয়া নিয়ে একটা গাছতলায় বসে ছিল। সে বুড়ো আর বাপ্‌পার দিকে তাকাল।

বুড়ো আর বাপ্‌পা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরোয়ান খৈনি তৈরি করছিল, জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়া বেটা, ক্যায়া মাংতা ?'

বুড়ো ঃ 'দরোয়ানজী, আজ ভোরে এখানে কী হয়েছিল ?'

দরোয়ান চোখ বড় করে বলল, 'আই বাপ! এক রাতে কেতো বেপার হোয়ে গেল। চোরলোগ গুদাম লুটে লিয়েছে। কমসে কম দশ হাজার রুপায়ার মাল চোরি করেছে। আবার ভি কী হোয়েছে, কণ্টকার (কণ্ট্রাক্টর) কোম্পানির কিলার্কবাবুকে কে খুন কর গিয়েছে।'

বাপ্‌পা ঃ 'কোথায় ?'

দরোয়ান ওপর দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'তিনতলায়।'

বাপ্‌পা ঃ 'এখনো আছে ?

দরোয়ান ঃ 'না না, পুলিশ লিয়ে গেছে।'

বুড়ো আর বাপ্‌পা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

বুড়ো ঃ 'কে মেরেছে ?'

দরোয়ান ঃ 'কে জানে ? পুলিশ হামার ইজাহার লিয়েছে। হামী কী জানে। সীয়ারাম সীয়ারাম।'

বাপ্‌পা ঃ 'ক্লার্কবাবু কি তিনতলায় থাকতেন ?'

দরোয়ান ঃ 'কভি কভি। মগর কাল ছিল না, কাঁহাসে মেরে ইধার ফেক দিয়েছে।'

বাপ্‌পা ঃ 'ক্লার্কবাবু ঘরে কাজ করতেন কী করে ? কোন ঘর তো নেই।'

দরোয়ান ঃ 'একঠো কামরা আছে, কিলার্কবাবু উস ঘরে কাম করত।'

বুড়ো ঃ 'সে ঘরটা এখন কী হবে ?'

দরোয়ান বুড়োর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, 'কী হোবে বেটা, ঘর ঘরই থাকবে। কোম্পানির থোড়া বহুত মাল আছে, উসকা কুছু দাম নেই। ফালতু চীজ। আভি বেটালোগ্‌ ভাগ যাও। জমানা খারাব, কী হোয় কুছু বোলা যায় না।'

দরোয়ান মুখে খৈনি পুরে দিল। বুড়ো আর বাপ্‌পা বেরিয়ে এল রাস্তায়।

বাপ্‌পা ঃ 'মেসিনটা আছে কী না কে জানে।'

বুড়ো ঃ 'চল, পেছন দিয়ে উঠে গিয়ে দেখে আসি।'

দুজনেই বাড়ির পিছন।দকে এসে সেই একই পথ দিয়ে সিঁড়িতে উঠল। মজুররা কাজ করছে চারতলার ওপরে। ওরা তিনতলার করিডর দিয়ে না গিয়ে ব্যালকনি দিয়ে গেল। দরোয়ান যাতে

দেখতে না পায় তাই নিচু হয়ে এগিয়ে গেল। দেখল দরজাটা খোলা আছে। দুজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাপ্‌পা আগেই আলমারিটা টেনে খুলল। মেসিনটা আছে।

বুড়ো ঃ 'এখনই নিয়ে যাই?'

বাপ্‌পা ঃ 'এখনই?'

বুড়ো ঃ 'হ্যাঁ, খুড়োর দোকানে নিয়ে একবার তুললেই হল।'

বাপ্‌পা মেসিনটা ধরে টেনে তুলতে গিয়ে বলল, 'ওরে বাবা, ভীষণ ভারি।'

বুড়ো ঃ 'তুই আমার বইয়ের ব্যাগটা ধর, আমি দেখছি।'

বাপ্‌পা বুড়োর বইয়ের ব্যাগটা নিল। বুড়ো দু হাতে মেসিনটা তুলে নিয়ে বলল, 'সত্যি, সাত আট কে.জি. ওজন হবে। চল, করিডর দিয়ে পেছনের রাস্তায় বেরিয়ে যাই।'

বুড়ো আগে আগে বাপ্‌পা পিছনে পিছনে চলল। পিছনের রাস্তায় এসে বুড়ো হাঁপিয়ে পড়ল, বলল, 'বাপ্‌পা, তুই এবার নে।'

বাপ্‌পা বইয়ের ব্যাগটা রাস্তায় নামিয়ে মেসিনটা নিল। ওজনের ভারে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে চল। কেউ দেখতে পেলে ধরে ফেলবে।'

বাপ্‌পা বুকের কাছে, দু হাতে মেসিনটা ধরে চলতে লাগল। বলল, 'আমি পায়ের নিচে রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না।'

বুড়ো ঃ 'তুই চল, কিছু থাকলে আমি বলব।'

ও বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে বাপ্‌পার আগে আগে চলতে আরম্ভ করল। রাস্তাটা নির্জন হলেও, দু একজন পথচারি ওদের তাকিয়ে দেখল। বুড়ো বলে উঠল, 'তোর বাবা যে কী! তোকে দিয়েছে এটা বইতে।'

বাপ্‌পা রুদ্ধস্বরে বলল, 'আমার বাবা নেই, সরলদা দিয়েছে।'

বুড়ো ঃ 'খুড়ি, আমার মনে ছিল না।'

বড় রাস্তায় এসে বাপ্‌পা বলল, 'বুড়ো, এবার তুই নে।'

বুড়ো বইয়ের ব্যাগটা নামিয়ে মেসিনটা নিল। নিয়ে একদিকের কাঁধে রেখে চলতে লাগল। কিছুটা চলার পর আবার বাপ্‌পা নিল, এবং বুড়োর মত কাঁধে। খুড়োর দোকানে এসে ওরা সোজা পিছন দিকে চলে গেল। ঘাড় থেকে মেসিনটা নামিয়ে ঘাম ঝরা মুখে হাঁপাতে লাগল। দোকানের সামনে খুড়ো ব্যাপারটা দেখল, মুখে কোন ভাবান্তর হল না, কেবল রাস্তার আশেপাশে একবার তাকিয়ে দেখল।

বুড়ো সামনে এসে বলল, 'খুড়ো, দুটো লজেন্স দাও তো।'

খুড়ো নির্বিকার মুখে বোয়েমের মুখ খুলে দুটো রাংতা মোড়া লজেন্স বাড়িয়ে দিল। বুড়ো ভিতরে গিয়ে রাংতার মোড়ক খুলে একটা লজেন্স বাপ্‌পার মুখে গুঁজে দিল আর একটা নিজে নিল।

খুড়ো ভিতরে এল। মেসিনটার দিকে তাকিয়ে দেখল।

খুড়ো: 'এটা কী জিনিস?'

বাপ্‌পা: 'ক্যালকুলেটিঙ মেসিন।'

বুড়ো: 'অংক কষবার।'

খুড়ো: 'টাইপ মেসিনের মত দেখতে।'

বাপ্‌পা: 'এর সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা। এটা নতুন।'

খুড়ো: 'এ ধরনের মাল আমি কখনো লেনদেন করিনি। ইস্কুল ছুটি হবার আগেই তা হলে যেতে হবে।'

বাপ্‌পা: 'কোথায়?'

খুড়ো: 'যে কিনবে, তার কাছে। তোমাদেরই যেতে হবে ওটা নিয়ে।'

বাপ্‌পা: 'তা তো যাবই।'

খুড়ো: 'তবে এ জিনিসটা থলের মধ্যে ভরে নিয়ে যেতে হবে, বাইরে থেকে যাতে দেখা না যায়।'

বাপ্‌পা: 'থলে তো আমাদের নেই।'

খুড়ো : 'থলে আমি দিচ্ছি। কিন্তু ছ্যাখ বাপু দাম-টামের জন্য আমি কিছু বলতে পারব না। যা বলবার তোমরাই বলবে।'

বুড়ো : 'সে সব আমরাই বলব। কোথায় যেতে হবে?'

খুড়ো : 'বেশি দূরে না, গোরস্তানের কাছেই।' বলে সে ঘরের এক পাশে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের ভিতর থেকে একটি চটের পুরনো থলি বের করে দিল। বাপ্পা সেটা ফাঁক করে ধরল। বুড়ো মোসনটা তার মধ্যে ভরে দিল। খুড়ো বলল, 'তোমরা বস, আমার ছেলেকে দোকানে বসিয়ে যেতে হবে, তাকে ডেকে নিয়ে আসি।'

খুড়ো বেরিয়ে গেল। ওরা দুজনে টুলের ওপর বসে লজেন্স চুষতে লাগল।

বুড়ো : 'সত্যি যদি সাড়ে তিন হাজার টাকা পাওয়া যায়?'

বাপ্পা : 'তার থেকে বেশি পাওয়া যাবে, এটা নতুন তো।'

বুড়ো : 'এত টাকা নিয়ে কী করবি?'

বাপ্পা : 'দেদার খাব আর বেড়াব।'

বুড়ো : 'থাকবি কোথায়?'

বাপ্পা : 'একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেব।'

খুড়ো এল, বলল, 'চল। থলেটা একজন নাও।'

বুড়ো এবার থলিটা নিল। ওরা খুড়োর পিছন পিছন মিশ্রিত অধিবাসীদের নানান্ গলি দিয়ে চলল। বুড়ো আর বাপ্পা মাঝে মাঝে থলিটা হাত বদলাবদলি করল। ওদের একজনের পক্ষে বওয়া সম্ভব না।

গোরস্তানের কাছে এসে ট্রাম রাস্তা ক্রস্ করে একটা ঘিঞ্জি বাজারের মধ্যে সবাই ঢুকল। দু পাশে নানান্ দোকানের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তার এমোড় ওমোড় করে মোটামুটি একটা নিরিবিলি জায়গায় একটি বাড়ির সামনে এসে খুড়ো দাঁড়াল। পাশেই গাছতলায় কয়েকজন গরীব স্ত্রীলোক (বোধহয় মুসলমান) মাটিতে বসে

নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। কেউ বুকের কাপড় সরিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। কর্পোরেশনের একটা কল পাশেই। সেখানে কয়েকটা বালতি আর মাটির কলসী জড়ো করা। খুড়ো দরজায় ঠকঠক করে শব্দ করল। বাড়িটা টালির ছাউনি, ইটের দেওয়াল।

একটু পরে ফর্সা বেঁটে মত একটি লোক দরজা খুলে দিল। ট্রাউজারের সঙ্গে গেঞ্জি গায়ে। লোকটা বেশ শক্ত আর চওড়া মত। ডান হাতে মস্ত বড় একটা ঘড়ি বাঁধা। সে খুড়োর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বাপ্‌পার হাতের থলির দিকে একবার দেখল, তারপরে সরে গিয়ে বলল, 'ভেতরে এস।'

খুড়োর পিছনে ওরা দুজনেও ভিতরে ঢুকল। ইট বাঁধানো উঠোন। ঘর দরজা তেমন পরিষ্কার না। লোকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে টালির শেড ঢাকা বারান্দায় খাটিয়ার ওপর বসে আঙুলের ইশারায় সবাইকে কাছে ডাকল। সবাই কাছে গেল।

লোকটা : 'কী আছে?'

বাপ্‌পা : 'ক্যালকুলেটিঙ মেসিন।'

লোকটা : 'দেখি।'

বাপ্‌পা থলির মুখ খুলে মেসিনটা দেখাল। লোকটা মেসিনটা থলি থেকে বের করে খাটিয়ার ওপর রেখে প্রায় মিনিট খানেক দেখল, বোতাম টিপল, ঝর ঝর করে শব্দ হল। আবার আর একটা টিপল। একই রকম শব্দ হল।

লোকটা : 'কত?'

বুড়ো আর বাপ্‌পা দৃষ্টি বিনিময় করল। বাপ্‌পা বলল, 'এর পুরনো দাম সাড়ে তিনহাজার টাকা।'

লোকটা : 'কিন্তু তোমাদের কাছে এক খণ্ড লোহা।'

বাপ্‌পা : 'তা কেন হবে! এটা ফাসিট ক্যালকুলেটিঙ মেসিন।'

লোকটা : 'পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি।'

বাপ্‌পা কোন কথা না বলে মেসিনটা তুলে নেবার জন্য হাত

বাড়াল। লোকটা বাপ্পার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে ছোকরা দাঁড়াও। এনেছ যখন এটা আমি ছাড়ছি না। তোমরা এটা বাইরে কোথাও বিক্রী করতে পারবে না। এর একটা নম্বর আছে, সেইটা দেখে খুঁজে বের করে ফেলবে। ঠিক আছে, একশো টাকা দিচ্ছি।' বলে সে মেসিনটা তুলে ঘরে ঢুকতে উদ্যত হল।

বাপ্পা লোকটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'খবরদার। ওটা নিয়ে যেতে পারবে না।'

বুড়োও মেসিনটাকে আঁকড়ে ধরে বলল, 'দিয়ে দাও, ওটা তোমাকে বিক্রী করব না।'

লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল। বাপ্পা ওর ঘাড়ের ওপর ধরে আছে, আর বুড়ো মেসিনটা। খুড়ো নির্বিকার মুখে ঘটনা দেখছে।

লোকটা : 'এগুলো দেখছি হারামি আছে।'

সে বাপ্পাকে শরীরের ঝাপটা মেরে ফেলে দিতে চাইল, পারল না। বাপ্পা তার ঘাড়ে আর গলায় খামচে ধরল। বুড়ো মেসিনটা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হল। নিয়েই সে দরজার দিকে দৌড়ুল। বাপ্পা লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে যাবার আগেই সে বাপ্পাকে ধরে ফেলে সজোরে তার গালে একটা থাপ্পড় মারল, বলল, 'বিল্লির বাচ্চা, আমাকে মাস্তানি দেখানো হচ্ছে?'

বাপ্পা জ্বলন্ত চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিল। লোকটা ওর দিকে তেড়ে গেল। বুড়ো ততক্ষণে ছিট-কিনি খুলে মেসিনটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। বাপ্পা উঠোনের একপাশে ছুটে গিয়ে এক খণ্ড কাঠ তুলে নিয়ে লোকটার দিকে ছুঁড়ে মারল। লোকটা বসে পড়ে একটুর জন্য বেঁচে গেল। বাপ্পা দরজার দিকে ছুটল। লোকটা দরজার মুখেই ওকে ধরে ফেলল। তখন সেই স্ত্রীলোকেরা সবাই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা অবাক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দেখে বাপ্পাকে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বাইরে, বলল, 'চোট্টা কোথাকার।'

বাপ্‌পা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দরজার বাইরে। খুড়ো থলিটা নিয়ে দরজার কাছে আসতেই লোকটা হুম্‌কে উঠল, 'এসব বেত্‌তমিজদের আর কখনো নিয়ে আসবে না।'

খুড়ো নির্বিকার মুখে বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা বন্ধ করে দিল। বাপ্‌পা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতের চেটো আর হাঁটু ঘসটে গিয়ে ছাল উঠে গিয়েছে। থাপ্পড়ের আঘাতে কষ ফেটে গিয়ে রক্ত চোঁয়াচ্ছে। স্ত্রীলোকেরা সবাই খানিকটা ভয়ে আর বিস্ময়ে ঘটনা দেখছে। খুড়ো ব্যাগের মুখটা খুলে ধরল। বুড়ো তার মধ্যে মেসিনটা ভরল। খুড়ো বলল, 'এসব ব্যাপারে এরকম হয়। বেশি চেঁচামেচি হলে গোলমাল হয়ে যেত।'

বাপ্‌পা নিজের প্যান্ট জামা ঝেড়ে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে থলিটা হাতে নিয়ে বলল, 'চল বুড়ো।'

এবার বাপ্‌পা আর বুড়ো আগে আগে, খুড়ো পিছনে। ওরা ট্রাম রাস্তায় বেরিয়ে এল। খুড়ো রাস্তা পার হবার আগে বলল, 'থলেটা ফেরত দিও।' বলে ট্রাম লাইন পার হয়ে গোরস্তানের দিকে চলে গেল।

বাপ্‌পা থলিটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে বলল, 'আর কোন জায়গা নেই যেখানে বিক্রী করা যায়?'

বুড়ো: 'আমি জানি না।'

বাপ্‌পা: 'মনে হয় কোন বড় দোকানে নিয়ে গেলে কিনতে পারে।'

বুড়ো: 'যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় পেলাম?'

বাপ্‌পা: 'বলব বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি।'

বুড়োর কথাটা ঠিক মনঃপুত হল না। ও ভাবতে লাগল। বাপ্‌পা থলিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'একটু ধর, আমি আর পারছি না।'

বুড়ো থলিটা নিল। বাপ্‌পা দক্ষিণ দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'চল'।

ওরা খানিকটা গিয়ে ডানদিকে মোড় নিতেই একটা পুলিশ ভ্যান ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

বুড়ো : 'বাপ্‌পা, থলেটা নে।'

বাপ্‌পা থলিটা নিল। গাড়ির সামনের সিট থেকে একজন ইন্সপেক্টর নেমে এল। পিছনে একজন সেপাই, হাতে বন্দুক।

বাপ্‌পা : 'দাঁড়াস নে, চল।'

ইন্সপেক্টর বন্দুকধারী সিপাইকে বলল, 'আমি ঘুরে আসছি। তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও।' পুলিশের কেউই বুড়ো বা বাপ্‌পার দিকে তাকিয়ে দেখল না।

বুড়ো : 'আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

বাপ্‌পা : 'আমিও।'

খানিকটা যাবার পরে বাপ্‌পা বলল, 'বুড়ো, থলেটা নে।'

বুড়ো : 'আমি আর পারছি না।'

বাপ্‌পা নুয়ে পড়েছে, রেগে বলল, 'আমিও পারছি না। কী হবে এটাকে নিয়ে? এখানেই ফেলে দিচ্ছি আমি।'

বুড়ো তাড়াতাড়ি থলিটা নিল, বলল, 'একটা বড় দোকানে যাবি বললি যে?'

বাপ্‌পা : 'আমি আর ওটাকে বইতে পারছি না।'

বুড়ো : 'আমিও পারছি না।'

বাপ্‌পা : 'তবে ফেলে দে। চল বড় একটা নর্দমা দেখি।'

বুড়ো : 'এত দামের জিনিসটা নষ্ট করে ফেলবি?'

বাপ্‌পা : 'তা ঠিক। টাকারও দরকার। সামনের ওই ওষুধের দোকানটায় যাবি?'

বুড়ো : 'চল।'

দোকানের কাছে এসে বাপ্‌পা থলিটা হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। ব্যস্ত দোকান। একজন বুড়ো নাকের ডগায় চশমা, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?'

বাপ্পা গলা নামিয়ে বলল, 'একটা ক্যালকুলেটিঙ মেসিন কিনবেন ?'

বৃদ্ধ কয়েক সেকেণ্ড বাপ্পার মুখের দিকে দেখে বললেন, 'দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে আসি।' বলে বড় বড় আলমারির পিছন দিকে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে কাউণ্টারের ভিতরে ঢোকবার প্যাসেজ দেখিয়ে বললেন, 'ভেতরে নিয়ে এস।'

বাপ্পা ভিতরে ঢুকল। আলমারির পিছনে একদিকে ফার্মা-সিউটিক্যাল কাজ হচ্ছে। আর একটি বড় টেবিলের পাশে দুজন বসে আছেন। দুজনেরই চশমা চোখে। টেবিলের ওপরে টেলিফোন রয়েছে। যে ভদ্রলোক মুখোমুখি বসেছিলেন তার বয়স চল্লিশ হবে। বললেন, 'এখানে নিয়ে এস।'

বাপ্পা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বস।'

বাপ্পা বসল। লোকটি নিজেই থলির ভিতর থেকে মেসিনটি বের করে টেবিলের ওপর রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলে ?'

বাপ্পা একটু ঘাবড়ে গিয়েছে, বলল, 'বাড়ি থেকে।'

লোকটি : 'কী নাম তোমার ?'

বাপ্পা : 'মৃদুল মিত্র।'

লোকটি : 'হুঁম্, কিন্তু এসব জিনিস তো বাড়িতে থাকে না, অফিসে লাগে।'

বাপ্পা : 'হ্যাঁ, অফিস থেকেই এনেছি, আমার জামাইবাবুর অফিস থেকে।'

লোকটি : 'তিনি তোমাকে এটা বিক্রী করতে দিয়েছেন ?'

বাপ্পা : 'হ্যাঁ।'

লোকটি : 'অফিসে কোন টেলিফোন আছে ? নাম্বার কত ?'

বাপ্পা এবার চুপ করে গেল। ওর মুখ সাদা দেখাচ্ছে।

লোকটি টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলল, 'হয় তোমার জামাইবাবুর অফিসের টেলিফোন নাম্বার বল, তা না হলে আমি থানায় ফোন করছি।'

বাপ্পা চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, 'ঠিক আছে, আমি এটা রেখেই চলে যাচ্ছি।'

'স্টপ! বস।' লোকটি ধমকের সুরে হুকুম দিল।

বাপ্পা বসে পড়ল। লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জামাই-বাবুর নাম কী?'

বাপ্পা : 'সরল দত্ত।'

লোকটি : 'কোন টেলিফোন আছে?'

বাপ্পা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আছে।'

লোকটি : 'কত? কী?'

বাপ্পা সরলের অফিসের নাম্বার বলল। লোকটি ডায়াল করল। লাইন পেয়ে বলল, 'সরল দত্ত আছেন? কথা বলছেন? আচ্ছা, আমার নাম ডক্টর এন সি ঘোষ। ঘোষ অ্যাণ্ড ঘোষ ফার্মেসির নাম শুনেছেন? আচ্ছা ওটা আমাদেরই। আপনার কোন আত্মীয় ছেলে আছে যার নাম মৃদুল মিত্র? আপনার শ্যালক! গুড্। আপনি কি ওকে ক্যাসিট ক্যালকুলেটিং মেসিন বিক্রি করতে দিয়েছেন? হ্যাঁ, নতুন একটা মেসিন সমেত ও এখন আমার সামনেই বসে আছে, বিক্রী করবে বলে। আপনি আসছেন? আসুন, আমি অপেক্ষা করছি।'

ডঃ এন সি ঘোষ রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। বাপ্পার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কোথা থেকে এনেছ?'

বাপ্পা কোন জবাব দিল না।

ডঃ ঘোষ : 'কোন্ ক্লাসে পড়?'

বাপ্পা : 'ক্লাস এইট।'

ডঃ ঘোষ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে পেলে মেসিনটা?'

বাপ্‌পা বলল, 'শুকতারা রোডে যে নতুন বিল্ডিং হচ্ছে, সেখান থেকে।'

ডঃ ঘোষ ঃ 'আই সি। সিটি বিল্ডার্স কণ্ট্রাক্টর ফার্মের?' বলেই তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে, আবার ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন 'হ্যাঁ, হ্যালো, সিটি বিল্ডার্স? হেমন্ত আছে নাকি? আমি ডক্টর নীতিন ঘোষ বলছি। হ্যাঁ দিন। ...হ্যালো, কে, হেমন্ত? তোদের শুকতারা রোডের যে নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, সেখান থেকে কিছু খোয়া গেছে?...মার্ডার? গোডাউন থেকে চুরি? সে কি? না না, আমি বলছি তোদের কোন ক্যালকুলেটিং মেসিন চুরি গেছে?...আচ্ছা, আমার এখানে চলে আয়। মেসিনটা আমি তোকে ফেরত দিতে পারি। তাড়াতাড়ি আয়।'

রিসিভার রাখলেন, বাপ্‌পার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কোন মার্ডার বা চুরির খবর কিছু জানো?'

বাপ্‌পা ঃ 'না।'

ডঃ ঘোষ ঃ 'মেসিনটা যে ও বাড়িতে আছে তুমি জানলে কী করে?'

বাপ্‌পা ঃ 'আমাকে একটি ছেলে বলেছিল।'

ডঃ ঘোষ ঃ 'সে কে?'

বাপ্‌পা চুপ করে রইল। সরল ঢুকল, বলল 'আমার নাম সরল দত্ত।'

সরল বাপ্‌পার দিকে দেখল, বাপ্‌পা একবার দেখে মুখটা নামিয়ে নিল।

ডঃ ঘোষ একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন, বসুন মিঃ দত্ত! আমার মনে হয় ডাট স্মল মেসিন অ্যাণ্ড টুলস্ আপনারই, না?'

সরল চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'হ্যাঁ।'

সে আবার বাপ্‌পার দিকে তাকাল। ডঃ ঘোষ বললেন, 'ব্যাপারটা তো আপনি বুঝতেই পারছেন মোটামুটি।'

সরল শক্ত অপমানিত মুখে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু মেসিনটা ও পেল কোথা থেকে ?'

ডঃ ঘোষ ঃ 'সেটাও আমি জেনেছি। এটা হল সিটি বিল্ডার্স-এর মেসিন। শুকতারা রোডের ওপর ওদের একটা কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, সেখান থেকেই এনেছে। তার প্রোপ্রাইটর ডিরেক্টরকেও আমি ডেকে পাঠিয়েছি, আমার অনেস্ট বন্ধু লোক। হেমন্ত দাশ। এখুনি এসে পড়বে। আপনার কিছু দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আপনার শ্যালককে আপনি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।'

সরল কঠিন স্বরে বলল, 'না, বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমি আসিনি। বলতে গেলে আমিই ওর গার্জিয়েন। সিটি বিল্ডার্স-এর মালিক ওকে যদি পুলিশে দিতে চান আমার বিন্দুমাত্র অপত্তি নেই।'

ডঃ ঘোষ বাপ্‌পার দিকে তাকালেন। বাপ্‌পা তখন নানারকম মিক্সচার পাউডার আর মলম তৈরি করা দেখছে। এদিকে তখন আর ওর নজর বা খেয়াল নেই।

ডঃ ঘোষ ঃ 'সেটা অবিশ্যি আপনার বিচার্য।'

এসময়ে স্যুটেড বুটেড হেমন্ত দাশ ঢুকলেন, স্মার্ট যুবক। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বল তো ?'

ডঃ ঘোষ ঃ 'ব্যাপার কিছুই না, এ ছেলেটি তোমাদের শুকতারা রোডের বিল্ডিং থেকে এটা নিয়ে এসেছে, আমাকে বিক্রী করতে চাইছিল। ইনি হচ্ছেন মিঃ দত্ত, ডাট স্মল মেসিন অ্যাণ্ড টুলস্‌-এর মালিক। ওঁরই শ্যালক।' বলে তিনি বাপ্‌পাকে দেখালেন।

হেমন্ত দাশ সরলকে নমস্কার করল। সরল প্রতি-নমস্কার করল, কিন্তু তার মুখ অপমানে ও রাগে থমথম করছে। বাপ্‌পা হেমন্তকে একবার দেখে আবার ওষুধ তৈরির দিকে ফিরে তাকাল।

হেমন্ত বলল, 'হ্যাঁ মেসিনটা তো দেখছি আমাদেরই। আমাদের একজন ক্লার্ককে আবার কারা আজ ভোরে খুন করে তিনতলায় ফেলে রেখে গেছে। লিখে রেখে গেছে প্রত্যেকটি শ্রেণীশত্রুকে খতম

করা হবে। তার ওপরে গতকাল রাত্রে গোডাউন থেকেও প্রায় দশ হাজার টাকার মাল চুরি হয়ে গেছে। একেবারে শেষ খবর, এই মেসিন। আশ্চর্য! মেসিনটা যে ওখানে আছে এ জানল কি করে?'

ডঃ ঘোষ: 'বলছে ওকে একটি ছেলে বলেছে।'

সরল বাপ্‌পার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'এই—এই যে বাপ্‌পা, মেসিনটার কথা কে বলেছে?'

বাপ্‌পা ফিরে তাকাল, বলল, 'একটা ছেলে।'

সরল: 'কে সেই ছেলে?'

বাপ্‌পা চুপ করে রইল। ডঃ ঘোষ একটু হেসে বললেন, 'ও বলবে না। এখন হেমন্ত, তুমি আর মিঃ দত্ত যা করতে চাও করতে পারো।'

হেমন্ত: 'আমার কিছুই করার নেই। আমি মেসিনটা ফেরত পেলাম সেটাই যথেষ্ট। মিঃ দত্ত ওকে নিয়ে যান।'

সরল: 'না, ওকে আমি এমনিতেই নিয়ে যেতে চাই না। আপনি থানায় চলুন, কমপ্লেন করুন, ওকে যাতে আটকে রাখা যায়। কেননা, ও কখন কোথায় কি করে বেড়াবে, আর আমি ছুটোছুটি করে মরব, ইনসাল্টেড হব তা তো হয় না। আজ না হয় আপনাদের হাতে পড়েছে, এর পরে কোথায় কি করে বেড়াবে, কে বলতে পারে?'

ডঃ ঘোষ: 'সেটা অবিশ্যি মিথ্যা বলেননি, তুমি কি বল, হেমন্ত?'

হেমন্ত: 'মিঃ দত্ত যদি চান তো আমি থানায় যেতে পারি। তবে কোন মামলা মোকদ্দমায় জড়াতে চাই না।'

সরল: 'মামলা মোকদ্দমার কিছু নেই। ওর হয়ে মামলা লড়বার কেউ নেই, তাছাড়া চোর বামাল সমেত ধরা পড়েছে।'

ডঃ ঘোষ আর হেমন্ত পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। সরল উঠে বাপ্‌পার হাত ধরে টেনে বলল, 'আয়। আসুন হেমন্ত-

বাবু। 'আপনি মেসিনটা নিয়েই আসুন। ডঃ ঘোষ আপনাকেও একটু যেতে হবে।'

বাপ্পা ঃ 'কোথায় যাচ্ছ ?'

হেমন্তর সঙ্গে ডঃ ঘোষও হেসে উঠলেন। সরল বাপ্পার হাত ধরে নিয়ে চলল। ডঃ ঘোষ বেরোবার সময় বললেন, 'টেবিলের ওপর থেকে মেসিনটা তুলে কেউ হেমন্তর গাড়িতে দিয়ে দাও তো।' বলে হেমন্তর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

থানায় যখন সবাই পৌছুলেন তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। আলো জ্বলছে। থানার ও. সি-র ঘরে বসেই কথাবার্তা হল। সব শুনে ও. সি. সরলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কথার যুক্তি আছে ঠিকই। ওকে আপনি আটকে রাখার জন্য রিফরমেটারি জেলে দিতে পারেন। যেখানে জুভেনাইল ক্রিমিনালদের রাখা হয়, লেখা-পড়া কাজকর্ম শেখানো হয়।'

সরল ঃ 'আমি সেটাই চাই।'

বাপ্পা বলে উঠল, 'সেখানে কি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' বইটা পাব ?'

সকলে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। ডঃ ঘোষ আর হেমন্ত হেসে উঠল। ও. সি. ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, 'পেকেছ খুব দেখছি।' বলে একজন এস. আই-কে ডেকে বললেন, 'আপনি এঁদের সকলের একটা করে স্টেটমেণ্ট লিখিয়ে সই করিয়ে নিন।'

হেমন্তর দিকে ফিরে বললেন, 'কাল ওকে আমরা এগারোটায় কোর্টে সাবমিট করব। ম্যাজিস্ট্রেট সেখান থেকে ওকে যা করবার করবেন। আপনারা সকলে এলেই ভাল হয়। হেমন্তবাবু আর সরলবাবুকে আসতেই হচ্ছে।'

কেউ কোন কথা বলল না। সরল সিগারেট ধরাল। এস আই-এর টেবিলে পর পর তিনজন তাঁদের বক্তব্য বলে একটা করে সই দিল। তারপর সকলেই বিদায় নিল। ও. সি. আর বাপ্‌পা মুখোমুখি বসে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। বাপ্‌পা হাসল। ও. সি. ডাকলেন, 'হরদয়াল সিং—'

'হ্যাঁ স্যার।'

একটি পেল্লায় চেহারার সেপাই, পাকানো গোঁফ, ইউনিফর্ম পরা, এগিয়ে এল।

ও. সি. হুকুম দিলেন, 'ইসকো সার্চ কর, বাদমে তিন নম্বরমে ঘুসা দো।'

হরদয়াল সিং বাপ্‌পাকে টেনে দাঁড় করাল। প্যাণ্ট আর জামার পকেট সার্চ করে একমাত্র রুমাল ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। রুমালটা সে নিজের হাতে রেখে বাপ্‌পাকে টেনে নিয়ে চলল। অফিস ঘরের পিছনে লম্বা বাড়ির একদিকে দেওয়াল, আর একদিকে লোহার রডের গেট দেওয়া এবং লোহার জালে পার্টিসান করা কয়েকটা ঘর। সিপাই একটা ঘরের তালা খুলে বাপ্‌পাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

বাপ্‌পা দেখল ওর বাঁ পাশের জালের ওপারে পাঁচজন লোক দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে দুজন গল্প করছিল। বাপ্‌পাকে দেখে গল্প থামিয়ে সবাই বাপ্‌পাকে দেখল। বাপ্‌পাও দেখল। ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'কী রে, কার গাঁট কাটতে গেছিলি?'

বাপ্‌পা: 'গাঁট কাটিনি, ক্যালকুলেটিঙ মেসিন চুরি করেছিলাম।'

কয়েদী: 'সেটা আবার কী রে?'

বাপ্‌পা: 'অঙ্ক কষবার মেসিন।'

কয়েদী: 'ওহ্, তুই ভদ্দরলোকের ছেলে?'

অন্য কয়েদী : 'ভদ্দরলোক ছোটলোক আবার কী। এখন আমরা সবাই সমান, কী বলিস রে খোকা ?'

বাপ্‌পা হেসে বলল, 'হ্যাঁ। এখানে এত খারাপ গন্ধ কেন ?'

কয়েদী : 'সবাই হিসি করে যে।'

বাপ্‌পা এবার পিছন ফিরে দেখল, এক কোণে একটা ছোট সিমেন্ট বাঁধানো জায়গা। সেখানে হলুদ ছোপ পড়ে গিয়েছে। বাপ্‌পা ক্লান্ত বোধ করছিল। ও দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল। চোখ বুজে আসতে পাশ ফিরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম আসতে দেরি হল না।

হঠাৎ এক সময়ে খিলখিল হাসিতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। টিমটিমে আলোয় দেখল ওর ডানদিকের জালের ওপাশে তিনটি মেয়ে। একজনকে প্রায় পঞ্চাশ মনে হচ্ছে, আর দুজন তিরিশ বত্রিশ। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে গায়ে ঢলে পড়ে হাসাহাসি করছে। অল্প বয়সের একজন বলল, 'আমি মাইরি শালাকে প্যাঁদাতাম। মাল টেনে রমজানি, ওসব আমাকে দেখিও না।'

বয়স্কা : 'তবু রঙ করতে তো ছাড়িস না। লোকটাকে তুই লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছিস। ছাখ আজ কী কাণ্ড করল।'

বাপ্‌পার বাঁপাশের একজন কয়েদী বলে উঠল, 'নাহ্‌, এ মাগীগুলো আজ ঘুমোতে দেবে না দেখছি।'

অল্পবয়সের অন্য মেয়েটি বলল, 'আহা, সব শ্বশুরবাড়িতে ঘুমোতে এসেছে গো।'

পুরুষ কয়েদী একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা শ্বশুরের মেয়ে তো ওখানে বসে আছে। এখানে এলেই হয়।'

মেয়েটি একটা খুব খারাপ কথা বলল, আর শরীরের বিশ্রী ভঙ্গি করে বলল, 'তুই আয় না।'

এমন সময় একজন সিপাই এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বলল, 'ক্যা রে, এতনা কেয়া মোহব্বত কি বাত হোতা ? রুল চালায়গা ?'

কেউ কোন কথা বলল না। সিপাই বাপ্‌পার দিকে তাকিয়ে দেখল, জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়া, 'ভুখ লাগা ?'

বাপ্‌পা মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, লেগেছে। সিপাই চলে গেল। আর একজনকে নিয়ে ফিরে এল। তার হাতে শালপাতার ঠোঙা আর এক ঘটি জল। সিপাই বাপ্‌পার লোহার দরজার তালা খুলে দিল। ডাকল, 'বাহার আও।'

বাপ্‌পা বাইরে গেল। অন্য লোকটি ওর হাতে ঠোঙাটা দিল। বাপ্‌পা দেখল পুরি তরকারি আর ডাল মিলেমিশে আছে। ও তা-ই খেয়ে নিল। খাওয়া হয়ে গেলে লোকটি ঘটি দিল। বাপ্‌পা ঢকঢক করে জল পান করে নিয়ে বলল, 'বাথরুম কহাঁ ?'

সিপাই ঃ 'কেয়া করেগা ? টাট্টি যায়েগা ?'

বাপ্‌পা ঃ 'না, পেচ্ছাব করব।'

সিপাই বাপ্‌পাকে ধরে হাজতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা বন্ধ করতে করতে বলল, 'অন্দরমে করো।'

বাপ্‌পা সেই সিমেন্ট বাঁধানো জায়গাটির দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপরে মেয়েদের দিকে। মেয়েরা ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একটি মেয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি খোকা, মায়ের হার না চুড়ি, কি চুরি করেছিলে ?'

বাপ্‌পা তাকাল, কোন জবাব না দিয়ে মাথার ওপরে হল্‌দে আলোটার দিকে দেখল, তারপরে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে আবার গুটিসুটি হয়ে কম্বলের ওপর শুয়ে পড়ল। এত ঘুম কোথায় ছিল ওর ? যেন মনে হচ্ছে রাজ্যের ঘুম ওর চোখ জুড়ে ভারি হয়ে নেমে আসছে। ঘুম আসবার আগে ও শুনতে পেল, মেয়েদের গলায় কথা হচ্ছে ঃ

'ছেলেটি দেখতে বেশ, না ?'

'দেখে কি কিছু বোঝা যায় ?'

'তা কেন যাবে না ? আমি তোর মত সকাল থেকে মদ গিলে মরিনি। আমি ভাল করেই দেখেছি।'

'আমি ভাবি পুলিশের মড়ারা এই একরত্তি ছেলেকে এখেনে এনেছে কেন ?'

•'সে কথা পুলিশকে··· ।'

'হ্যাঁ বলতে·· ।'

'তুই যে··· ।'

বাপ্‌পা আর কিছু শুনতে পেল না।

ভোরবেলাতেই বাপ্‌পার ঘুম ভাঙল। উৎকট দুর্গন্ধে ও যেন টিকতে পারছে না। মনে হল বমি হয়ে যাবে। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। ওর ডাইনে বাঁয়ে সবাই ঘুমোচ্ছে এখনো। এখনো সেই হলদে আলো জ্বলছে। বাপ্‌পার চোখের সামনে চিড়িয়াখানার বাঘ আর ভল্লুকের খাঁচাগুলোর ছবি ভেসে উঠল। সামনের লম্বা করিডর ফাঁকা। সেখানে কোন সেপাইকেও দেখা যাচ্ছে না। অথচ কোথা থেকে যেন কাদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

বাপ্‌পার মনে হল ও দরজা ভেঙে ফেলে এখান থেকে চলে যাবে। ও মুক্তি চায়। এই বিশ্ব সংসারের সকলের কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে দূরে বহু দূরান্তরে চলে যেতে চায়, যেখানে ওকে কোথাও পালাবার কথা ভাবতে হবে না, মিথ্যা কথা বলবার দরকার হবে না। ইস্কুলের স্পোর্টস্ ফী বা ক্যালকুলেটিঙ মেসিন চুরি করতে হবে না, এই সব কিছুর বাইরে, বহুদূরে, পাহাড়ে—পাহাড়ে সেই আকাশ ছোঁয়া উঁচুতে, যেখানে ও আপন ইচ্ছায় ছুটে বেড়াবে দৌড়ুবে খেলবে নাচবে গাইবে। বাপ্‌পা কম্বল ছেড়ে উঠে করিডরের সামনে লোহার গরাদ ধরে দাঁড়াল। গরাদের মধ্যে মুখ চেপে অফিস ঘরের দিকে তাকাল।

একজন সেপাই অফিস ঘরের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে সরে যেতে গিয়ে আবার মুখ বাড়াল। বাপ্‌পাকে সে দেখতে পেল। চোখাচোখি হল। আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই হাতে বন্দুক আর চাবির গোছা নিয়ে এগিয়ে এল। পরিষ্কার বাঙলায় জিজ্ঞেস করল, 'পায়খানায় যাবে ?'

বাপ্‌পা ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। সেপাই ওর গরাদের তালা খুলে ওকে বেরোতে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও।' বলে তালাটা বন্ধ করে বলল, 'চল। তোমাকে আমি কোমরে দড়ি বাঁধব না, কিন্তু পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করে মেরে ফেলব, বুঝেছ?'

বাপ্‌পা ঘাড় কাত করে জানাল, বুঝেছে। সেপাই ওকে বলল, 'সোজা চল।'

বাপ্‌পা এগিয়ে চলল অফিস ঘরের দিকে। কিন্তু অফিস ঘরে ওকে ঢুকতে হল না, সেপাই ওকে সোজা নিয়ে চলল। করিডর যেখানে শেষ হয়েছে তার ডান দিকেই পায়খানা। যার কোন দরজা নেই।

সেপাই বলল, 'যাও, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।'

বাপ্‌পা ভিতরে ঢুকে গেল। দরজা না থাকার জন্য অস্বস্তি হলেও উপায় নেই। টিনের মগ আর কলের জল আছে। কিছুক্ষণ বাদে ও বেরিয়ে এসে বলল, 'মুখ ধোব কোথায়?'

'বাঁয়ে চলে যাও।'

বাঁদিকেও একটা ঘর, কিন্তু সেটা পায়খানা না। একটা জলের কল আর পিছল মেঝে। বাপ্‌পা সেখানে ঢুকে কল খুলে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে নিল। কিন্তু কোন তোয়ালে নেই। ওর রুমালটা গত রাত্রে একজন সেপাই নিয়ে নিয়েছিল। বাঙালী সেপাই ওকে ডেকে বলল, 'এস আমার সঙ্গে।'

বাপ্‌পা তাকে অনুসরণ করল। সে তাকে আর হাজতের দিকে না নিয়ে গিয়ে অফিসের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে বলল, 'এখানে বস।'

বলে সে হাজতের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল। সামনে কাঠের পার্টিশন, পাশ দিয়ে একটুখানি ফাঁক। সেপাই সেখান দিয়ে পার্টিশনের আড়ালে গেল। বাপ্‌পা সেই ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল রোদ এসে পড়েছে। এতটা বেলা হয়েছে ভিতর থেকে বুঝতে

পারেনি। একবার ভাবল উঠে ফাঁক দিয়ে দেখে পার্টিশনের ওধারে কি আছে। অনেকেই কথা বলছে বোঝা যায়। কথাগুলো ওর কাছে কোন অর্থ বহন করছে না। হাজতের দিক থেকে পুরুষের গলায় হাঁকডাক এবং গরাদের ঝনঝনানি শোনা গেল। কেউ সেপাইকে ডাকছে। বাপ্‌পা উঠে ভেজানো দরজাটা খুলে করিডরে উঁকি মেরে দেখল। দুজন কয়েদী চিৎকার করছে, 'সিপাহী জল্‌দি খুল্‌ দিজিয়ে।'

বাপ্‌পা পার্টিশনের ওপাশে যাবার ফাঁকে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে সেখানে দেখেই সেই বাঙালী সেপাই বন্দুক নিয়ে হুম্‌কে উঠল, 'এদিকে এসেছ কেন, যাও।' বলে সে এগিয়ে এল।

বাপ্‌পা বলল, 'ওরা ডাকছে।'

সেপাই ওকে একটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'সেটা আমি দেখছি, যাও বস ওখানে।' তারপরে চিৎকার করে ডাকল, 'ধীরেন, এই ধীরেন?'

পার্টিশনের ওপাশ থেকে জবাব এল 'হ্যাঁ।'

সেপাই: 'হাজতে। কোমর দড়ি নিয়ে যাও।'

বলে সে ফাঁকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আর একজন সেপাই ঢুকল, তার হাতে ফাঁস লাগানো পাকানো মোটা পাটের দড়ি, আর চাবির গোছা। সে করিডরের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে আবার দরজাটা টেনে দিল। বাপ্‌পা সেপাইর কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বেজেছে?'

সেপাই: 'খাবার আসছে।'

বাপ্‌পা একটু অবাক হল। ও খাবারের কথা জানতে চায়নি, সময়টাই জানতে চেয়েছিল। ও আবার জিজ্ঞেস করল, 'এখন ক'টা বেজেছে?'

সেপাই ওর দিকে তাকিয়ে নিজের ঘড়িটা দেখে বলল, 'আটটা বেজে দশ।'

'সুভাষ— ।'

পার্টিশনের ওপার থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল। বন্দুকধারী সেপাইটি পার্টিশনের ওপাশে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'হ্যা স্যার।'

'ছেলেটাকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

সুভাষ নামে সেপাই বাপ্পাকে আঙুলের ইশারায় ডাকল —এস।

বাপ্পা উঠে তার সঙ্গে পার্টিশনের ওধারে গেল। বিশেষ কোন আসবাবপত্র নেই। একটা ঢাকনাহীন কাঠের টেবিল, তার সামনে চেয়ারে একজন সাবইন্সপেক্টর বসে আছেন। আর কোন চেয়ার নেই। দেওয়াল ঘেঁষে ছটা বেঞ্চি। দুটি লোক চুপচাপ একদিকে বসে আছে। কাল রাত্রে যে লোকটি ঠোঙায় খাবার দিয়েছিল সে দাঁড়িয়ে আছে, এবং এখনো তার হাতে একটি শালপাতার ঠোঙা। এস আই বাপ্পাকে বেঞ্চি দেখিয়ে বলল, 'বস।'

বাপ্পা বসল। ঠোঙা হাতে লোকটি এগিয়ে এসে বাপ্পার দিকে ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরল। লোকটিকে দেখলে ওড়িয়া ঠাকুরের মত মনে হয়। বাপ্পা ঠোঙাটা নিয়ে দেখল গতরাত্রের মতই খাবার। কেবল বেশি আছে দুটো জিলিপি। বাপ্পা খেতে লাগল। খাওয়ার শেষে লোকটা ওকে মাটির ভাঁড়ে ঘটি থেকে জল ঢেলে দিল। বাপ্পা চার ভাঁড় জল পান করল। লোকটা কোন কথা বলে না। নিজের থেকেই বুঝে নিল, বাপ্পার আর জলের দরকার নেই, ঘটিটা নিয়ে চলে গেল ঘরের বাইরে। বাপ্পা যখন ভাবছে ভাঁড়টা কোথায় ফেলবে, তখনই লোকটা একটা ময়লা কেট্‌লি নিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'চা।' এই প্রথম লোকটা কথা বলল।

বাপ্পা ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমি চা খাই না।'

সুভাষ নামে সেপাই বাপ্পাকে বলল, 'ভাঁড়টা বেঞ্চির নিচে রেখে দাও।'

বাপ্পা তাই করল। এস আই সুভাষকে বলল, 'ওদিকে তাড়া দাও। ন'টার মধ্যে রেডি করে কোর্টে চালান করতে হবে।'

সুভাষ অদৃশ্য হয়ে গেল। এস আই বসে থাকা লোক দুটোর দিকে তাকাল।

এস আই : 'এখানে বসে আর কী হবে ? সিটি কোর্টে চলে যাও।'

একজন : 'স্যার, একটু দেখা করতে চাইছিলাম।'

এস আই : 'ওসব মেয়েমানুষকে তোমাদের কিছু শেখাতে হবে না। ওদের নিয়ে তো অনেকদিন ঘর করছ, ব্যবসা করছ, ওরা আজ নতুন হাজতে আসেনি। উকীলবাবুকে গিয়ে বল। সে সব ঠিক করে দেবে। মিনতি কার মেয়েমানুষ ?'

অন্যজন : "আমার বউ স্যার।'

এস আই ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললেন, 'ওরকম ক'টি বউ খাটাচ্ছ ?'

অন্যজন যেন ভারি লজ্জা পেয়ে বলল, 'ছি ছি স্যার, কী যে বলেন।'

এস আই : 'উচিত হচ্ছে, তোমাদের সাজা দেওয়া।'

একজন অবাঙালী সেপাই ঢুকল, বলল, 'বড়বাবু মারদুল মিত্তরকো উসকা কামরামে লে যানে বোলা।'

এস আই : 'মারদুল মিত্তর ? ওহো! মৃদুল মিত্র।' এস আই বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও, এর সঙ্গে যাও।' সেপাইর দিকে ফিরে বলল, 'লে যাও।'

সেপাই এসে শক্ত হাতে বাপ্পার হাত চেপে ধরল। ঘরের বাইরে বারান্দা দিয়ে কয়েকটা ঘর পার হয়ে পর্দা ফেলা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। গতকালের সেই ও সি বসে আছেন। তাঁর টেবিলের ধারে আরও কয়েকজন বসে আছেন। ও সি বাপ্পার দিকে তাকালেন। ও সি আঙুলের ইশারা করতে সেপাই ওকে ঘাড়ের কাছে ধরে টেবিলের সামনে নিয়ে গেল।

ও সি : 'তোমার আর কেউ কোথাও আছে ?'

বাপ্‌পা : 'বর্ধমানের গ্রামে মা আছেন।'

ও সি : 'বাবা নেই ?'

বাপ্‌পা ঘাড় নাড়ল। ও সি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তোমার মায়ের কাছে যেতে চাও ?'

বাপ্‌পা : 'না।'

ও সি : 'তুমি কী চাও ?'

বাপ্‌পা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি পাহাড়ে যেতে চাই।'

ও সি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাহাড়ে ?'

বাপ্‌পা : 'হ্যাঁ, ছবিতে হিমালয় পাহাড় যেমন দেখা যায়, সেখানে।'

ও সি অপলক চোখে বাপ্‌পার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন। তাঁর আশেপাশে যারা বসে ছিল, অনেকেই মুখ টিপে হাসল। ও সি সেপাইর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চ্যাটার্জি সাবকো বোলাও।'

সেপাই চলে গেল ঘরের বাইরে। বাপ্‌পা দাঁড়িয়ে রইল। ও সি একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। আপনি আই জি-র কাছে যান, হোম সেক্রেটারির কাছে যান, রাজ্যপালের কাছেও যেতে পারেন, বাট আই ক্যান ডু নাথিং। অন্তত কুড়িজন মার্ডারের সাক্ষী এক্ষেত্রে—এই যে চ্যাটার্জি, আসুন।'

একজন ইন্সপেক্টর ঢুকলেন। ও সি বাপ্‌পাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে মৃদুল মিত্র। ম্যাটার অব হাফেন আওয়ার। আপনি পেস্কারবাবুকে বলে আগে এর কেসটা করিয়ে নেবেন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'জানি আমি সব।'

ও সি : 'নিয়ে যান।'

চ্যাট্যার্জি বাপ্‌পার দিকে তাকালেন। সেপাই আবার শক্ত

হাতে বাপ্পাকে চেপে ধরল। বাপ্পা চ্যাটার্জির পিছন পিছন, থানার চত্বরে নেমে এল। একটা জীপে চ্যাটার্জি উঠলেন ড্রাইভারের পাশে। সেপাই বাপ্পাকে নিয়ে পিছনে। তার কাঁধে রাইফেল।

গাড়ি কলকাতার নানান্ রাস্তা ঘুরে একটা ভিড়বহুল ব্যস্ত মানুষের ছড়াছড়ি বিরাট বাড়ির চত্বরে ঢুকল। চ্যাটার্জি নামলেন। সেপাই বাপ্পাকে ধরে নামাল এবং চ্যাটার্জির পিছন পিছন দোতলায় উঠে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। সেখানে কয়েকজন উকীল বসে আছেন। কিছু অন্যান্য লোক। একটা জালের খাঁচার মধ্যে কিছু লোক এবং সেখানে দুজন সেপাই। বাপ্পা একটা চেয়ারে সুমিতাকে দেখতে পেল, সরলের পাশে বসে আছে। চোখা-চোখি হতেই বাপ্পা হেসে ডেকে উঠল, 'দিদি!'

সুমিতা উঠে দাঁড়াল, ওর চোখ জলে টলটল করছে। সেপাই বাপ্পাকে টেনে সামনের দিকে নিয়ে গেল। চ্যাটার্জি, বিচারকের ডেস্কের সামনে বাঁদিকের চেয়ারে বসে থাকা চশমা চোখে রোগা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে কানের কাছে কী যেন বললেন। রোগা ভদ্রলোক, পেশকার, ঘাড় কাত করে কথা শুনলেন এবং কিছু বললেন, আর সেই মুহূর্তেই বিচারক প্রবেশ করতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। বিচারক প্লাটফর্মে উঠে চেয়ারে বসলেন এবং ঘাড় দুলিয়ে সকলের দিকে তাকালেন। সবাই বসলেন।

পেশকার ভদ্রলোক কতকগুলো কাগজ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এগিয়ে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট দেখলেন এবং মুখ তুলে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজলেন। রোগা ভদ্রলোক ডেকে উঠলেন, 'মৃদুল মিত্র।'

এবার চ্যাটার্জি বাপ্পাকে হাত ধরে কাঠগড়ার ওপর দাঁড় করালেন। ম্যাজিস্ট্রেট গম্ভীর মুখে চশমার ভিতর দিয়ে বাপ্পার দিকে তাকালেন। ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় এই মাত্র তিনি যেন ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। তিনি তাকিয়ে আছেন দেখে বাপ্পার

একটু হাসি পেল। চ্যাটার্জি বাপ্‌পার দিকে ভ্রূকুটি করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট মুখ ফিরিয়ে পেশকারের দিকে তাকালেন। পেশকার ডাকলেন, 'হেমন্ত দাশ, সরল দত্ত।'

হেমন্ত দাশ আর সরল দত্ত তুজনেই প্লাটফর্মের সামনে এসে দাঁড়াল।

ম্যাজিস্ট্রেট : 'হেমন্ত দাশ ?'

হেমন্ত : 'ইয়েস ইওর অনার।'

ম্যাজিস্ট্রেট : 'ক্যালকুলেটিঙ মেসিনটা আপনাদের ছিল ?'

হেমন্ত : 'হ্যাঁ।'

ম্যাজিস্ট্রেট পেশকারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'ডক্টর এন সি ঘোষ কি এসেছেন ?'

পেশকার : 'না স্যার, তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ডাক্তার। তাঁর স্টেট্‌মেণ্ট আছে।'

ম্যাজিস্ট্রেট : 'দেখেছি, ওতেই হবে। সরল দত্ত ?'

সরল : 'হিয়ার ইওর অনার।'

ম্যাজিস্ট্রেট : 'আপনি মৃতুল মিত্রের অভিভাবক ?'

সরল : 'হ্যাঁ।'

ম্যাজিস্ট্রেট : 'তার অপরাধ সম্পর্কে আপনি সব জানেন ?'

সরল : 'সব জানি।'

ম্যাজিস্ট্রেট বাপ্‌পার দিকে তাকালেন, বাপ্‌পা তখন সুমিতার দিকে দেখছিল। সুমিতা কাঁদছে। ম্যাজিস্ট্রেট গলা খাকারি দিলেন। চ্যাটার্জি বাপ্‌পার হাত ধরে নাড়া দিলেন। বাপ্‌পা ফিরে তাকাল।

ম্যাজিস্ট্রেট : 'তোমার নাম মৃতুল মিত্র ?'

বাপ্‌পা : 'হ্যাঁ।'

ম্যাজিস্ট্রেট : 'তুমি একটা ক্যালকুলেটিঙ মেসিন চুরি করেছিলে ?'

বাপ্‌পা : 'হ্যাঁ।'

ম্যাজিস্ট্রেট : 'কেন ?'

বাপ্‌পা : বিক্রি করে টাকা পাব বলে।'

সমস্ত এজলাস যেন অবাক আর কৌতুকের চোখে বাপ্‌পাকে দেখছে।

ম্যাজিস্ট্রেট : 'আমার মনে হয় ছেলেটিকে শোধন করা সম্ভব।' বলে তিনি কিছু লিখলেন এবং উচ্চারণ করলেন, 'বহরমপুর ফরস্টল রিফরমেটারি জেল্।'

পেশকার চ্যাটার্জিকে কাছে ডাকলেন। একটা কাগজে সই করতে বললেন। চ্যাটার্জি সই করে আর একটা কাগজ নিয়ে সিপাইয়ের দিকে তাকালেন। সিপাই বাপ্‌পার হাত শক্ত করে ধরে এজলাসের বাইরে নিয়ে গেল। সঙ্গে চ্যাটার্জি। সুমিতা এজলাসের বাইরে এসে ডাকল, 'বাপ্‌পা—'

সুমিতার চোখ জলে ঝাপ্‌সা। বাপ্‌পা তাকিয়ে দেখল, হাসল। বলল, 'আমি থানার দারোগাকে বলেছি আমাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেবার জন্য।'

চ্যাটার্জি সিপাইকে হুকুম করল, 'নিয়ে চল।'

সুমিতা হাত বাড়িয়ে বাপ্‌পাকে স্পর্শ করার আগেই সিপাই ওকে টেনে নিয়ে চলে গেল। বাপ্‌পা টা টা করার ভঙ্গিতে সুমিতার দিকে হাত তুলে নাড়ল। সুমিতার পাশে তখন সরল। বাপ্‌পা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আবার আগের মতই জীপে উঠল। চ্যাটার্জি সামনে বসলেন। গাড়ি গেট দিয়ে বেরিয়ে এবার অনেক বড় একটা বিল্ডিং-এর চত্বরে ঢুকল। চ্যাটার্জি আগে নামলেন, তাঁর হাতে সেই কাগজটি রয়েছে। সিপাই বাপ্‌পাকে নিয়ে নেমে চ্যাটার্জিকে অনুসরণ করে বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢুকে এক একটা ঘর পেরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একজন ইউনিফর্ম পরা ইন্সপেক্টর বসে ছিলেন। চ্যাটার্জি তাঁকে কাগজটা বাড়িয়ে দিতে তিনি বললেন, 'ওহ্, আপনি মিঃ চ্যাটার্জি ? বসুন।'

চ্যাটার্জি : 'বসবার সময় নেই। এর পরে আবার কোর্টে যেতে হবে অন্য কেস নিয়ে। এই কাজটা বুঝে নিন।'

নতুন ইন্সপেক্টর বললেন, 'বোঝাবুঝির আর কি আছে, আজ দুপুরেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' বলে তিনি বাপ্‌পার দিকে তাকালেন। কাছের একটা বেঞ্চি দেখিয়ে বললেন 'বস।'

বাপ্‌পা বসল। চ্যাটার্জি আর সিপাইটি চলে গেল। সিপাই যাবার আগে মিঃ রক্ষিতকে সেলাম করল, উনি তা দেখলেন না। জোরে ঘন্টি বাজালেন। অন্য একজন সিপাই এল। রক্ষিত বললেন, 'বহরমপুরে যাবে। ওপরে নিয়ে যাও। খেতে দিতে বল।'

নতুন সিপাই আবার বাপ্‌পার হাত ধরে বাইরে গিয়ে একটা কাঠের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে চলল। ওপরে বড় বড় হাজত ঘর। সেখানে অন্য একজন সিপাই ছিল, কোমরে বড় চাবির গোছা। একটা ঘরের গরাদের দরজা খুলে বাপ্‌পাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। তালা বন্ধ করল। যে সিপাই ওকে নিয়ে এল, সে জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবি রে। ভাত না রুটি?'

বাপ্‌পা বলল, 'ভাত।'

সিপাই চলে গেল। বাপ্‌পা শুনল, কে গেয়ে উঠল :

'আমি মা তোর কোলের ছেলে
কোলে তুলে নে মা মোরে।'

বাপ্‌পা ফিরে তাকিয়ে দেখল ঘরের এক কোণে দাঁড়ি গোঁফ-ওয়ালা একটি লোক ওর দিকে তাকিয়ে গান করছে। ওর দিকে সে তার দু'হাত বাড়াল।

বাপ্‌পা দরজার কাছেই বসে পড়ল। সামনে একটা উঁচু ছাদ আর তার ওপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে।

একটা প্রিজন ভ্যান কৃষ্ণনগরের রাস্তায় ছুটে চলেছে। বেলা তিনটে বেজে গিয়েছে। বাপ্‌পা বসে আছে জালের আড়ালে, ড্রাইভারের পিছনেই। ওর পাশে একজন আর্মড পুলিশ। সব শুদ্ধ

চারজন আর্মড পুলিশ ভিতরে। ছ'জন কয়েদী, প্রত্যেকেরই কোমরে দড়ি বাঁধা। বাপ্‌পা জালের ফোঁকর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে। সমস্ত মাঠেই এখন ধান। মাঝে মাঝে লোকজন, গরু ছাগল চোখে পড়ছে। যেন আকণ্ঠ পিপাসা আর লুব্ধ চোখে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাপ্‌পা এখন জানে, পাহাড় না, ওকে বহরমপুরের একটা জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এক সময়ে বেলা পড়ে এল। তারপরে সন্ধ্যা। একটু একটু করে অন্ধকার নেমে এল। বাপ্‌পা ভ্যানের ভিতরে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকার। কেবল কতগুলো ছায়ামূর্তি। কেবল একজন কেউ ধূমপান করছে। আবার এক সময়ে শহরের আলো গাড়ি ভিড় লোকজনের চলাচল দেখা গেল। বাপ্‌পা স্পষ্টই শুনতে পেল, সুচিত্রা মিত্রের গান: 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি...।' গাড়িটা শহরের একটা নিরালা অংশে চলে এল। তারপরে গাড়িটা এক জায়গায় দাঁড়াল। জালের ভিতর থেকে বাপ্‌পার মনে হল, ও যেন একটা উঁচু পাহাড়ের মত কালো কিছু দেখতে পাচ্ছে। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টের পাওয়া গেল ড্রাইভার নেমে গেল। তারপরেই ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে গেল। ছোট একটা বন্ধ গেটের সামনে মাথার ওপরে আলোয় দেখা গেল দুজন সেন্ট্রি বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানের ভিতরে তিনজন আর্মড পুলিশ কয়েদীদের কোমরের দড়ি ধরে নামাল। আর একজন বাপ্‌পার হাত ধরে নামাল। ছোট গেটটা খুলে গেল। তার ভিতরে সবাইকে ঢুকিয়ে গেট বন্ধ হল। তারপরে আর একটা গেট খুলল। একটি অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল, বারান্দা, সামনেই ঘর। সেখানে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের মধ্যে দুটো টেবিল এবং কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের সামনে চেয়ারে বসা একজন বলে উঠলেন, 'মৃদুল মিত্র।'

বাপ্‌পাকে যে ধরে রেখেছিল সে ওকে ছেড়ে দিল। ও টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। ইউনিফর্ম পরা ভদ্রলোক ওকে দেখলেন।

খাতায় কি যেন লিখতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'পকেটে কিছু আছে?'

বাপ্‌পা: 'কিছু না।'

তিনি একজনকে ডেকে বললেন, 'সার্চ কর।'

নতুন লোকটি বাপ্‌পার সারা গায়ে সার্চ করল। তারপর বললে, 'কিছু নেই।'

চেয়ারে বসা অফিসার বললেন, 'ফরস্টলে নিয়ে যাও।'

নতুন ওয়ার্ডার বাপ্‌পার হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। চওড়া চত্বর, বট গাছ। সামনে যেন একটা মাঠও দেখা যাচ্ছে। অল্প আলোয় কিছুই প্রায় টের পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু সারি সারি বিল্ডিংও দেখা যাচ্ছে।

ওয়ার্ডার ওকে নিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় লাগানো আঙটা ধরে টান দিতেই ভিতরে ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজার একটা ফোঁকর খুলে গেল। দুটো চোখ উঁকি দিয়ে দেখল। দরজা খুলে গেল। হঠাৎ এক ঝাঁক ছেলে চিৎকার করে উঠল, 'এসেছে এসেছে, আর একটা এসেছে।'

বাপ্‌পা এমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল, কখন কি ভাবে ও একদল ছেলের মাঝখানে গিয়ে পড়েছে, বুঝতে পারল না। কেউ ওর গায়ে হাত দিল। কেউ চুল টেনে দিল। একজন ওর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর নাম কি?'

বাপ্‌পা: 'মৃদুল মিত্র। তোমার নাম?'

ছেলেটি: 'ঘোঁতনা।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ঘোঁতনা বলল, 'তোর ডাকনামটা বল্।'

বাপ্‌পা বলল, 'আমার নাম বাপ্‌পা।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'বাপ্‌পা বাপ্‌পা বাপ্‌পা।'

বাপ্‌পা দেখল সকলেই প্রায় ওর সমবয়সী। ওর থেকে একটু

বড়ও হতে পারে। সবাই যে ওকে ঘিরে আছে তা না, বেশির ভাগই বারান্দায় রয়েছে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'এই বাপ্‌পা তুই কি করেছিলি?'

বাপ্‌পা: 'একটা ক্যালকুলেটিঙ মেসিন চুরি করেছিলাম।'

১ম ছেলে: 'কেন, সিগারেট টানবার পয়সা ছিল না?'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিল না।

২য়: 'তুই এখানে কি করবি?'

বাপ্‌পা: 'আমি কিছুই জানি না। এখানে ইস্কুল আছে?'

৩য়: 'এটা তোর বাবার শালার বাড়ি, এখানে রোজ হিন্দী ছবি দেখতে দেবে আর এক প্যাকেট করে সিগারেট দেবে।'

সকলেই হেসে উঠল। বাপ্‌পা ওদের সব কথা ধরতে পারল না।

২য়: 'তুই ইস্কুলে পড়তিস?'

বাপ্‌পা: 'তিনদিন আগে ইস্কুলে গিয়েছিলাম।'

২য়: 'কোন্ ক্লাসে পড়তিস?'

বাপ্‌পা: 'এইট্।'

১ম: 'তাহলে তোকে এইট্ স্ট্যাণ্ডার্ডের বই পড়তে দেবে।'

একজন ওয়ার্ডার এগিয়ে এল। বলল, 'তুমি বারো নম্বর ওয়ার্ডে থাকবে। তোমার জিনিসপত্র সব কাল সকালে মিলবে।'

একটি ছেলে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আমরা সব বলে দেব ওকে।'

৩য়: 'তুই কোদাল চালাতে পারিস?'

বাপ্‌পা: 'কেন?'

৩য়: 'মাঠে কাজ করতে হবে। ফুলকপির চারা লাগানো হয়ে গেছে।'

বাপ্‌পা কোন জবাব দিল না। একটু পরেই ঘণ্টা বেজে উঠল। সকলেই এক দিকে ছুটল। একজন বাপ্‌পার হাত ধরে টেনে বলল, 'চল, খেতে যাবি।'

অনেক ছেলেই খারাপ ভাষায় কথা বলছিল। তারপরে খাবার ঘরে হঠাৎ মারামারি শুরু হয়ে গেল কয়েকটি ছেলের মধ্যে। তখন সব থেকে খারাপ গালাগাল শোনা গেল। একটি বড় ছেলে সকলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বেত দিয়ে সবাইকে সপাসপ্ মারতে লাগল। একজন ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে দেখছে। অন্যদিকে এক জায়গায় জড়ো করা থালা গেলাসের একটা করে নিয়ে সবাই আর এক জায়গায় লাইন দিতে আরম্ভ করছে। একজন বাপ্‌পাকে বলল, 'একটা থালা নিয়ে লাইনে চলে এস। ওসব দেখতে হবে না।'

বাপ্‌পা তাই করল। খাবার পেল—রুটি ডাল আর তরকারি। একটা লম্বা টেবিলের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিল। জলের কলে থালা ধুয়ে গেলাসে জল নিয়ে পান করল। তারপরে একজন তাকে বলল, 'চল, আমি বারো নম্বরে থাকি। ওখানে তোমার শোবার জায়গা আমি দেখিয়ে দেব।'

শুরু হল বাপ্‌পার বন্দীজীবন। হয়তো এখানে বাঁচবার মত কিছু উপকরণ আছে। বাপ্‌পা কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন এগারো বছরের একটি ছেলে কেন এখানে এসেছে সেটা শুনে ও একেবারে অবাক হয়ে গেল। ছেলেটার নাম দীপু-দীপেন। এক বছর আগে ও ওদের বাড়ির আর আশেপাশের বাড়ির অনেকের হাতঘড়ি চুরি করেছিল একটা ঘড়ির দোকান দেবার জন্য। অন্য কোথাও না, ওদের পাড়ায় একটি রকের ওপর চাদর বিছিয়ে দোকানটা করেছিল। মাত্র কুড়ি পয়সায় এক একটা ঘড়ি বিক্রি করেছিল। ওর ভীষণ দোকান করতে ইচ্ছা করত।

বাপ্‌পা: 'তুই তো ভীষণ বোকা।'

দীপু: 'এখন বুঝতে পারি। কিন্তু আসলে আমি খেলা করেছিলাম।'

বাপ্‌পা: 'এখানে তোর থাকতে ইচ্ছা করে?'

দীপু ঃ 'একটুও না। এখানে আবার কারো থাকতে ভাল লাগে নাকি? অনেক খারাপ ছেলে আছে এখানে। ওরা যা তা সব বিচ্ছিরি জিনিস করে।'

বাপ্‌পা ঃ 'জানি, দেখেছি।'

আর একটি ছেলে, রবি, বাপ্‌পারই বয়সী, সে মোটে কথাই বলতে চায় না। সব সময়ে মুখ শক্ত করে থাকে। সে-ও বারো নম্বরে থাকে। একদিন রাত্রে সে ওর সামনে এসে বলল, 'তুই সত্যি চুরি করেছিলি?'

বাপ্‌পা ঃ 'হ্যাঁ।'

রবি ঃ 'আমি কখনো চুরি করিনি।'

বাপ্‌পা ঃ 'কি করেছিলে?'

রবি ঃ 'কিছুই না। আমার তো বাবা চলে গেছে, মার সঙ্গে থাকে না। মা আমাকে মোটেই ভালবাসত না।'

বাপ্‌পা ঃ 'কেন?'

রবি ঃ 'মার একজন বন্ধু আছে, খারাপ লোক, আমি সহ্য করতে পারতাম না। মা তাকে খুব ভালবাসে। আমি লোকটাকে দেখলেই রেগে যেতাম। কখনো কাকা বলে ডাকতাম না। তাই মা আর সেই লোকটা মিছিমিছি চোর বলে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

বাপ্‌পা অবাক হয়ে শুনেছে। একটু পরে রবি শক্ত গলায় বলেছে, 'এখান থেকে বেরিয়ে লোকটাকে আমি খুন করব।'

বাপ্‌পা ঃ 'খুন?'

রবি ঃ 'হ্যাঁ। কী ভাবে খুন করতে হবে আমি সব জানি। এখন এখানে সবাই আর মাও জানে আমি ভাল হয়ে গেছি। মাকে আমি বলেছি, আমি আর মাকে কিছু বলব না, সেই লোকটাকেও না। আমাকে বোধহয় খুব শিগ্‌গিরই ছেড়ে দেবে। বোধহয়—।'

রবি কথা শেষ করেনি। বাপ্‌পা দেখেছিল, অন্ধকারে রবির

মুখটা কেমন পাথরের মত শক্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু বাপ্‌পা চায় শুধু মুক্তি—মুক্তি! এবং সেই মুক্তিও সহসাই একদিন এল।

বাপ্‌পা আসার দু সপ্তাহ পরেই জানানো হল বারোটি ছেলেকে বাঁকুড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। তার মধ্যে বাপ্‌পার নামটাও আছে।

শুক্রবার, শুধু এই বারটা বাপ্‌পার মনে আছে। সকালবেলা কিছু খেয়ে নেবার পরে ওদের লাইন করে জেলখানার বাইরে নিয়ে আসা হল। বাইরে কোন গাড়ি ছিল না। দুজন ওয়ার্ডার ছিল। একজন জেল কর্মচারি চিৎকার করে উঠল, 'সব কাজেই এই রকম। এখনো ভ্যান এসে পৌঁছয়নি। এদের নিয়ে আমি এখন কী করব?'

জেলের গেট তখন বন্ধ করে দিয়েছে। আর একজন ইউনিফর্ম পরা জেলের কর্মচারি বলল, 'আপনি দাঁড়ান, আমি টেলিফোন করে আসছি।'

বাপ্‌পা তখন লাইন থেকে সরে গিয়ে প্যান্টের বোতাম খোলবার উদ্যোগ করছে। ওয়ার্ডার দেখল, কিছু বলল না। বাপ্‌পার বুক ঢিপঢিপ করছে। হঠাৎ বাপ্‌পা দৌড় দিল। প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপরই জেলের ইউনিফর্ম পরা কর্মচারী ওয়ার্ডারদের প্রতি চিৎকার করে উঠল, 'হুঁশিয়ার ই লোগকো দেখো।' বলেই ছুটল।

বাপ্‌পা ছুটছে—ছুটছে—প্রথম গলি পথ পেয়ে সেখানে তারপর গলির পরে গলি, বড় রাস্তা, দোকানপাট গাড়ি ঘোড়া, গলি মাঠ পুকুর, আবার বড় রাস্তা, গাড়ি ঘোড়া ব্যস্ত জনতার চলাচল, বাপ্‌পা ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে। ক্রমে এক সময়ে ওর ছোটা একটা গতির সীমায় এল। দ্রুত পা, কিন্তু ছুটছে ঝুঁকে পড়ে।

সামনে বিরাট বিল, বাঁদিকে বহুদূর অবধি দেখা যায়। বাপ্‌পা

বিলের ধারে নেমে গেল, পিচের রাস্তা থেকে। রাস্তার ওপর থেকে এখন ওকে দেখা যায় না। রাস্তার ওপর দিয়ে মাঝে মধ্যে লরি ট্রাক যাতায়াত করছে।

বাপ্‌পা বিলের ধার দিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়ুতে লাগল। আর হাজার হাজার পদ্মফুল দেখতে পেল। তালগাছের ডোঙায় করে কেউ ফুল তুলতে বিলের মাঝখানে লগি ঠেলে যাচ্ছে। ছাকনি দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বড় বৌয়েরা বিলের ধারে ধারে মাছ ধরছে, বাপ্‌পা এই সব দেখবার সময় হাঁটছে, আবার দৌড়ুচ্ছে। এক সময়ে বিল শেষ হয়ে গেল। ও আবার মাঠের ওপর উঠে এল। ডানদিকে সেই কালো পিচের রাস্তা। বাপ্‌পা ছুটছে, ছুটছে—সোজা হয়ে, ঝুঁকে।

পুকুর গাছপালা পাখির ডাক গ্রাম গ্রামের মানুষ গোরুর গাড়ি গোরু ভেড়া ছাগল মহিষ মানুষ পুরুষ নারী শিশু বৃদ্ধ ধানক্ষেত সেই দূর-দিগন্তে দিকচক্রবালে গিয়ে ঠেকেছে। বাপ্‌পা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ধানগাছ বাতাসে নুয়ে পড়ছে, বাপ্‌পার চুল উড়ছে, বাপ্‌পার চোখে স্বপ্ন। আবার মুহূর্তেই চমক, বাপ্‌পা ছুটতে লাগল, ছুটতে লাগল আবার, ওর সামনে পিচের রাস্তা। রাস্তাটা দুদিকে চলে গিয়েছে। বাপ্‌পা বাঁদিকে ছুটল। একটা শহর ওর সামনে। ঢুকে পড়ল। ঘিঞ্জি রাস্তা, পুরনো শ্যাওলা ধরা ইমারত, ঘোড়ার গাড়ি, মানুষের ভিড়। বাপ্‌পা ছুটতে লাগল।

সামনে সবুজ মাঠ, বাদিকে বিরাট ইমারত। ইমারতের অনেক-গুলো সিঁড়ির ধাপের নিচে দুটো কামান বসানো। বাপ্‌পা মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। নির্জন নিরালা দুপুর। ডানদিকে আর একটা বিরাট পুরনো বাড়ি। মসজিদের মত তার দরজার খিলান-গুলো। মাঠের মাঝখানেই একটা পুরনো জীর্ণ বাড়ি, তার দরজা জানালা বন্ধ।

বাপ্‌পা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে দেখল,

অনেক পুরনো ভেঙে পড়া ইমারত। কামান দুটো যেন অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বাপ্পা আবার ঘুরল—জল। জলের স্রোত চলেছে। ও হাঁটতে হাঁটতে জলের কাছে গেল। কলকল করে জল চলেছে একটানা। বাপ্পা পিছন ফিরে পুরনো ভাঙা ইমারতগুলো দেখল, ওর মনে পড়ে গেল, এসব নবাবী আমলের শেষচিহ্ন। ইতিহাস বইয়ে ছবি দেখেছে। ও আবার জলের দিকে তাকাল। স্রোতের দিকে চোখ রেখে ওর দৃষ্টি চলতে চলতে আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকল। নীল আকাশ, সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। বাপ্পার দু'চোখ উজ্জ্বল, চোখে মুখে হাসি চিকচিক করছে।

মুক্তির যাত্রী ভগ্নাবশেষ অতীতের সমস্ত চিহ্ন ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল নদীর পার দিয়ে দিয়ে।